



Daily Desher Katha ● 44th year ● Issue: 235 ● Thursday ● 13th April 2023 ● Price: Rs. 5.00

DAILY DESHER KATHA 🗆 বর্ষ ৪৪ 🗖 সংখ্যা ২৩৫ 🗖 আগরতলা ১৩ই এপ্রিল, ২০২৩ 🗖 ২৯শে চৈত্র, ১৪২৯ 🗂 বৃহস্পতিবার 🗖 REGD NO. RN 34238/1979 Postal Regn. No. AGT / NE-983 / 2015-17 মূল্য : ৫ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮



ছিন্ন সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করুন

সুনীত চোপড়া স্মরণ সভায় মানিক সরকার

মানুষের সঙ্গে জীবস্ত সম্পর্ক গড়ে তুলুন।নানা কারণে শ্রেণি বন্ধ যাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে তাদের সঙ্গে পুনঃস্থাপন করুন। ক্ষেতমজুর আন্দোলনের সর্বভারতীয় শীর্ষ নেতা সুনীত চোপড়ার স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বললেন সি পি আই (এম) পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।

সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটের প্রসঙ্গে মানিক সরকার বলেছেন, এটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে এবার নির্বাচনে যেটা হয়েছে এটাই চুড়াস্ত এবং চিরস্থায়ী। এমন হলে আমাদেরই চিরস্থায়ী হবার কথা ছিল, হয়নি। সরকার তৈরি করলেও এদেরও ফল ভালো হয়নি। এই উপলব্ধি নিয়ে নতন পরিসরে কাজ শুরু করতে হবে। যে সম্পর্কগুলো ছিন্ন হয়ে গেছে সেই সম্পর্কগুলোর পনঃসংযোগ করতে হবে। সেটা করতে হবে পার্টি ও গণসংঠনের নেতৃত্ব যৌথভাবে। স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে সামনের দিনে অগ্রসর হতে হবে। সশক্ত সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

গত ৪ এপ্রিল ৮১ বছর বয়সে জীবনাবসান হয় সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের শীর্ষ নেতা সুনীত চোপড়ার। বুধবার ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে ত্রিপুরা

নিজম্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১২ এপ্রিল : ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের ডাকে হয় প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতার স্মরণসভা। সংগঠনের সভাপতি বাধা বল্লভ দেবনাথকে সভাপতি করে শুরু হয় স্মরণসভার কাজ। প্রয়াত নেতার স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম) পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার, সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ভানুলাল সাহা,সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল দে এবং রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম নেতা

> মানিক সরকার বলেন, সংগঠন ছাড়া আবেগে কমিউনিস্টরা ভোট জোগাড করতে পারে না। পার্টির গণভিত্তি চিরাচরিত ভাবে যে অংশের উপর ছিল সেখানে ব্যতিক্রম ঘটেছে। গরিব শ্রমিক দিনমজুর শ্রমজীবী মান্যের সমর্থন প্রত্যাশা মতো হলো না। বিজেপির টানা সন্ত্রাস ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণের ঘটনা এক্ষেত্রে তুলে ধরে তিনি বলেন, গত পাঁচটা বছর কাজই করতে দেওয়া হলো না। পার্টিকে সেখানে ঘরে বসিয়ে রাখার চেষ্টা হয়। কৌশলগত কারণে খুনের সংখ্যা কম হলেও পার্টির নেতা কর্মীদের উপর ভয়ংকর আক্রমণ নামিয়ে আনা, পার্টি অফিস গুঁডিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা জারি রাখা হয়েছে। প্রলোভন টাকা সব দিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। এতে অনেক

শ্রেণি বন্ধ বিভ্রান্ত হয়েছেন। মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন

মানিক সরকার বলেন, রাজনৈতিক দক্ষিভঙ্গি নিয়ে শ্রেণিগত ভাবে মানুষকে দৃঢ় রাখার দায়িত্বও আমাদের নিতে হবে। প্রলোভন, টাকা সব কিছর মোকাবিলা করার মতো সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। যে কোন কারণেই হোক শ্রেণি বন্ধুরা যাতে দৃঢ়তা নিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে সেই সংগঠন গড়ে তুলতে সুনীত চোপড়ার জীবন অনুশীলন করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

স্মরণসভার প্রধান বক্তা মানিক সরকার আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সুনীত চোপড়ার জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে গরিব শ্রমজীবী মান্যের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিডভাবে গড়ে তোলার জন্য পরাম দিয়েছেন। তিনি বলেন, সর্বভারতীয় ছাত্র রাজনীতি থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ। তিনি মেধাবী ছিলেন। মননশীল ছিলেন। বিদেশে পড়াশোনা করতে গিয়ে মার্কসবাদী মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়েছেন। একজন কমিউনিস্ট হিসেবে যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে সবগুলোই তার মধ্যে ছিল। তিনি শুধু নিজের দেশের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির জন্য ভূমিকা নিয়েছেন তা নয়, প্যালেস্তাইনের লড়াইয়েও অনুপ্রেরণা

দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন অপরেশ কুমার সিং নিজম্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা,

১২ এপ্রিল : ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন অপরেশ কুমার সিং। তিনি হবেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের অস্টম মুখ্য বিচার পতি। বর্তমানে ত্রিপুরা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করছেন বরিষ্ঠ বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড়।

ভারতের সংবিধানের ২১৭ অনুচ্ছেদের ধারা (১) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ঝাডখণ্ড হাইকোর্টের বিচারপতি অপরেশ কুমার সিংকে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করেছেন। তিনি যেদিন দায়িত্ব নেবেন সেই তারিখ থেকে তা কার্যকর হবে। তিনি হবেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের অষ্টম প্রধান বিচারপতি।

রাজস্থানে দলিতকে পিটিয়ে খুন

জয়পুর, ১২ এপ্রিল : রাজস্থানে দলিতকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। বারমের জেলার আসাদি গ্রামে কোজারাম মেঘাওয়াল (৪০) কৈ পুরানো শত্রুতার জেরে তিন জন লাঠি দিয়ে বেধড়ক প্রাণ হারান। বধবার এই কথা জানান গিরাবের এসএইচও নিম্ব সিং। তিনি আরো বলেন, একটি জমি নিয়ে মেঘাওয়ালের সঙ্গে হামলাকারিদের পরানো শত্রুতা ছিল।

আক্রান্ত হওয়ার পরে মেঘাওয়ালকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সিং জানান, দলিত খনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। নিহত ব্যক্তির দেহ জেলা হাসপাতালের ময়নাতদন্তের জন্য রাখা

যুবকের লাশ

১২ এপ্রিল: বুধবার সকালে প্রতাপগড়

এলাকায় হাওড়া নদীব জলে দীপন্ধব

ঘোষ নামে এক যবকের মতদেহ

মিলল। নিখোঁজ হওয়ার ছয়দিন পর

যবকের মতদেহ উদ্ধার হওয়ায়

পলিশের ভমিকায় এলাকাবাসী প্রচণ্ড

ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা,

হাওডার জলে

চললো বিজেপির বলডোজার। মণিপরে তিনটি গির্জা বলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিলো বাজ্যের বিজেপি সরকার। গত ববিবাব দিল্লিব একটি গির্জায় গিয়ে 'সর্বধর্ম সমন্বয়'-এব বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার এই বার্তার তিনদিনের মাথায় মঙ্গলবার বিজেপি পরিচালিত মণিপুর সরকার তিনটি গির্জা ভেঙে দিয়েছে। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৪১ শতাংশ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। মঙ্গলবার মনিপুরের পূর্ব জেলার উপজাতি নিবিড় এলাকার তিনটি গিজা ভেঙে দেয়ে পুলাশ। একটি বাপ্টিস্ট,একটি ইভানজেলিকেল লুথার্ন ও আরেকটি ক্যাথলিক হোলি গির্জা ভেঙে ফেলা হয়েছে। এরমধ্যে বাপ্টিস্ট গির্জাটি ১৯৭৪ সালে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১২ এপ্রিল : ধরনায়

বসে এলাকায় সন্ত্রাস বন্ধে শাসক দলের নেতাদের চাপ দিয়ে

আশ্বাস আদায় করলো সি পি আই (এম) কর্মীর পরিবার।

মঙ্গলবার গভীর রাতে আগরতলায় রাবার বোর্ড সংলগ্ন

চানমারীতে সি পি আই (এম) কর্মী বিশ্বজিৎ লোধের বাডি

ও দোকান ভেঙে তছনছ করে দেয় বিজেপি দুর্বৃত্তরা। 'মরলে

একবারই মরমু' এই সাহস নিয়ে এই ঘটনার প্রতিবাদে তার

পরিবার বধবার সকাল থেকে ধরনায় বসে। এদিন বিকালে বিশ্বজিৎ লোধের বাডি ও দোকানে গিয়ে গেরুয়া দর্বত্তদের

হামলার চেহারা দেখে আসেন সি পি আই (এম) রাজ্য

কমিটির সম্পাদক, বিধানসভায় পরিষদীয় দলনেতা জীতেন্দ্র

বারোটা পর্যস্ত বিশ্বজিৎ লোধের বাড়িতে হামলা চালায় শাসক

জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত এগারো থেকে পৌণে

চৌধুরী, বড়জলার বিধায়ক সুদীপ সরকারসহ নেতৃবৃন্দ।

সরকার। গির্জাগুলি 'অবৈধ নির্মাণ' বলে সাফাই দিয়েছেন মখামান্ত্রী বীরেন সিং। গির্জা ভেঙে ফেলার ঘটনায় উত্তরপূর্বের গির্জা ফোরাম থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আদালতে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে। বুধবার শিলঙে ইউনাইটেড ক্রিস্টিয়ান ফোরাম অব নর্থইস্ট ইন্ডিয়ার কর্মকর্তারা শিলঙে জরুরি বৈঠক করে গির্জা ভাঙার বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার

তাদের দুটি দোকান ভাঙে। দোকানে যা ছিল সব গুঁড়িয়ে

দেয়। দুটি দোকানের মধ্যে একটি ছিল চা স্টল অন্যটি

স্টেশনারি। বিশ্বজিৎ লোধের বাবা চা স্টল চালান। তার স্ত্রী

চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক। চাকরি হারানোর পর তিনিই

চালাতেন স্টেশনারি দোকান। তাদের বাড়িতে শাসক দলের

দুর্বৃত্তদের হামলা নতুন নয়। এর আগেও কয়েকবার একই

এই সাহস নিয়ে বধবার সকাল সাডে সাতটা থেকে বাডি

থেকে ৫০ মিটার দরে ইউনিটিক্লাবের সামনে ধরনায় বসে

বিশ্বজিৎ লোধের পরিবার। বৃদ্ধ বাবা, মা ছাড়াও স্ত্রী, দুই

কন্যা সন্তান রাস্তায় বসে পরপর তাদের বাডিতে গেরুয়া

হামলার প্রতিবাদ জানান। বিশ্বজিৎ লোধ জানান, মঙ্গলবার

রাতের ঘটনা নিয়ে বুধবার সকালে আগরতলা পুর নিগমের

পাদ্রী নেঙঝাও হাউপি জানান, ২০২০ সালের ২৪ ডিসেম্বর তিনটি গির্জা উচ্ছেদের নোটিশ দেয় রাজ্য সরকার। সরকারের নোটিশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দারস্থ হয় রাজ্যের গির্জা ফোরাম। সেদিন হাইকোর্ট দুই থেকে তিন বছরের জন্য উচ্ছেদে স্থগিতাদেশ জারি করে। চলতি বছরের গোডায় গির্জা উচ্ছেদের জন্য আদালতের অনুমতি চায়ু রাজ্য সরকার।

🌘 দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

পারদ ৩৮ দশমিক ৩ ডিগ্রিতে 🗆 বিপর্যন্ত বিদ্যুৎ

জলছে রাজ্য

বিলোনীয়া, ১২ এপ্রিল : হাসফাস গরমেও রাজ্যে বিপর্যস্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা। বুধবার ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপর তাপমাত্রার মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে দিনভর ছিলনা বিদাৎ। এতে বহু মানুষ অসুস্থও হয়ে পড়েন। দেখা দেয় জল কস্টও। এদিকে বিলোনীয়া হাসপাতাল চলছে মোবাইলের ফ্ল্যাস লাইটে।

২০১৮ সালে রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার কিছু দিন পর থেকেই নানা কায়দায় শুরু হয় বিদ্যুৎ বিপর্যয়। আকাশে মেঘ করলেই মানুষ বুঝে যান বিদ্যুৎ চলে যাবে। ২০২৩ সালে দ্বিতীয় জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর মেঘের সাথে যক্ত হলো বাডতি তাপমাত্রাও। বধবার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলো। এদিন আকাশে কোন মেঘ ছিলনা। কিন্তু সকাল গড়িয়ে দিনের তাপমাত্রা বাড়তেই জিরানীয়া, বিলোনীয়া, বিশালগড়, শহর দক্ষিণের বাধারঘাটসহ বিভিন্ন এলাকায় দেখা দেয় বিদ্যুৎ বিপর্যয়। একদিকে তীব্র গরম, অন্যদিকে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ। তার উপর জল কষ্ট। সবমিলিয়ে দারুণ রাজ্যে শূকর আমদানির

উপর নিষেধাজ্ঞা

আগরতলা, ১২ এপ্রিল

রাজ্যের শৃকর পালনকারীদের স্বার্থে

শুকরের রোগ প্রতিরোধে ত্রিপুরা

সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর

সাম্যিকভাবে বাইবে থেকে বাজে

শকর আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা ও

কিছ বিধিনিষেধ জারি করেছে।

আমদানির উপর এই নিষেধাজ্ঞা যখন

উঠবে তখনও প্রাণীসম্পদ বিকাশ

দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া রাজ্যের

বাইরে থেকে রাজ্যের ভিতরে কোনও

জীবিত বা মৃত শৃকর বহন করা যাবে

না। একমাত্র প্রাণীসম্পদ বিকাশ

দপ্তরের নিয়ম মেনেই রেল বা সড়ক

পথে শৃকর আমদানি করা যাবে।

এক্ষেত্রে কমপক্ষে রাজ্যের প্রবেশদ্বারে

পৌঁছানোর ৪৮ ঘণ্টা আগে দপ্তরের

অধিকর্তাকে তা জানাতে হবে। তাছাড়া

শুধুমাত্র প্রজননের উদ্দেশ্যেই শুকর

আমদানি করা যাবে, মাংস বিক্রির

উদ্দেশ্যে নয়। এক্ষেত্রে বেআইনি

কার্যকলাপ নজরে আসলে এরকঃ

কনসাইনমেন্ট সরানোর একমাত্র দায়িত্ব

থাকবে কনসাইনমেন্ট মালিকের।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে এক

বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পরবর্তী কোনও আদেশ / বিজ্ঞপ্তি জারি

না হওয়া পর্যস্ত এই আদেশ কার্যকর



ভোগাস্তির সম্মখীন হন জনগণ। ১৯১২ নাম্বারে কল করলেই ভোক্তাদের জানানো হয়, আপনার এলাকায় লাইন বন্ধ করে কাজ চলছে। কখন লাইন ফের চালু হবে বলা যাবে না। অথচ কোন এলাকায় লাইন বন্ধ করে কাজ করা হলে তা আগাম জানিয়ে দেয়ার রেওয়াজ ছিল। এদিন ১৯১২ নাম্বারের বক্তব্য অনুযায়ী ভোক্তাদের মনে প্রশ্ন উঠছে দ্বিতীয় জোট সরকারের জমানায় কি লাইন বন্ধ করে কাজ করা হলে আগাম জানিয়ে দেয়ার রেওয়াজ

সন্ধ্যার পরও অনেক এলাকায় জ্বলেনি বিদ্যতের আলো। বিদ্যৎ না থাকায় জনগণকে পোহাতে হয়েছে তীব্ৰ জল

এদিকে 'সবকিছু থেকেও কিছুই নেই', বিলোনীয়া মহক্মা ফাউ রেফারেল হাসপাতালে। বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ রোগী থেকে পরিজন, চিকিৎসক থেকে নার্স স্বাস্থ্যকর্মী সকলে। বিলোনীয়া হাসপাতালে বিদ্যুৎ কখন আসে কখন যায় কেউই জানে না। মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে হাসপাতালের চিকিৎসক যেমন

হাসপাতালে মুমূর্ব্সংকটাপন্ন দুর্ঘটনাগস্ত রোগীর পরিষেবাও দেয়া হচ্ছে ফ্র্যাশ লাইট জ্বালিয়ে। সত্তরোধর্ব শ্বাসকষ্টের এক রোগীকে নিয়ে আসা হয় রাতের আঁধারে জীবন রক্ষার তাগিদে। অন্ধকারে মোবাইলের লাইট জ্বালিয়ে অতি কষ্টে দ্রুত ডাক্তার বাব রোগীকে ধোঁয়া দেওয়ার জন্য লিখে দেন। রোগীর পরিজন ছোটাছুটি করে দোকান থেকে ওষ্ধ ক্রয় করে হাসপাতালের চিকিৎসক নার্সের হাতে দিতেই ডাক্তারবাব এবং নার্সরা একযোগে বলে উঠেন একটু অপেক্ষা করতে হবে। কারেন্ট নেই। কারেন্ট এলেই ধোঁয়া দিয়ে দেব। রোগীর পরিজনরাই জানান একথা।

এদিকে কারেন্ট কখন আসবে জানতে চাইলে ডাক্তার বাব ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে যান। আর নার্স রোগীর বিছানার পাশ থেকে অন্যত্র চলে যান। স্যালাইন লাগানো এক রোগী বলেন, বিলোনীয়া হাসপাতাল এখন আর আগের হাসপাতালে নাই। সব পাল্টে গেছে। তিন দিন হাসপাতালে শুয়ে আছি। কখন কারেন্ট আসে সেটাই বুঝি দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি জীতেন্দ্র চৌধুরীর

স্বদলীয় সন্ত্রাসীরাই আপনার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১২ এপ্রিল : আপনারই দলের কমিউনিস্ট বিরোধী সম্ভ্রাসীরা আপনার গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। গত ১০ এপ্রিল সি পি আই (এম) জিরানীয়া মহকুমা কমিটির দপ্তরে হামলার বিষয়ে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাকে লেখা চিঠিতে একথা বলেছেন সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক তথা বিধানসভায় সি পি আই (এম) পরিষদীয় লের নেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী

বুধবার মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, গত ১০ এপ্রিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বে সি পি আই (এম)"র এক প্রতিনিধিদল আপনার স্রকারি বাসভবনে গিয়ে বিরোধী দলের সমর্থকদের উপর সন্ত্রাস, হুমকি, সম্পত্তি ধ্বংস এবং জীবিকার ওপর আক্রমণের বিষয়ে আপনাকে অবহিত করেছিল। সেই রাতেই জিরানীয়া বাজারে জোত জমিতে অবস্থিত সি পি আই (এম) জিরানীয়া মহকমা কমিটির দপ্তরে বুলডোজার দিয়ে হামলা চালায় গুণ্ডারা। এরা বুলডোজার দিয়ে দপ্তরের গ্রিলের ফেন্সিং ভেঙে দেয় এবং মফিসের ভেতর থেকে সমস্ত আসবাবপত্র ও মূল্যবান জিনিসপত্র লটপাট করে নিয়ে যায়। কেউ যাতে তাদের বাধা দিতে এগিয়ে আসার সাহস না পায় সেজন্য এরা এই হামলা লাকালীন যথেচ্ছভাবে বোমা ফাটায়।

জীতেন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, সি পি আই (এম) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনার সময়ে এবং মঙ্গলবার বডদোয়ালিতে একটি অনষ্ঠানেও আপনি এইসব উচ্ছঙ্খল লোকজনের বিরুদ্ধে কঠোর পুলিশি পদক্ষেপের পক্ষে দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনারই দলের কমিউনিস্ট বিরোধী সন্ত্রাসীরা আপনার এই গণতান্ত্রিক মনোভাবকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে

জীতেন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, ২০১৮ সালের মার্চ থেকেই জিরানীয়া ভয়াবহ সম্ভ্রাসের অন্যতম কেন্দ্র। তখন থেকেই জিরানীয়া মহকুমা কমিটির অফিসটি বন্ধ ছিল। শুধু গত বিধানসভা নির্বাচনের আগের কয়েকদিন অফিসটি খোলা এখন এই অফিসুটি পুনরায় খুলতে এবং সন্ত্রাসীদের

আপনি আমাদের কীভাবে সাহায্য করবেন সেটা আপনাকেই ঠিক করতে হবে। অন্য মহকুমাগুলোতেও কমিউনিস্ট বিরোধী সন্ত্রাসের তীব্রতা একইরকম।

বাধা ছাড়া কী করে এটি অবাধে খোলা রেখে কাজ করতে

জীতেন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, সংগত কারণেই পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী ১০ এপ্রিল রাতের এই হামলায় নেতৃত্ব দেয় গৌতম পাল, বিজন সাহা, স্বপন (রতন) সাহা ও রথীন্দ্র শীল।

সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক লিখেছেন, ত্রিপুরার শান্তিপ্রিয়, গণতাম্বিক জনগণ এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য উদগ্রীব। তারা অপেক্ষা করে আছেন কবে সরকার এবং বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন রাজনৈতিক পরিচয় না দেখে এই দুষ্কৃতকারীদের কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং দেশের আইন অনযায়ী এদের বিচারের ব্যবস্থা করবে। আমি এ বিষয়ে আপনার ইতিবাচক জবাবের

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জীবনাবসান : গভীর শোক

নিজম্ব প্রতিনিধি।। ঢাকা আগরতলা, ১২ এপ্রিল : গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাই চৌধুরীর জীবনাবসান হয়েছে মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টা াগর হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন চিকিৎসক ও মেডিসিন বিশেষজ ডা. এবিএম আবদুল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ৮১ বছর বয়সি জাফর-ল্লাহ চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে কিডনিসহ নানা

রোগেও ভূগছিলেন।

জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জন্ম ১৯৪১ সালের ২৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার কোয়েপাডা গ্রামে। তাঁব বাবা হুমায়ন মোর্শেদ চৌধবী ছিলেন পলিশ কর্মকর্তা। মা হাছিনা বেগম চৌধরী ছিলেন গহিনী। মা—বাবার দশ সন্তানের মধ্যে জাফরুল্লাহ চৌধরী ছিলেন

জাফরুল্লাহ চৌধুরী একজন ভাস্কুলার সার্জন। তিনি মূলত জনস্বাস্থ্য চিন্তাবিদ। ১৯৮২ সালর ওয়্ধ নীতি বাংলাদেশকে ওষধে প্রায় স্বয়ংসম্পর্ণ করে। ওই নীতি প্রণয়নের অন্যতম কাবিগর ছিলেন জাফরুল্লাহ চৌধরী। বহির্বিশ্বে তাঁর পরিচয় বিকল্প ধারার স্বাস্থ্য আন্দোলনের সমর্থক ও সংগঠক হিসেবে। ১৯৮২ সালে প্রবর্তিত বাংলাদেশের 'জাতীয় ঔষধ নীতি' প্রণয়ন ও ঘোষণার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ঢাকার বকশীবাজারের নবকুমার স্কুল থেকে মট্রিকুলেশন এবং ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট উত্তীর্ণের পর তিনি ১৯৬৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস এবং ১৯৬৭ সালে বিলেতের রয়্যাল কলেজ অব সার্জনস থেকে এফআরসিএস প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিলেতের রয়্যাল কলেজ অব সার্জনস-এ এফআরসিএস পড়াকালীন বাংলাদে<u>শে</u>র



চূড়ান্ত পর্ব শেষ না-করে লন্ডন থেকে ভারতে ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য আগরতলায় চলে আসেন। এরপর মেলাঘরে প্রশিক্ষণ নেন। পরে ডা. এম এ মবিনের সাথে মিলে গ্যানার্জী বাবুর ফলবাগানে ৮০ শয্যাবিশিষ্ট "বাংলাদেশ ফল্ড হাসপাতাল" প্ৰতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। আহত মুক্তিযোদ্ধা, উদ্বাস্ত ও নির্যাতনের শিকার অসংখ্য

নর-নারীর জরুরি চিকিৎসাসেবায় 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল' বিরাট ভূমিকা পালন করে। প্রশিক্ষিত নার্স না থাকায় নারী স্বেচ্ছাসেবীদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেন ডা, জাফরুল্লাহ। মক্তিযদ্ধের সময় অসংখ্য মান্যের প্রাণ বাঁচিয়েছে ৪৮০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতাল।

তিনি সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক নাবীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য জ্ঞান দান করেন যা দিয়ে তারা রোগীদের সেবা করতেন এবং তার এই অভতপর্ব সেবাপদ্ধতি পরে বিশ্ববিখ্যাত জার্নাল পেপার ''ল্যানসেট''-এ প্রকাশিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আগরতলার প্রখ্যাত সব ডাক্তাররা তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ডা: বথীন দত্ত অবনী মজমদার, গোবিন্দ চক্রবর্তী, ইলা লোধ, রায়চৌধরী প্রমুখ। ফিল্ড হাসপাতাল থেকে গুরুতর রোগীদের জি বি এবং ভি এম(আই জি এম) হাসপাতালে পাঠানো হতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধের ফিল্ড হাসপাতালটি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র নামে গড়ে তোলেন কুমিল্লায়। পরে সেটি স্থানাস্তর করেন সাভারে। এই 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র' নামটি দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

• দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

বাঁচার দাবিতে ১২ টি পরিবার আবার জেলা

শাসকের দ্বারস্থ

নিজম্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১২ এপ্রিল: নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ৪০ দিন ধরে ঘর ছাড়া বিবেকানন্দ আবাসনের ১২ টি শ্রমজীবী পরিবার। পথেই অধিকাংশ দিন কাটছে রাত। বুধবার তাদের অসহায় অবস্থার কথা নিয়ে আবারও হাজির হলেন এই জেলা শাসকের কাছে। সাফ জানিয়ে দিলেন আমাদের ঘরে ফেরার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। না হয় আমরা দিল্লির রাজপথে গিয়ে বসবো। বাঁচার জন্য অভিযোগ জানাবো মানবাধিকার কমিশনে। বাঁচার আকতি নিয়েযে বারবার জেলা শাসকের কাছে ছুটে এসেছেন সেই তথ্যও তুলে ধরা হবে বলে জানালেন ঘর ছাড়া এক দিনমজুর।

বুধবার জেলা শাসকের কাছে যখন আবারও ঘরছাড়ারা গিয়েছেন তখন সঙ্গে ছিলেন সি আই টি ইউ র রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত, নারী নেত্রী কফা বক্ষিত, কফা মজমদাব, সি পি আই (এম) নেতা বিটন দাস। সাংবাদিকদেব প্রশ্নের জবাবে শংকর প্রসাদ দত্ত বলেন, ২ মার্চের পর বিবেকানন্দ আবাসনের ১২ টি পরিবার বাডিতে থাকতে পাবছেনা। সবাই শ্রমিক পরিবার। ছোট হকার আছেন এক দইজন। একজন শ্রমিকের একটা অটোরিকশা ছিল সেটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। দোকান খলতে দেওয়া হচ্ছে না। ওরা জেলা শাসকের কাছে বলেছেন তিনি ব্যবস্থা থহণ না করলে দিল্লির রাজপথে গিয়ে বসবেন। যাবেন মানবাধিকার কমিশনের কাছে।

দলের দুর্বৃত্তরা। বাড়িঘর ভাঙচুর করে। বাডির সামনেই এবার মণিপুরে বুলডজার চালিয়ে তিন গির্জা গুঁড়িয়ে দিল বি জে পি সরকার

হামলার প্রতিবাদে ধরনা, চাপে পড়ে

সন্ত্রাস বন্ধের আশ্বাস শাসক দলের

ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। রাজ্যের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে

দীপঙ্কর ঘোষকে খুন করা হয়েছে। জানা গেছে পূর্ব প্রতাপগড়ের • দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

আমি MD BAITULLA, পিতা মত Abdu

AFFIDAVIT

Rashid পোঃ কমলনগর, থানা - সোনামুড় জেলা সিপাহিজলা ত্রিপুরা। পিন - ৭৯৯১৩১ আমার সঠিক নাম MD BAITULLA ভোটার আমার পাঠফ পাম MID BATTOLLA তেনের আই ডি কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, ব্যাংক পাস বই-এ MD Baitulla উল্লেখিত আছে। কিন্ত Passport vide no. H1731358তে Bayet Ulla লিপিবদ্ধ আছে। ১২-০৪-২০২৩ ইং সনে নোটারি পাবলিক আগরতলা এবং বরাবরে MD Baitulla এবং Bayet Ulla একই ব্যক্তি হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হইলাম।

ত্রিপুরা দর্পণ ৫০ আস্ছেন শাওন

আগরতলা, ১২ এপ্রিল : 'ত্রিপরা দর্পণ" পত্রিকা পঞ্চাশ বছরে পা দিচ্ছে আগামী ১লা বৈশাখ।১৯৭৪ সালের "জনযুগ" নাম নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে এসে নাম বদলে ত্রিপুরা দর্পণ''। অনেক চরাই-উৎরাই পেরিয়ে যা এখন সুবর্ণ জয়ন্তীর দোরগোডায়। এই অর্ধ-শতাব্দী সময়ে রাজ্যের সংবাদপত্রের জগতে "ত্রিপরা দর্পণ" সবসময়েই একট ব্যতিক্রমী থেকে মানুষের কাছাকাছি গিয়ে জীবন সতোর নিরস্তর খোঁজ করে গেছে। যে প্রবহমানতা "ত্রিপুরা দর্পণ' পরিবারের মূল চেতনা, প্রধান উপজীবা।

সেই চেতনার ধারায় আপাত বাাঁ-চকচকে কোনো উদ্যোগ ছাড়াই মানুষের বাস্তবিক মননের ও আগ্রহের কাছাকাছি থাকা সম্ভার নিয়ে ''ত্রিপুরা দর্পণ" পরিবার "সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের আয়োজন করেছে। যে ধারায় বছরভর থাকবে নানা অনুষ্ঠান-আলোচনা-বিতর্কসভা ইত্যাদি। যার সচনা হবে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আগামী ১৬ এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যা ছয়টায়। সূচনা লগ্নে হবে দু'দিনের অনুষ্ঠান। রবিবার 'ত্রিপুরা দূর্পণ'ব প্রাক্তন সাংবাদিক ও শুভানুধ্যায়ীদের দেওয়া হবে সংবর্ধনা। তারা হচ্ছেন সত্যব্রত চক্রবর্তী, শঙ্খপল্পর আদিত্য, মানস দেববর্মণ, বিকচ চৌধুরী, অজিত ভৌমিক, স্বপন নন্দী, মিহির দের ও বিমান ধর। এছাডাও যাদের কাঁধে ভর করে এই সংবাদপত্র পঞ্চাশে এসে পৌঁছেছে ''দর্পণ'' পরিবারের সেই সমস্ত শুভানধ্যায়ী ও সাংবাদিকদেরও সম্মাননা প্রদান করা হবে।

রবিবারের সন্ধ্যায় এর পরে থাকরে সাংস্কৃতিক অনষ্ঠান। যেখানে থাকবে বাংলাদেশের মেহের আফবোজ শাওনের সঙ্গীত এবং কলকাতার মমতাশংকরের বিশিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের কেন্দ্র শুভাঙ্গিক'র বৃন্দনৃত্যের উপস্থাপনা। পরদিন সোমবার সন্ধ্যায় "ছন্দনীড়"র উদ্বোধনী সংগীতের পর থাকবে বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত লোকগানশিল্পী ফরিদা পারভিনের সংগীত-সন্ধ্যা। বিশেষ করে লালনগীতিকে যিনি মানুষের কাছে ভালো লাগার এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। আর সেই সন্ধ্যায়ও থাকবে ''শুভাঙ্গিক''র উপস্থাপনা। ''সুবর্ণ জয়ন্তী" উদ্যাপনের প্রবাহে ত্রিপুরা দর্পণ" বছরভর নানা অনষ্ঠান যেমন করবে, তেমনি একটা বিশেষ বই প্রকাশনারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যা আসলে এই পঞ্চাশ বছরে সংবাদ হিসেবে প্রকাশ হওয়া বিভিন্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির এক সংকলন। মূলত যা হয়ে উঠবে এই পঞ্চাশ বছরের এক আবশ্যিক সংগ্রহযোগ্য ইতিহাস। ত্রিপরা দর্পণের সম্পাদক সমীরণ রায় এবং অন্যান্যরা বধবার বিকেলে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানিয়েছেন

স্ত্রী হন্তারক স্বামীর যাবজ্জীবন সশ্রম দণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিলোনীয়া, ১২ এপ্রিল: স্ত্রী হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্বামী বিক্রম মণ্ডার। পনেরো জনের সাক্ষীর সাক্ষা বাক্য গ্রহণ করে অভিযক্ত বিক্রম মুগু দোষী সাবক্তে হওয়ায় ৩০২ ধারায় মোতাবেক বুধবার দপরে এই রায় দেন সাক্রমের এস ডি জে এম তপন দেবর্বমা।

ঘটনায় প্রকাশ ২০২১ সালের থানার অস্তগত পূর্ব লধুয়া এলাকার বিক্রম মুণ্ডা ঐইদিন রাতে স্ত্রী আরতি রায় মুণ্ডা রাল্লা ঘরে কাজ করার সময় স্বামী বিক্রম মণ্ডা হঠাৎ করে স্ত্রীর গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।খবর পেয়ে তার ভাই প্রদীপ রায় ও অন্যান্যরা ছুটে এসে প্রথমে সাবরুম হাসপাতালে নিয়ে আসে। অবস্থা সংকট জনক হওয়ায় আরতি রায় মণ্ডাকে সাবরুম থেকে টেপানিয়া হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানাস্তরিত করে। চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় বিক্রম মুন্ডার স্ত্রী আরতী রায় মুন্ডা জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয়। ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে আরতি রায় মুন্ডার ভাই প্রদীপ রায় ভগ্নীপতি বিক্রম মণ্ডাব বিকন্ধে সাবক্রম থানাতে মামলা দায়ের। পুলিশ মামলা রেজিস্ট্রি করে তদন্ত শুরু করে। তদন্ত করার পর তদন্তকারী অফিসার প্রবাল দেব ৪৯৮(এ) / ৩০২ আইপিসি ধারাতে মামলা নিয়ে আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। দীর্ঘ শুনানির পর বুধবার বিক্রম মুভাকে দোষি সাব্যস্ত করে স্ত্রী হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড , ১০ হাজার টাকা জরিমান করেন। টাকা অনাদায়ে আরো ছয়মাসের জেল। সরকার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন এপিপি আখতার হোসেন মজুমদার।

সন্ত্রাস বন্ধের আশ্বাস শাসক দলের

প্রথম পাতার পর

৬ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটার এবং শাসক দলের বথ সভাপতির বাডিতে গিয়ে তাদের জানিয়ে আসেন আমরা রাস্তায় ধরণায় বসতে যাচ্ছি। যারা গত রাতে আক্রমণ চালিয়েছে আমাদের বাড়িতে, তাদের বলুন ধরাণাস্থলে এসে আমাদের মেরে ফেলতে। তিনি জানান, এই কথা বলে

পরিবার নিয়ে ধরনায় বসেন। ৩৮ ডিগ্রি তাপমাত্রায় প্রখর রোদ মাথায় নিয়ে ঠায় বসেছিলেন। তাদের এই আন্দোলন দলমত নির্বিশেষে এলাকার মানুষের সহানুভূতি আদায় করে। এলাকাবাসী এগিয়ে এসে আন্দোলন প্রত্যাহার করে ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেন। তারপরও বিশ্বজিৎ লোধের পরিবার ধরণা চালিয়ে যান। সকাল সাড়ে দশটার দিকে শাসক দলের বড়জলা মণ্ডল সভাপতিসহ অন্যান্যরা ছুটে যান ধরণা স্থলে। অনুবোধ জানান ধরণা তুলে নিতে। বিশ্বজিৎ লোধ মণ্ডল সভাপতিকে বলেন, দুঃখ এটাই যে যারা আমাদের দোকান ও বাডি ভাঙচর করেছে তাদের নিয়ে এসে আপনি বলছেন ধরনা তুলে নিতে। মণ্ডল সভাপতি তখন বিশ্বজিৎ লোধকে কথা দেন আর তাদের বাডিতে আক্রমণ হবে না। বিশ্বজিৎ লোধ ও তার পরিবারের লোকজন মণ্ডল সভাপতিকে জানান. আমরা সি পি আই (এম) করি, করব। আক্রমণের ঘটনায় আমরা বিচলিত নই। শুধু আমাদের বাডিতে আক্রমণ

হবে না এমন আশ্বাস দিলে চলবে না। গোটা এলাকায় সম্ভাসের পরিবেশ তৈবি কবে বাডিঘবে বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ করছে পরিচিত দুর্বত্তরা। এলাকায় সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। মণ্ডল সভাপতিসহ শাসক দলের নেতারা চাপে পড়ে আশ্বাস দেন চানমারী এলাকায় সন্ত্রাস আর হবে না। এরপর বিশ্বজিৎ

লোধের পরিবার ধরণা তুলে নেয়। বুধবার বিকালে বিশ্বজিৎ লোধের বাড়ি ও দোকানে যান জীতেন্দ্র চৌধুরী, সুদীপ সরকার। সফরকারী দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সি পি আই (এম) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস, রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণা রক্ষিত, শংকর প্রসাদ দত্ত, সদর মহকুমা সম্পাদকমগুলীর সদস্য মনোজিৎ ঘোষ, বিশ্বজিৎ দেব, গৌতম চক্রবর্তী, উত্তর আগরতলা অঞ্চল কমিটির সম্পাদক লিটন দাস। এদিন তারা সাংবাদিক রাকেশ দাসের বাডিতেও যান। গত কয়েকদিন আগে তার মা মারা যান। তাদের বাডিতেও আক্রমণ চালায় দুর্বৃত্তরা।

এদিকে, বুধবার বিকালে ছেচু রিয়ায় মোহনপরের সিপিআই(এম) অঞ্চল কমিটির সম্পাদক সজীব শংকর ভটাচার্য ও অঞ্চল কমিটির সদস্য অনিল দাসের বাড়ি ভাঙচর করে বিজেপি দুর্বত্তরা। আগরতলার শহর দক্ষিণাঞ্চলের চারিপাড়া বাসস্ট্যান্ডে দুপুর বারোটা নাগাদ সিপিআই(এম) কর্মী বিজয়

বণিকের দোকান বন্ধ করে দেয় দুর্বৃত্তরা। হুমকি দিয়ে আসে তাদের অনমতি ছাডা দোকান খোলা যাবে না। বিজেপির আক্রমণে বর্তমানে বিজয় বণিক বাডি ছাডা।

সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপরা জেলা কমিটি আক্রমণগুলির তীব্র নিন্দা করে আক্রমণকারী দুর্বৃত্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। জেলা কমিটি বলেছে, জিরানীয়া মহকুমায় আক্রমণের ঘটনাগুলি নিয়ে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশনের সময় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল শাস্তি বজায় রাখার চেষ্টা করবে তারা। গত ১৪ ঘণ্টায় ঘটে যাওয়া উক্ত ঘটনাগুলি পুলিশ প্রশাসনের দেয়া প্রতিশ্রুতিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে

যুবকের লাশ

প্রথম পাতার পর

দীপঙ্কর ঘোষ গত ৬ এপ্রিল রাতে বাড়ি থেকে দশ মিনিটের কথা বলে বেরিয়ে আর ফেরেননি। ঘটনা থানায় জানানো হয়েছে। সি সি টিভি ফটেজ দেওয়া হয়েছে। তারপরও পুলিশ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে। অভিযোগ পুলিশ সময়মতো সক্রিয় ভূমিকা নিলে দীপঙ্করকে জীবিত উদ্ধার করা যেত। পলিশের আকর্মন্যতায় ছয়দিন পর দীপঙ্করের লাশ উদ্ধার হয়। ঘটনায় এলাকাবাসী পলিশের উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ।

আইনজীবীর উপর আক্রমণের প্রতিবাদ

আগরতলা, ১২ এপ্রিল : আইনজীবী জ্যোতিস্ময় দাসের উপর দুর্বভদের হামলা ও নিগ্রহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে লইয়ার্স ফর ডেমোক্র্যাসী। উল্লেখ্য, এন সি সি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আইনজীবী জ্যোতিস্ময় দাস।

অভিযোগে বলা হয়েছে ৪ বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৭ নং বুথের বিরোধী দলের নির্বাচনী এজেন্টের এফ আই আর থানায় জমা দিয়ে আসার পথে গোর্খাবস্তি এলাকায় একদল দুর্বৃত্ত আইনজীবীকে নিগ্রহ করে। এফ আই আর-এ দুর্তিদের নামধাম উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার সময় আইনজীবীর পেশাগত পোশাক পবিহিত অবস্থায ছিলেন আক্রাস্ত আইনজীবী। লইয়ার্স ফব ডেমোকগসীব তবফে মনিষ ভট্টাচার্য আইনজীবীদের পেশাগত নিরাপত্তা বিপন্ন বলে অভিযোগ করেছেন। বরিষ্ঠ আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মণ আইনজীবীর উপর হামলায় যক্ত দক্ষতকারীদের বিরুদ্ধে আইনান্গ ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের কাছে। তিনি আইনজীবীদের দলমত নির্বিশেষে প্রতিবাদে সোচ্চার হবার

আহান জানিয়েছেন জ্বলছে রাজ্য

 প্রথম পাতার পর মনুষকে। এই গরমে সর্দি গর্মির

সম্ভাবনা বেশি। ২০১৮ সালে রাজ্যে বিজেপি

জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার কিছু দিন পর থেকেই নানা কায়দায় শুরু হয় বিদ্যুৎ বিপর্যয়। আকাশে মেঘ করলেই মানুষ বুঝে যান বিদ্যুৎ চলে যাবে। ২০২৩ সালে দ্বিতীয় জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর মেঘের সাথে যুক্ত হলো বাডতি তাপমাত্রাও। বধবার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলো। এদিন আকাশে কোন মেঘ ছিলনা। কিন্তু সকাল গড়িয়ে দিনের তাপমাত্রা বাড়তেই জিরানীয়া, বিলোনীয়া, বিশালগড, শহর দক্ষিণের বাধারঘাটসহ বিভিন্ন এলাকায় দেখা দেয় বিদাৎ বিপর্যয়। একদিকে তীব্র গরম, অন্যদিকে বিদ্যৎ পরিষেবা বন্ধ। তার উপর জল কন্ট। সবমিলিয়ে দারুণ ভোগান্তির সম্মখীন হন জনগণ। ১৯১২ নাম্বারে কল করলেই ভোক্তাদের জানানো হয়, আপনার এলাকায় লাইন বন্ধ করে কাজ চলছে। কখন লাইন ফের চালু হবে বলা যাবে না। অথচ কোন এলাকায় লাইন বন্ধ করে কাজ করা হলে তা আগাম জানিয়ে দেয়ার রেওয়াজ ছিল। এদিন ১৯১২ নাম্বারের বক্তব্য অনুযায়ী ভোক্তাদের মনে প্ৰশ্ন উঠছে দ্বিতীয় জোট সরকারের জমানায় কি লাইন বন্ধ করে কাজ করা হলে আগাম জানিয়ে দেয়ার রেওয়াজ উঠিয়ে নিয়েছে নিগম? দিন গড়িয়ে সন্ধ্যার পরও অনেক এলাকায় জ্বলেনি বিদ্যুতের

পোহাতে হয়েছে তীব্ৰ জল কষ্টও। এদিকে 'সবকিছু থেকেও কিছুই নেই', বিলোনীয়া মহকুমা ফাস্ট

জ্বালায়

রেফারেল হাসপাতালে। বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ রোগী থেকে পরিজন, চিকিৎসক থেকে নার্স স্বাস্থ্যকর্মী সকলে। বিলোনীয়া হাসপাতালে বিদাৎ কখন আসে কখন যায় কেউই জানে না। মোবাইলের ফ্র্যাশ লাইট জালিয়ে হাসপাতালের চিকিৎসক যেমন ইমার্জেন্সিতে রোগী দেখছেন তেমনি হাসপাতালে মুমূর্যু সংকটাপন্ন দুর্ঘটনাগস্ত রোগীর পরিষেবাও দেয়া হচেছ ফু্নাশ লাইট জ্বালিয়ে। সত্তরোধর্ব শ্বাসকন্টের এক রোগীকে নিয়ে আসা হয় রাতের আঁধারে জীবন রক্ষার তাগিদে। অন্ধকারে মোবাইলের লাইট জ্বালিয়ে অতি কস্টে দ্রুত ডাক্তার বাবু রোগীকে ধোঁয়া দেওয়ার জন্য লিখে দেন। রোগীর পরিজন ছোটাছটি করে দোকান থেকে ওষধ ক্রয় করে হাসপাতালের চিকিৎসক নার্সের হাতে দিতেই ডাক্তারবাব এবং নার্সরা একযোগে বলে উঠেন একট অপেক্ষা করতে হবে। কাবেন্ট নেই। কাবেন্ট এলেই ধোঁয়া দিয়ে দেব। রোগীর পরিজনরাই জানান একথা।

এদিকে কারেন্ট কখন আসবে জানতে চাইলে ডাক্তার বাবু ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে যান। আর নার্স রোগীর বিছানার পাশ থেকে অন্যত্র চলে যান। স্যালাইন লাগানো এক রোগী বলেন, বিলোনীয়া হাসপাতাল এখন আর আগের হাসপাতালে নাই। সব পাল্টে গেছে। তিন দিন হাসপাতালে শুয়ে আছি। কখন কারেন্ট আসে সেটাই বুঝি না। কারেন্ট গেলে হাসপাতাল থেকে একটা মোমবাতিও দেয়া হয় না। মোবাইলের লাইটই এখন ভরসা।

বিলোনীয়া হাসপাতালে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা অব্যাহত রাখতে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময় নিগমের বিদাৎ সংযোগের পাশাপাশি জেনাবেটর এবং সোলার সিস্টেম তৈবি কবা হয়েছিল।। বাম সরকার ত্রিপুরা থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে ২০১৮ সালে। এরই মধ্যে রাজ্যের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাদ যায়নি বিলোনীয়া হাসপাতালও। হাসপাতালের পরিকাঠামো বর্তমানে ধ্বংসের কিনারায়। ইতোমধ্যে হাসপাতালে চরি যাওয়া লক্ষ লক্ষ টাকার জনৈক মানিক চক্রবর্তীর দোকান ও তার গোডাউনে অভিযান চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছে। শুধু তাই নয় গত শনিবাব বিলোনীয়া হাসপাতালেব দটি এসি মেশিন ঠিক করতে আসেন দইজন শ্রমিক। মেশিন ঠিক করতে গিয়ে শ্রমিকদের চক্ষ চডক গাছ। তারা দেখেন বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে বিলোনীয়া হাসপাতালে যে এসি মেশিনগুলো বসানো হয়েছিল তার মধ্যে প্রায় ২৫ টি এসি মেশিনের কম্প্রেসার কপারসহ প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে বসানো জেনারেটর মেশিনটি সংস্কারের অভাবে বিকল হয়ে পড়ে আছে। সোলার সিস্টেম কাজ করছে না। যার ফলে বিদ্যুৎ চপলতায় অতিষ্ঠ মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসাধীন

রোগী চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মীরা। প্রচণ্ড দাবদাহে কারেন্ট যখন থাকে না তখন হাসপাতালে রোগীদের ত্রাহী ত্রাহী অবস্থা। বিশেষত সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই হাসপাতালের ভিতরে প্রতিটি ওয়ার্ডে ইমার্জেন্সিতে নেমে আসে ঘন কালো অন্ধকার। গোটা হাসপাতালে নেমে আসে আতঙ্ক। সিজার হোক কিংবা ইমারজেন্সিতে দর্ঘটনাগ্রস্ত কোনো রোগী অথবা সংকটাপন্ন কোন রোগী আসলে তাকে জরুরি পরিযেবা দেওয়ার সময় ভরসা একমাত্র

মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট। অভিযোগ অপরিণত অজ্ঞ বর্তমান দক্ষিণ জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং বিলোনীয়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের বদান্যতায় একের পর এক কেলেঙ্কারি ঘটে চলছে বিলোনীয়া হাসপাতালে। শাসকদলের তকমাধারী করোনাকালীন সময়ে ডেপটেশানে এসে একজন দক্ষ প্রশাসককে অপদস্ত করে বদলির নামে দক্ষিণ জেলা থেকে আগরতলায় পাঠিয়ে তার জায়গায় অর্থাৎ সি এম ওব চেয়াব দখল করেছে জুনিয়র একজন ডেপুটেড চিকিৎসক। শুধু বিলোনীয়া হাসপাতালই নয সাব্রুম মহকুমা হাসপাতাল, এছাড়া জেলার প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সেন্টার এবং গ্রামীণ হাসপাতালগুলোর অবস্থা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। নেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী। নেই তেমন কোন পরিষেবা। সাধারণ মানুষ বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালের এই দূরবস্থার জন্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরকেই দায়ী করছেন।

সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের

নেতারা শোক জানিয়েছেন। সবার

শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের

আলো। বিদ্যুৎ না থাকায় জনগণকে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জীবনাবসান: গভার শোক

 প্রথম পাতার পর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনন্য

অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৭৭ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। এছাডাও তিনি ফিলিপাইন থেকে রামন ম্যাগসাইসাই (১৯৮৫) এবং সইডেন থেকে বিকল্প নোবেল হিসাবে পরিচিত রাইট লাভলিছড (১৯৯২), মার্কিন যক্তরাষ্ট্রের বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইন্টারন্যাশনাল হেলথ হিরো' (২০০২) এবং মানবতার সেবার জন্য কানাডা থেকে সম্মানসচক ডক্টবেট ডিগ্রি পেয়েছেন। ২০২১ সালে আহমদ শরীফ স্মারক পুরস্কার পান। তিনি গরিবের ডাক্তার[?] অভিধায় ভূষিত হন।

তিনি স্বার্থহীন এক দেশপ্রেমিক নির্দিধায়, নিঃসংকোচে। দেশের জন্য, সমাজের জন্য, মানুষের জন্য যা ভালো মনে করেন তা বলে গেছেন ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা, তিনি চিকিৎসক, তিনি সমাজচিন্তক ও সংস্কারক। সততা, নির্লোভ, সাদামাটা জীবন ও সাহসিকতায় ডা. জাফরুল্লাহ চৌধরী ছিলেন অনন্য। গরিব, অসহায় ও দৃঃ স্থদের পরম আত্মার আত্মীয়। পিতৃসুলভ ভালোবাসায় গণমানুষের সেবা করে গেছেন মৃত্যু অবধি। এই অর্থেই তিনি ক্ষণজন্মা, একজন স্বপ্নবাজ সফল মান্য।

৮১ বছরের জীবনে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পর্বতচূড়ায়। মহান মুক্তিয়দ্ধের কিংবদন্তি যোদ্ধা ছিলেন, রণাঙ্গনে ফিল্ড হাসপাতাল তৈরি করে প্রাণ বাঁচিয়েছেন অসংখ্য আহত মুক্তিযোদ্ধার। তাঁর প্রচেষ্টায় চিকিৎসাসেবা হতদরিদ্র মানুষের হাতের নাগালে ছিল। সক্রিয় রাজনীতিতেও যুক্ত ছিলেন তিনি।তবে রাজনীতির মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন ডা. জাফরুল্লাহ। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের করেছেন প্রাথমিক

স্বাস্থ্যকর্মী। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রথম উদ্যোগও নিয়েছিলেন তিনি। সরকার ও রাষ্ট্র, ব্যক্তি কিংবা

গোষ্ঠীর অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের প্রতিটি ন্যায্য দাবির

সঙ্গে নিজেকে সম্পক্ত রেখেছিলেন ডা. জাফরুল্লাহ। কোটাবিরোধী ও নিরাপদ সডকের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনে শরিক ছিলেন। ক্ষমতার রক্তচক্ষকে উপেক্ষা করে রাজপথে নেমেছেন গ্লোবাল প্যারামেডিক কনসেপ্ট

ও ট্রেইন্ড প্যারামেডিক দিয়ে মিনি ল্যাপারোটমির মাধ্যমে লাইগেশন সার্জারির উদ্ভাবক ডা. জাফরুল্লাহ। এ মেডিক্যাল জার্নাল ল্যানসেটে মূল আর্টিকেল হিসেবে ছাপা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মূল পেডিয়াট্রিকস টেক্সট বইয়ের একটা চ্যাপ্টারে লিখেছেন অনেক বছর ধরে। দেশে-বিদেশে তাঁর লেখা বই ও পেপারের সংখ্যা প্রচুর। প্রাইমারি কেয়ার নিয়ে লেখা তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত একটি বই 'যেখানে ডাক্তার নেই' একসময় অবশ্য পাঠ্য ছিল বাংলাদেশের ঘরে ঘরে।

স্বাধীনতাযুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গঠনের লক্ষ্যে প্রথম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধবী। পবে মজিযোদ্ধা সংসদেব প্রধান ছিলেন তিনি। ১৯৭৯ সাল থেকেই জাতীয় শিক্ষা কমিটি ও নারী কমিটির সদস্য ছিলেন। ওই সময় বাংলাদেশে শিক্ষা ও নাবীনীতি প্রণয়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তিনি। তার হাতে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় ওযুধনীতি। তার প্রচেষ্টায় আমদানি ওষুধের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২২৫-এ।বৰ্তমানে ৯০ শতাংশ ওযুধই দেশে তৈরি হচ্ছে এবং বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে একটি ওমুধ

রপ্তানিকারক দেশে। স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারের সময়ে মন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। জিয়াউর রহমান মন্ত্রিত্বের দিলে বিএনপিতে প্রস্তাব স্বাধীনতাবিরোধী থাকায় চার পৃষ্ঠার চিঠির মাধ্যমে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৮০ সালে জিয়ার গুড়া প্রথম জাতীয় মহিলা উন্নয়ন কমিটির দই পরুষ সদসোর একজন হিসেবে প্রাথমিকে ৫০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ৩০ শ্রাংশ ছারী নেওয়ার প্রার করেছিলেন, যা কার্যকর হয়েছিল এবশাদ আমলে। সাস্তামন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এইচ এম এরশাদও। এরশাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেও তাঁর পরামর্শেই ওই আমলে পোস্টার বিলবোর্ড বাংলায় লেখা এবং ব্যবস্থা ও সফল জাতীয় ঔষধনীতি ও জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি করেছিলেন।

সারা দেশে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ৪০টি পাবলিক হেলথ সেন্টার, বৃহৎ কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার, ক্যান্সার হাসপাতাল, ধানমণ্ডি গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। সাভারে দৃষ্টিনন্দন সবুজঘেরা সুবিশাল এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন গণ বিশ্ববিদ্যালয়, গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল ও ফিজিওথেরাপি

কলেজ, পাবলিক হেলথ সেন্টার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক শোক বার্তায় বলেন, মহান মক্তিযদ্ধ, ঔষধ শিল্প ও জনস্বাস্থ্য খাতে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর শোকসম্ভপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছাড়াও শোক জানান, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পাটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মো. শাহ আলম ও সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্সহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও

প্রতিষ্ঠাতা বীর মক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধরীর মরদেহ ১৩ এপ্রিল বহস্পতিবার সকাল ১০টায় নেওয়া হবে ঢাকাব কেন্দীয় শহিদ মিনাবে।একই সময় বাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে সম্মান জানানো হবে। দপর ২টায় শহিদ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তার নামাজে জানায়া হবে। তবে তাকে সমাহিত কবা হবে. নাকি দেহ দান করা হবে, সে সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। পরিবারের সদস্যরা বৈঠক করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন গণস্বাস্থা ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন এবং শ্রদ্ধা আলতাফুদ্নেসা। তিনি জানান, শুক্রবার সকাল ১০টায় জাফরুল্লাহ চৌধরীর মরদেহ নেওয়া হবে সাভারের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখানে সর্বস্তরের মান্যের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জুমার নামাজের পর আরেক দফা জানাযা হবে। ডা. জাফরংল্লাহ চৌধুরীর ছোট বোন আলেয়া চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, আমরা এখন পর্যস্ত জানি পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য মরদেহ দান করার পক্ষে। আফরুল্লাহ চৌধুরী কয়েকবার বলেছেন দেহ দান করতে। আমরা তার কথাব প্রতি শ্রদ্ধাশীল। স্বাধীনতা পরস্কারে ভষিত জাফরুল্লাহ চৌধরীর মরদেহ এখন রাখা আছে বারডেম হাসপাতালের হিম্মঘার। একারের ফিল্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে মক্তিযোদ্ধাদের আত্মনিয়োগকারী জাফরুল্লাহর পরে বড অবদান ছিল জাতীয় ওষধ নীতি প্রণয়নে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তুলে কম খরচে দরিদ্রদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করারও তার অবদান স্মরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সংস্পর্শ পাওয়া জাফরুল্লাহ রাজনৈতিক অঙ্গনেও নানা

ভূমিকা রেখে চলছিলেন। তবে এই

সময়ে আওয়ামি লিগ সরকারের

সমালোচক হিসেবে পরিচিতি গডে

উঠেছিল তার।

ি পি এন বি'র প্রতিষ্ঠা দিবসে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিথি।। আগরতলা, ১২ এপ্রিল : র্জুদানস্হ নানা কর্মসচিতে বধবার ১২৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (পি এন বি)। আগরতলা প্রেসক্লাবে হয় এদিন রক্তদান শিবির। এতে ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা এবং শুভানুধ্যায়ীরা স্বেচছায় বক্তদান করেন। বক্তদাতাদেব উৎসাহ দিতে শিবিবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এছাড়া নাবার্ডের জি এম, আর বি আই'র জি এম এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের নানাস্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

গুঁডিয়ে দিল বি জে পি সরকাব

সরকারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৪ এপ্রিল হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতি এম. মুরালিধরনের নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চ গির্জা উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের উপর ছেড়ে দেয়। আদালত জানায়, গির্জার জমির নথি,নির্মাণের নীতি ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা মতে গির্জা উচ্ছেদের সিদ্ধাস্ত রাজ্য সরকার নিতে পারবে। এই রায় ঘোষণার পরপরই বিশাল পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী দিয়ে তিনটি গির্জা ঘিরে ফেলে সরকার। এরপর মঙ্গলবার বিকেলে তিনটি গির্জায় বলডোজার চালায়।

হাউপি জানান,ভেঙে ফেলা গির্জাগুলি বহু পুরোনো। বাপ্টিস্ট গির্জাটি ৪৯ বছর পুরোনো। গির্জার নথিপত্র রয়েছে তাদের হাতে।সরকারি জমি বেদখল করে এগুলি নির্মাণ হয়নি।

বুধবার শিলঙে ফোরামের বৈঠক শেষে কর্মকর্তারা বলেন, গির্জাগুলি গুড়িয়ে দেওয়ার পেছনে মণিপুর সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। গির্জা ভাঙতে বহুদিন ধবে চাপ সঙ্গি কবেছে সবকাব

এদিকে,মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং দাবি করেছেন, ভেঙে ফেলা গির্জাগুলি বেআইনিভাবে গড়ে উঠেছে।তাই আইনমতে এগুলি ভাঙা হয়েছে। এর বেশি তিনি কিছু বলতে চাননি।

পুনঃস্থাপন সম্পক ছগ্ন কক্তন

প্রথম পাতার পর

যুগিয়েছেন। সুনীত চোপড়ার আবেগের কেন্দ্র বিন্দু মানুষ। মানুষের মধ্যে গরিব অংশের, দলিত অংশের পিছিয়ে পরা শ্রেণির মানুষের জন্য লড়াই করে গেছেন। তিনি তার জীবন, কর্মধারা সব কিছু দিয়ে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে গেছেন।

সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ভানুলাল সাহা বলেন, ব্যক্তি সুনীত চোপড়া উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছেন। উচ্চ শিক্ষিত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে শ্রেণিচ্যুত করেছেন। দলিতদের বাড়িতে থাকতেন খেতেন। তাদের জীবন জীবিকার খবর নিতেন। মানুষের সঙ্গে মেশার অসাধারণ ক্ষমতা রাখতেন। সংগঠন গড়ে তোলার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। যেখানে সংগঠন ছিল না সেখানেই ছুটে যেতেন। উচ্চ স্তরের নেতৃত্ব হলেও সাধারণের কথা মন দিয়ে শুনতেন। কোন সমস্যা দেখা দিলে বিশ্লেষণ করে সমাধানেব চেষ্টা কবতেন।

ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল দে বলেন মানুষ হিসেবে অসাধারণ প্রতিভা ছিল সুনীত চোপড়ার ৷কিন্তু আত্মপ্রচারে

আগ্রহী ছিলেন না ৷ত্রিপুরা সম্পর্কে তার দুর্বলতা ছিল। ত্রিপুরার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার চেস্টা করেছেন। পড়াশোনার প্রতি ছিল অসীম আগ্রহ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। সনীত চোপডার জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার মধ্যে দিয়ে সংগঠনের বতকে বহতর করার আহবান জানিয়েছেন সভার সভাপতি রাধা বল্লভ দেবনাথ।

স্মরণসভার শুরুতেই শোক প্রস্তাব

পাঠ করেন নৃপেন্দ্র দত্ত। প্রয়াত নেতার ছবিতে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান মানিক সরকার, রমা দাস, পবিত্র কর, নরেশ জমাতিয়া, রাধাচরন দেববর্মা ঝর্না দাস বৈদ্য,ভানলাল সাহা, শঙ্কর প্রসাদ দত্ত, স্বপ্না দত্ত,দিলীপ দাস,রতন দাশ,রাধা বল্লভ দেবনাথ, অধ্যাপক হারাধন দেবনাথ, অরুন সিং সহ ক্ষক শ্রমিক ক্ষেত্যজুর, তপশিলি সমন্বয় সমিতি সহ বিভিন্ন গণ সংগঠন ও গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব।

SHORT PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: 01/EE/LTV/ PWD/M/2023-24 The Executive Engineer PWD (R&B) LTV Division, Manu, Dhalai

invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate tender for the following work :-

1. DNI e-T No.: 141/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/2022-23

one in the e-procurement portal https:/tripuratenders.gov.in

E/C: - ₹ 1,67,09,460.00 E/M :- ₹ 3,34,189.00 Time/Period :- 365(three hundred & sixty five) days

Bid Fee :- ₹ 8000.00 Last date & time for online Bidding :- 29/04/2023 upto 3.00 P.M. Note: The Bid Forms & other details in/c, online activities should be

(For & on behalf of the Governor of Tripura)

Sd/- (Er. P. Debbarma) **Executive Engineer** L.T. Valley Division, PWD (R&B) Manu Dhalai, Tripura

NOTIFICATION

ICA/C/121/23

File No.33-2/TW/TRESP/2023-24/370 Dated, 6 April, 2023 Applications are invited from bonafide Indian nationals for engagement of 01 (one) no. Human Resource Specialist on contractual basis for the period of 03 Years (subject to renewal every year based on performance and need) in Society for TRESP under Tribal Welfare Department, Govt. of Tripura in connection with Externally aided Project to be funded by World Bank namely "Tripura Rural Economic Growth and Service

Delivery Project (TRESP)" Application in prescribed format should be submitted addressing to: The Project Director (PD), Society for TRESP, under Tribal Welfare Department, Government of Tripura, P. N. Complex, Gurkhabasti, Agartala, Tripura West, P.O. Kunjaban, PIN-799006 (hardcopy) or through E-mail: tresp.tripura@gmail.com (in a single

Last date of submission of application is 27 April, 2023. Application received after due date will not be entertained.

The details including Job descriptions, terms and conditions, and application format may be seen and downloaded from the website https://twd.tripura.gov.in

ICA/D/51/23

Sd/- (L.T. Darlong, IAS) PD, Society for TRESP Secretary &Director Tribal Welfare

On behalf of the Governor of Tripura, Quotation in the Officer-In-Charge. PRTI, Kumarghat invites sealed quotation in prescribed format from resourceful Agency for Construction of PIB for Displaying Different programme in the nises of PRTI. Kumarghat, Unakoti District

- 1		o .			
	SI. No.	Particulars	Time of Completion	Last Date of Submission of Quotation	Time and Date of Opening of Quotation
	1.	Construction of PIB for Displaying Different programme in the permises of PRTI, Kumarghat,	7 Days	18/04/2023 upto 3.00 PM.	3.30 PM. on 18/04/2023

The interested bidders may collected quotation form terms & condition etc. from office of the Officer-In-Charge Panchayat Raj Training Institute, Kumarghat, Unakoti District on any working day up to 3.00 PM. on 17/04/2023 durin

The interested bidders are requested to submit their quotation documents as per prescribed format by indicating the price in words & figure along with necessary documents and the same will be received through Courier Speed Post or by hand upto 3.00 PM. till 18/04/2023. The same will be opened on the same day at 3.30 PM. (if possible) in resence of interested bidders or their authorized representative

ICA/C-131-23

Sd/-Officer-In-Charge Panchayat Raj Training Institute Kumarghat, Unakoti Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER No: 01/AGRI/EE(WEST)/2023-24 Tripura PWD Form- 6

behalf of the 'Governor of Tripura' invites online persentage/item rate e-tender in single/two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors /Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway /Govt./ Organization of other State 8 Central for the following work :-

NAME OF THE WORK & DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATEAND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID TECHNICAL BID
Construction of VLW Store at Bishalgarh under Bishalgarh Agri Sub- Division, Sepahijala District. (RIDF scheme). (4th Call) DNIT No24/EE/AGRI/WEST/2022-23	Rs. 13,47,064.00/-	Rs. 26,941.00/-	180 Days	/05/2023	At 11.00 A.M. on 03/05/2023
Development of infrastructure at Abhicharan Market under Mohanpur Agri Sub-Division/S.H.: Construction of 02 (two) storied (G.F. for shed and F.F. for stall)-2 (two) unit at Abhicharan Market under Mohanpur Agri. Sub-Division, West Tripura District. (2 nd Call)	Rs. 2,01,03,226.00/-	Rs. 4,02,065.00/-	365 Days		
Construction of Farmer's Knowledge Centre at Bridhyanagar under Jirania Agri Sub- Division, (4th Call) DNIT No13 SE/AGRI/EE/WEST/2022-23.		Rs. 1,709.00/-	80 Days	Up to	
	Construction of VLW Store at Bishalgarh under Bishalgarh Agri Sub- Division, Sepahijala District. (RIDF scheme). (4th Call) DNIT No24/EE/AGRI/WEST/2022-23 Development of infrastructure at Abhicharan Market under Mohanpur Agri Sub-Division/S.H.: Construction of 02 (two) storied (G.F. for shed and F.F. for stall)-2 (two) unit at Abhicharan Market under Mohanpur Agri. Sub-Division, West Tripura District. (2th Call) DNIT No35/CE/EE/AGRI/WEST/2022-23 Construction of Farmer's Knowledge Centre at Bridhyanagar under Jirania Agri Sub-Division, (4th Call)	Construction of VLW Store at Bishalgarh under Bishalgarh Agri Sub- Division, Sepahijala District. (RIDF scheme). (4th Call) DNIT No24/EE/AGRI/WEST/2022-23 Development of infrastructure at Abhicharan Market under Mohanpur Agri Sub-Division/S.H.: Construction of 02 (two) storied (G.F. for shed and F.F. for stall)-2 (two) unit at Abhicharan Market under Mohanpur Agri. Sub-Division, West Tripura District. (2th Call) DNIT No35/CE/EE/AGRI/WEST/2022-23 Construction of Farmer's Knowledge Centre at Bridhyanagar under Jirania Agri Sub-Division, (4th Call)	Construction of VLW Store at Bishalgarh under Bishalgarh Agri Sub- Division, Sepahijala District. (RIDF scheme). (4th Call) DNIT No24/EE/AGRI/WEST/2022-23 Development of infrastructure at Abhicharan Market under Mohanpur Agri Sub-Division/S.H.: Construction of 02 (two) storied (G.F. for shed and F.F. for stall)-2 (two) unit at Abhicharan Market under Mohanpur Agri. Sub-Division, West Tripura District. (2nd Call) DNIT No35/CE/EE/AGRI/WEST/2022-23	Construction of VLW Store at Bishalgarh under Bishalgarh Agri Sub- Division, Sepahijala District. (RIDF scheme). (4th Call) DNIT No24/EE/AGR/WEST/2022-23 Development of infrastructure at Abhicharan Market under Mohanpur Agri Sub-Division/S.H.: Construction of 02 (two) storied (G.F. for shed and F.F. for stall)-2 (two) unit at Abhicharan Market under Mohanpur Agri. Sub-Division, West Tripura District. (2th Call) DNIT No35/CE/EE/AGR/WEST/2022-23 Construction of Farmer's Knowledge Centre at Bridhyanagar under Jirania Agri Sub- Division, (4th Call) DNIT No13 SE/AGR/EE/WEST/2022-23.	Construction of VLW Store at Bishalgarh under Bishalgarh Agri Sub- Division, Sepahijala District. (RIDF scheme). (4th Call) DNIT No24/EE/AGRI/WEST/2022-23 Development of infrastructure at Abhicharan Market under Mohanpur Agri Sub-Division/S.H.: Construction of 02 (two) storied (G.F. for shed and F.F. for stall)-2 (two) unit at Abhicharan Market under Mohanpur Agri. Sub-Division, West Tripura District. (2th Call) DNIT No35/CE/EE/AGRI/WEST/2022-23 Construction of Farmer's Knowledge Centre at Bridhyanagar under Jirania Agri Sub-Division, (4th Call) DNIT No13 SE/AGRI/EE/WEST/2022-23.

Interested bidders can view the tender documents in the e-portal www.tripura.tenders.gov.in and in the O/o executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala,

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

Sd/- (Er. Nikhil Roy) Executive Engineer, (West) Department of Agriculture & FW Tripura, Agartala.

ICA-C-128-23



বিলিওনেয়ারদের উপর ১০ শতাংশ ট্যাক্স বসালে যা আসবে তাতে দেশের ৬ বছরের রেগার টাকা উঠে আসবে। মহাধনীদের উপর চাপানো সম্পদ করে ১৫ কোটি স্কুলছুট শিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা যাবে। সরকার জনগণের পরিষেবার জন্য যে অর্থ সংকটের কথা প্রায়শই বলে থাকে তা এভাবেই মেটানো সম্ভব।

মানুষ খাদ্য পাচ্ছে না, সরকার হাত গোটাচ্ছে

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় / পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। সকাস্ত দেখেছিলেন ক্ষধাতরের মনের চোখ দিয়ে। যার কাছে পৃথিবী কর্কশ, কঠিন; কাব্য অধরা। খাদ্য এবং ক্ষধা পরস্পর বিপরীত অনুপাতী। যে খিদে নিয়ে এত কথা তা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে সারা পৃথিবীতে একশ কোটি মানুষ রাতে ঘুমোতে যায় খালি পেটে বা আধা পেটে। মানে প্রয়োজনীয় খাদ্য পায় না। প্রতি ৬ সেকেন্ডে একজন শিশুর মৃত্যু হয় সারা বিশ্বে অপুষ্টির কারণে। অপুষ্টির এক বড় কারণ খাবার না পাওয়া। অর্থনীতির একটা হিসাব আছে। সারা পৃথিবীর মানুষের খাবারের একটা নির্দিষ্ট চাহিদা আছে। সেই চাহিদা অনুযায়ী জোগান নির্ভর করে খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপর। খাদ্যশস্য উৎপাদন নির্ভর করে জমি, জল, কৃষি উপকরণ, প্রযুক্তি, ভরতুকি, সরকারি সাহায্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির উপর। যেমন ইউক্রেন বিশ্বের ৪০ কোটি মানুষের খাদ্য জোগায়। যুদ্ধ বাধায় সেই খাদ্য রপ্তানি বন্ধ। আবার রাশিয়া সারা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সার রপ্তানিকারী। পৃথিবীর অন্যতম বড় শস্য উৎপাদনকারী রাষ্ট্র। পালের গোদা আমেরিকাসহ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি রাশিয়ার সার, শস্য অন্য জায়গায় যেতে দিচ্ছে না। কিন্তু এইসবের মধ্যেও বিশ্বজড়ে খাদ্য উৎপাদ্ন সব মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। তাহলে মানুষ খাবার পাচ্ছে না কেন?

খাদ্যশস্য উৎপাদনে এখন পুঁজির বিনিয়োগ।খাদ্য এখন পণা। খাদাশস্যে তৈরি হচ্ছে উদ্বত্ত মলা। খাদ্যশস্য বাজারে যখন যাচ্ছে তখন অর্থনীতির সেই নিয়ম কাজ করছে। অর্থাৎ স্থিব পঁজি, পবিবর্তনীয় পঁজি এবং উদ্বত্ত মূল্য একসঙ্গে ধরা দিচ্ছে ক্রেতার কাছে। অথচ ক্রেতার নেই ক্রয়ক্ষমতা। খাদ্যশস্য অবিক্রিত পড়ে থাকবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অসম বল্টন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে খাদ্যপণ্য ব্যবস্থা। সম বল্টনে যদি নিয়ন্ত্রিত হতো খাদ্য তাহলে মানুষ খাদ্য পেত, পুষ্টি পেত। পুঁজির মুনাফার দৌরাত্ম্যে যা সম্ভব হচ্ছে না। পুঁজি চাইছে খাদ্যকে বাজারমুখী করতে। খাদ্যের কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করতে, বাড়াতে। পুঁজির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে চায় ক্ষদ্র অংশের ক্ষমতা বাডাতে। পণ্য সর্বস্থ ব্যক্তি তৈরি করতে। পারলে সে খাবার কম খাবে। তার বিনিময়ে অন্য ভোগের দিকে ঝুঁকবে।

বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের পর সাম্রাজ্যবাদের এক বিশ্ব কায়েম হয়েছে। আমাদের দেশেও তার প্রভাব পড়েছে। বিশ্বায়নের হাত ধরে নয়া উদারনীতি ঢুকে পড়েছে এ দেশে। তাদের কথা— বাজারের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হও। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের সমস্ত নিয়ম-নীতি ভেঙে ফেল। স্ট্র্যাটেজিক্যাল সংস্কার করো। চারিদিকে ছড়িয়ে দাও— "ভরতুকি দিয়ে দেশ চলে না"। তাই গরিব, মধ্যবিত্তের উঠে দাঁড়ানোর জন্য প্রবর্তিত সরকারি ভরতুকি কমিয়ে দাও। যেমন এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে খাদ্য ভরতুকি কমানো হয়েছে ৩১ শতাংশ। সারে ২২ শতাংশ। সেচে ১৫ শতাংশ। অথচ পুঁজি তার নিজের স্বার্থেই ন্যুনতম ভরতুকি দেয়। না হলে, লাভ না পেলে কষক আর চাষের দিকে হাটবে না। তাহলে কষিতে পঁজি বিনিয়োগ হবে কী করে ? চাষ যদি না হয় মানষ খাবার পাবে কী করে ? সরকার যে ভরতকি দেয় তা দয়ার দান নয়। ক্ষিপণ্যের দাম বাডিয়ে সে বাজার থেকে সেই ভরতুকি তুলে নেয় কড়ায় গভায়। প্রচুর খাদ্যশস্য তৈরি হলেও সেই জন্য খাদ্যশস্যের দাম সে বাজারে চড়া রেখে দেয়। পুঁজি সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যে শ্রমজীবীর উপর চাপ বাড়ায়। তার মজুরি কমায়। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির বিপ্লবের নামে শ্রম নিবিড়ের পরিবর্তে যত্ন নিবিড় করে শিল্প, কৃষি, পরিষেবা, উৎপাদন ক্ষেত্রকে। অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের বালাই রাখে না। বিদেশি পুঁজির প্রবেশের দরজা খুলে দেয়।

উদারনীতির প্রবক্তারা বোঝালো যে উন্নত দেশের পছন্দের খাদ্য ফসল যদি রপ্তানি করা যায় তাহলে বিদেশি মুদ্রা অর্জন হবে। তারা আমাদের এও বোঝালো যে খাদ্য সুরক্ষা মানে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়া নয়। খাদ্য নিরাপত্তা মানে খাদ্যশস্য রপ্তানি করা! সেই জন্য নাকি কষকের কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা (প্রোকিওরমেন্ট) চালু রাখার দরকার নেই। খাদ্য মজুতেরও প্রয়োজন নেই। বরং যখন খাদ্যের প্রয়োজন হবে তা বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের দেশের উন্নত গণবণ্টন ব্যবস্থা গোটা পৃথিবীতে দ্বিতীয় ছিল। নয়া উদার অর্থনীতির শুরুর বছরে আমাদের দেশের খাদ্যশস্যের ৪৫ শতাংশ বন্টিত হতো গণবন্টন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। এক দশকের মধ্যে গণবল্টনে খাদ্যশস্য বল্টনের পরিমাণ হয়ে গেল অর্ধেক। তার কারণ এর মধ্যে চালু হয়েছে টি পি ডি এস বা লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক গণবল্টন ব্যবস্থা (১৯৯৭)। আসলে পরিসংখ্যানের চাতুরিতে গরিবকে নতুন করে চিহ্নিত করে তাদের সংখ্যা কমানো। যাতে সরকারকে জনগণের জন্য খাদ্যে কম ভরতুকি দিতে হয়। যাতে সরকার বলতে পারে যে আমার সরকারের কৃতিত্বে দেশে গরিব মানুষ কমে গিয়েছে। অর্থনীতিতে কারণ দেখানো হয় যে বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্যই এটা করতে হচ্ছে। টি পি ডি এস এর মধ্যেই ছিল বি পি এল অর্থাৎ দারিদ্রসীমার নিচের মানুষ চিহ্নিতকরণ। এই সময়ই বি পি এলে ২৫ শতাংশ অপ্রয়োজনীয় মান্য অন্তর্জ হয়েছিল। ৪৪ শতাংশ প্রয়োজনীয় মান্য বাদ পডেছিল। দেশের কেবলমাত্র ২৯ শতাংশ গরিব পরিবার খাদ্য ভরতকি পেত। বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে ভারতবর্ষে গরিবের তালিকার চেয়েও খাদ্য নিরাপত্তাহীন মান্যের তালিকা অনেক বড।

এখন সরকারের যা কিছু খারাপ কাজ তা চাপিয়ে

দেওয়া হচ্ছে অতিমারীর উপর। ঠিক তেমনই জনগণের খাদ্য না পাওয়া বা অপুষ্টির দায়ও চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্যান্ডেমিকের উপর। কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার সার্ভে যা পরিচালনা করে এন এস এসও, ২০১৭-১৮- তে তাতে দেখা যায় ২০১১ এর তুলনায় দেশে দারিদ্র্য বেড়েছে এবং মানুষের খাদ্য গ্রহণ ক্ষমতাও খারাপ হয়েছে। এন এফ এইচ এস ৪ বা ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভিস ৪ (২০১৫-১৬) এর তথ্যে দেখা যাচেছ যে দেশের ৩৮.৪ শতাংশ শিশুর বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম। যাকে বলে স্টান্টিং। এটি এমন একটি সচক যার মানে ধারাবাহিক অপষ্টি। এতে প্রতিফলিত হয় মৌলিক খাদ্য গ্রহণে এবং পুষ্টিগত নিরাপত্তার অভাবে সৃষ্ট মানুষের দুর্দশা। এই রিপোর্টে দেখা যায় ওয়েস্টিং ২১ শতাংশ। মানে শিশুদের বয়সের তুলনায় কম ওজন। পিরিয়ডিক্যাল লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৮-তে দেখা যায় যে অদক্ষ শ্রমিকরা প্রয়োজনীয় খাবার পায় না। ৮০ শতাংশ কর্মরত মানুষ এ দেশে মাসে রোজগার করে ১৫ হাজার টাকা। ফুড বেড ডাইয়েটরি গাইডলাইন অনুযায়ী একজন মানুষের একবেলায় গ্রহণ করা উচিত ৩০ গ্রাম দানাশস্য, ৩০ গ্রাম প্রোটিন (ডাল-মাংস-মাছ-ডিম), ১০০ গ্রাম ডেয়ারি, ১০০ গ্রাম ফল, ১০০ গ্রাম শাকসবজি, ঘন সবজ পাতা ১০০ গ্রাম, তেল বা চর্বি ৫ গ্রাম। এতে আজকের বাজারের ন্যনতম খরচ ২৭.৫০ পয়সা। দ'বেলায় ৫৫ টাকা। পাঁচজনের পরিবার হলে মাসে ৫৫**x**৫**x**৩০=৮৪৫০ টাকা। আর একেবারে সুষম খাদ্যের জন্য একবেলায় খরচ ৮৩ টাকা। দু'বেলায় ১৬৬ টাকা। পাঁচজনের পরিবার হলে মাসে ৫৬৬x৫x৩০=২১৯০০ টাকা। আয় ও কাদ্য খরচের অনুপাত থেকে অনুমেয় কর্মরত মানুষের ৮০ শতাংশের খাদ্য গ্রহণের অবস্থা কীরকম। সরকারের তাতে অবশ্য হেলদোল নেই। ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯-এ সরকারের খাদা ভরতকি



কর্পোরেট ট্যাক্স ৩০ থেকে ২২ শতাংশ নামিয়ে তাদের ১.৮৪ লক্ষ কোটি টাকার সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের উপরের সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ মানুষের হাত দেশের ৬০ শতাংশ সম্পদ। নিচের গরিব ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে কেবল ৩ শতাংশ সম্পদ। সেই জন্যেই কথা উঠছে অর্থনৈতিক রিভারস সিস্টেমের। এক বিশালাকায় আয় বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের। সম্পদ কর প্রবর্তনের। উত্তরাধিকার কর প্রবর্তনের। সমাজের উপরের বিলিওনেয়ার ধনীদের (১৬৬ জন) উপর শুধু ২ শতাংশ সম্পদ কর চাপালে সরকার পাবে ৪০,৪২৩ কোটি টাকা। তা দিয়ে অনায়াসে দেশের অপুষ্ট মানুষের আগামী তিন বছরের

ঘোরাফেরা করেছে জি ডি পি'র .৫৩ থেকে .৫৯ শতাংশের মধ্যে। এন এফ এস এ ৪ (২০১৫-১৬) -এর প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে ঐ সময় খাদ্য ভরতুকি ছিল জি ডি পি'র .৮ থেকে .৮৫ শতাংশের মধ্যে তার মানে পরের বছরগুলিতে খাদ্য ভরতুকি কমিয়েছে সরকার। একে যদি নৃশংসতা না বলা হয় তাহলে কাকে বলা হবে ?

বোঝা গেল যে কোভিড পরিস্থিতির আগেও জনগণের মধ্যে তীব্র খাদ্য সংকট ও অপুষ্টি ছিল। জনগণের পাশে সেই সময়ে সরকার দাঁড়ানোর পরিবর্তে বাজারের দিকে ঠেলে দিয়েছে জনগণকে। তীব্রতম বেকারি, কৃষকের ফসলের দাম না পাওয়া, অসম বল্টন, নোট বন্দি, শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুরের সামাজিক সুরক্ষা কেড়ে নেওয়া, শ্রমিকের ন্যুনতম মজরি না দেওয়া ইত্যাদি মান্যকে কোভিড পরিস্থিতির আগেই খাবার থেকে অনেক দরে ঠেলে দিয়েছে। অতিমারী ভারতীয় জনগণের অবস্থা আরও দঃসহ করেছে। লকডাউনের আগে এবং পরে মানুষের গড় আয় ৪২ শতাংশ কমেছে। এটা সি এম আই ই'র রিপোর্ট। ডালবার্গ সংস্থা তার সমীক্ষায় বলেছে এটা হবে ৫৬ শতাংশ। ২০২০-র অক্টোবরে হাঙ্গার ওয়াচ সার্ভে বলেছে ৫৩ শতাংশ মানুষ ভারতে আগের চেয়ে কম খেতে পারছে। দিনে দু'বেলা খাবার পাচ্ছে না এমন মানুষের সংখ্যা ৩৪ শতাংশ। সরকারি সাহায্য যে ছিটেফোঁটা মানুষ পেয়েছে তাতে আয় কমে যাওয়া মানুষের কেবলমাত্র ২৩ শতাংশের যন্ত্রণা

হয়েছিল ২০১৯-২০- তে। রিপোর্ট বেরিয়েছিল ২০২০'র ডিসেম্বরে। তাতে দেখা যাচ্ছে আগের সার্ভে (২০১৫-১৬) থেকে ভারতে শিশু ও মহিলাদের মধ্যে অপষ্টি ও রক্তাল্পতা বেডেছে। গ্লোবাল নিউটিশন রিপোর্ট ২০২১ জানিয়েছে খর্বতা এবং ক্ষীণকায়তার শিকার ৪১ মিলিয়ন টন তাও বজায় থাকে। সরকার মাঝে শিশুর গড় উপস্থিতি এশিয়ায় ৯.১ শতাংশ হলেও মাঝে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য জনগণের মধ্যে বিলি করা ভারতে তা ১৭.৩ শতাংশ। গণবল্টন ব্যবস্থায় বল্টিত সম্পর্কে যুক্তি দেয় যে এতে ফিসক্যাল ডেফিসিট হবে। চাল, গম ইত্যাদি সম্পূর্ণ পৃষ্টি দিতে পারে না। আমাদের দেশে আই সি ডি এস, মিড ডে মিলের শিশুদের জন্য জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয়। তার ক্রয়ক্ষমতা কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাটসহ রান্না করা পৃষ্টিযুক্ত বাড়ে।চাহিদাহীন অর্থনীতিতে চাহিদা যুক্ত হয়। সুষম আহারের ব্যবস্থা থাকে। আই সি ডি এস এবং মিড ডে মিল কোভিডের সময় বন্ধ ছিল। ওই সময়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় যে স্কুল বন্ধ থাকলেও বাড়িতে গিয়ে আই সি ডি এস এবং মিড ডে মিলের খাবার পৌছে দিতে হবে। দি হাঙ্গার ওয়াচ সার্ভে বলে যে ৫০ শতাংশ পরিবারের শিশুরা যারা আই সি ডি এস-এ যুক্ত হওয়ার যোগ্য তারা কোনও পরিপূরক পুষ্টি পায়নি। যে পরিবারগুলির মিড ডে মিল পাওয়ার কথা তাদের এক-চতুর্থাংশ কেবল পেয়েছে। দেশের পরিযায়ী

ভারত সারা পৃথিবীর ১৯.৫ শতাংশ চাল, ১১.৭ শতাংশ গম উৎপাদন করে। ২০১৫-তে সারা পৃথিবীর চাল, গমের মজুতের ছয় ভাগের এক ভাগ ছিল ভারতে। নিচের গরিব ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে কেবল ৩ ওই বছরে দেখা যায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ

মিলিয়ন টন। ২০২০-র এপ্রিলে এফ সি আই'র কাছে খাদাশস্য ছিল ৫৪.৩ মিলিয়ন টন (না ঢাকা খাদাশস্য সহ)। বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন যে, গণবল্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে অতিমারীকালীন সময়ে রেশন কার্ড আছে কি নেই না দেখে সকলকে খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। এতে মোটামুটি ৩৭ মিলিয়ন টন খাদাশস্যের প্রয়োজন হতো।স্টকে পড়ে থাকত ১৭ মিলিয়ন টন। কিন্তু তার মধ্যেই ঢুকে যেত খারিফ শস্য প্রায় ৩৪ মিলিয়ন টন। সুতরাং নিরাপত্তাজনিত মজুতের কোনও অসুবিধা ছিল না। এছাড়া খাদ্যশস্য মজুত করার জন্য যে খরচ (স্টোরেজ কস্ট) তাও

মোদি সরকার তা করেনি। এতে বাজারের উপর নির্ভরশীল হতো না মানুষেরা। ব্যক্তি পুঁজির মুনাফাও হতো না। বাজারে পণ্যের চাহিদা কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে তার বিনিময় মূল্যকে চড়া রাখার জন্যই মোদি এই সুযোগ করে দিয়েছিল। এইভাবেই ২০১২ সালে যে ধাদ্যশস্যের কেজি ১০০ টাকা ছিল, ২০২২ -র এপ্রিলে তা দাঁড়ায় ১৫২. ৯০ টাকা। মোদির জমানায় মাছ, মাংস, তেল, মশলা বিক্রির দাম বেড়েছে দ্বিগুণ। খাদ্যশস্য দুধ, ডিম, ফল, ডালের দাম বেড়েছে দেড়গুণ। ২০২২-এ সবসময় ২০২১-র তুলনায় খাদ্যের দাম ৭ থেকে ৯ শতাংশ বেশি ছিল। সবাই জানে শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষকের আয় সেই হারে বাড়েনি। এইরকম পরিস্থিতিতে প্রকাশিত হয়েছে ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার ইন্ডেক্স এর রিপোর্ট। আগের বছরের ১০১ থেকে আরও ছয় ধাপ পিছিয়ে ১০৭ নম্বরে ১২২ টা দেশের মধ্যে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, দেশে এক শেপড অর্থনীতি চলছে। মানে ধনী আরও উপরে উঠছে, গরিব আরও নিচে নামছে। মানুষকে বাঁচানো যাবে কী করে ? পঁজিবাদের উপরে জল ঢেলে নিচে চুঁইয়ে যাওয়ার তত্ত্ব খাটবে না। এফ সি আই'র গোডাউন থেকে সব জনগণকে ৫ কেজি করে খাদ্যশস্য বিনামূল্যে দিতে হবে। তবে তা খাদ্য সুরক্ষা নীতির ৫ কেজি ভরতুকিযুক্ত খাদ্যশস্যের সঙ্গে। অতিমারীর সময় ভরতুকিযুক্ত খাদ্যশস্যের বদলে শুধু বিনামূল্যে পাঁচ কেজি খাদ্যশস্য প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনায় দেওয়ার ফলে কেবলমাত্র ১৩ ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে ৫ অনুষ্ঠিত শতাংশ অতিরিক্ত খাদ্য অফটেক হয়েছিল। এফ সি আই'র কাছে এখন ৯৬ মিলিয়ন টন খাবার পড়ে আছে। ১০ কেজি খাদ্যশস্য ব্যক্তি পিছু প্রতিমাসে দিলে চার মাসে লাগে ৪৭ মিলিয়ন টন। অন্তত জুলাই একদম বাজে যুক্তি। মানুষের খিদে যদি কমে তার

এইসব প্রশ্ন উঠলেই সরকার আঁতকে ওঠে এবং অর্থ সংকটের কথা বলে। অথচ যে সময় গরিব বেড়েছে ৭.৫ কোটি, ৫৯.৩ শতাংশ মধ্যবিত্ত গরিবির দিকে হেঁটেছে, ২৩ কোটি ন্যুনতম আয়ের নিচে চলে গেছে সেই সময় ভারতীয় বিলিওনেয়ার ৩৫ শতাংশ বেডেছে। মোদি সরকারের দৌলতে। লট লট আর লট। আদানি, আম্বানি মহাধনী কোম্পানিদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, জল, জঙ্গল, জমি, পাহাড, খনিজ, জনগণের অর্থ অবাধে লুট করার ব্যবস্থা করে দেওয়া শ্রমিকদের খাবার না পাওয়াসহ হাজারো যন্ত্রণার কথা 🛮 হয়েছে। কর্পোরেট ট্যাক্স ৩০ থেকে ২২ শতাংশ নামিয়ে তাদের ১.৮৪ লক্ষ কোটি টাকার সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের উপরের সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ মানুষের হাতে দেশের ৬০ শতাংশ সম্পদ। শতাংশ সম্পদ। সেই জনোই কথা উঠছে অর্থনৈতিক সরকারের খাদ্য গুদামজাত করার ক্ষমতা ৫১.৮২ রিভারস সিস্টেমের। এক বিশালাকায় আয়

কর প্রবর্তনের। উত্তরাধিকার কর প্রবর্তনের। সমাজের উপরের বিলিওনেয়ার ধনীদের (১৬৬ জন) উপর শুধু ২ শতাংশ সম্পদ কর চাপালে সরকার পাবে ৪০. ৪১৩ কোটি টাকা। তা দিয়ে অনায়াসে দেশের অপ্তর্ মানুষের আগামী তিন বছরের জন্য পুষ্টির ব্যবস্থা করা

পি সাইনাথ বলেছেন, বিলিওনেয়ারদের উপর ১০ শতাংশ ট্যাক্স বসালে যা আসবে তাতে দেশের ৬ বছরের রেগার টাকা উঠে আসবে। মহাধনীদের উপর চাপানো সম্পদ করে ১৫ কোটি স্কুলছুট শিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা যাবে। সরকার জনগণের পরিষেবার জন্য যে অর্থ সংকটের কথা প্রায়শই বলে থাকে তা এভাবেই মেটানো সম্ভব।উত্তরাধিকার করের প্রবর্তন একজন মহাবিত্তবানের সম্পদ তার উত্তরাধিকারী যাতে অনায়াসে না পেতে পারে, তার জন্য। একজন উত্তরাধিকারী তার পূর্বসূরির কৃতিত্বের সম্পদ, বৈভবের অধিকারী হয়। সরকার তাতে কিছু পায় না। অথচ আমেরিকায়, গ্রেট বৃটেনে ৪০ শতাংশ, জার্মানিতে ৫০ শতাংশ, ফ্রান্সে ৬০ শতাংশ উত্তরাধিকার কর চালু। ভয়ংকর সম্পদের বৈষম্য যেখানে গ্রাস করছে সেখানে এটা প্রয়োজন। কেন অন্যের অর্জিত বিশাল সম্পদ তার উত্তরাধিকার অনায়াসে পাবে এবং বৈষমাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে ? কেন গরিব কষকের সন্তান আর বিলিওনেয়ারের সন্তানের যোগ্যতা এক থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীজন সমাজের এক বিশাল উচ্চতা পাবে? সম্পদের কেন্দ্রীভবনকে লঘ করতেই উত্তরাধিকার করের প্রয়োজন। সকল শিশুকে সমান স্যোগ দেওয়ার এটা একটা ন্যূনতম প্রয়াস। জি এস টি-তে সরকার যে ট্যাক্স পায় তা কর্পোরেটদের থেকে সংগৃহীত করের চেয়ে বেশি। কিন্তু এটার ৬৪ শতাংশ আসে নিচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষের থেকে। ফলে সাধারণ মানুষ ভুক্তভোগী। জিনিসের দাম বাড়িয়ে বা ট্যাক্স চাপিয়ে সরকার যে আয় করে তা সাধারণ মানুষকে চোকাতে হয়। একমাত্র সম্পদ কর এবং উত্তবাধিকার কর মহা মহা ধনীদের কেবলমাত্র স্পর্শ করে। অন্যদের নয়। যে খাদ্য নিয়ে এত কথা তার ওপর এবং নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর যে জি এস টি চাপানো হয় তা ভয়ংকর আঘাত করে সাধারণ মানুষকে। সুতরাং এগুলো থেকে জি এস টি বিযুক্তি অবিলম্বে জরুরি।

সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের মধ্যে খাদ্যের সৃষম বল্টন চাই।সঙ্গে চাই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি।পরিবেশ দুষণে ১৮৫০ থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়বে। জমি অনুর্বর হবে। মাটির চরিত্র বদলাবে। এরকম চলতে থাকলে ২০ বছরের মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ খাদ্য উৎপাদন কমে যাবে। অথচ এই সময়ে জনসংখ্যা বাড়বে। খাদ্যের চাহিদা বাড়বে। এ দেশে ইতিমধ্যে মরশুমি বায়ুর বৃষ্টিপাত ৬ শতাংশ কমেছে। আর এক সমস্যা জল। জলের অতিরিক্ত, অপরিকল্পিত, অবৈজ্ঞানিক ব্যবহারের ফলে নামছে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর। মাটি আরও অনর্বর হওয়ার আশঙ্কা। প্রয়োজন মানব সম্পদ এবং জলসম্পদের দক্ষ ব্যবহার কষিতে। প্রয়োজন সাধারণ কযকের কাছে ক্যি উপকরণের প্রাপ্যতা। ক্ষির বহুমখীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন। কৃষি ঋণ এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন মূল্যের সহায়তার সম্প্রসারণ। এইসব সমস্যা সমাধানের বহুমখী ভাবনা ভাববে কে? সরকার চেয়ে আছে আদানিদের দিকে। মজেছে হিন্দুত্বে। হিন্দুত্বে ভাত হয় না। অতিমারীর সময় মোদি বলেছিলেন— কোথায় ক্ষুধা ? কোথায় দারিদ্র্য ? এখন হয়তো বলবেন— এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা/ খাও তবে কচু পোড়া

বিদেশে নির্মলার 'বর্ম' সংঘের অসত্য প্রচারই

ঘুণার প্রচার ছড়ায় সেই কথাকেই দেশের সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তার 'প্রমাণ' হিসেবে পেশ করে এলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ওয়াশিংটনের পিটারসন ইন্সটিটিটা ফব ইন্টাবন্যাশনাল ইকন্মিকস-এ এক আলোচনায় সীতাবামনকে প্রশ করা হয়েছিল ভারতে মসলিমদের নিবাপন্তা নিয়ে। সীতারামন উন্তরে রলেন, 'বিশ্বের দ্বিতীয় বহুত্তম মসলিম জনসংখ্যা ভারতে। সেই সংখ্যা ক্রমে বেডেই চলেছে। যদি এইরকর্ম কোনো ধারণা থাকত, বা বাস্তবে হতো যে রাষ্ট্রের সমর্থনে তাদের জীবন কঠিন করে তোলা হচ্ছে, তাহলে কি এইভাবে জনসংখ্যা বদ্ধি পেত ? ১৯৪৭-এর

অর্থমন্ত্রীর এই মন্তব্য নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমত, মুসলিম জনসংখ্যা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপরে আক্রমণের তথ্য যাচাই করা যায় না। তারা যে মোদি সরকারের আমূলে নির্দিষ্ট আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, তার অজস্র উদাহরণ রয়েছে। প্রতিদিনই নতুন উদাহরণ তৈরি হচ্ছে।

সীতারাম মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে দাবি করেছেন, তাকেই আরেকটু বাড়িয়ে নিয়ে সংঘ পরিবার প্রচার চালায়, মসলিম জনসংখ্যা এত দ্রুত বাডছে যে তারাই ভারতে সংখ্যাগুরু হয়ে যাবে। সুতরাং 'হিন্দু খতরে মে হ্যায়'। সম্প্রতি একই কথা লেখা হয়েছে সংঘের মুখপত্র 'অর্গানাইজার' পত্রিকায়। 'কেন ভারতে মুসলিম জনসংখ্য বদ্ধি উদ্বেগের বিষয়' শিরোনামে তারা একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে। যোগী আদিত্যনাথ থেকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং হিন্দু সংহতি সম্মেলন করে বেডানো হিন্দুত্ববাদীরা দিবারাত্রি এই কথাই বলছেন। একই সঙ্গে তারা প্রচার করে, মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দুদের থেকে অনেক বেশি, তাদের সন্তান হওয়ার সংখ্যাও

তথ্য বলছে, সবক'টি কথাই অসত্য। ২০১১ সালে দেশে শেষবার জনগণন হয়েছে। জনগণনার হিসাব অন্যায়ী হিন্দ জনসংখ্যা ৭৯.৮০ শতাংশ, মসলিম জনসংখ্যা ১৪.২৩ শতাংশ। গত ৬০ বছরে জনগণনা অনযায়ী মসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে ৪.৪ শতাংশ। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অনুযায়ী ১৯৮১-৯১সময়পর্বে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ২৩ শতাংশ, মুসলিম ৩৩ শতাংশ; ১৯৯১-২০০১: হিন্দু ২০ শতাংশ, মুসলিম ২৯ শতাংশ; ২০০১-২০১১: হিন্দু ১৬.৮ শতাংশ, মুসলিম ২৪.৬ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪০ বছরে হিন্দুদের ৬ শতাংশ কমেছে, মুসলিমদের ৯ শতাংশ কমেছে। ফার্টিলিটি রেট বা মহিলাদের সস্তান হওয়ার সম্ভাবনার যে গড় হার দেখা যাচ্ছে সব ধর্মেই তা কমছে। হিন্দুদের ক্ষেত্রে ১৯৯২-তে ছিল ৩.৩, ২০১৫-তে ২.১।মসলিমদের ক্ষেত্রে ১৯৯২-তে ছিল ৪.৪.২০১৫-তে ২.৬।খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে ১৯৯২-তে ২.৯. ২০১৫-তে ২। দেখা যাচ্ছে সব ধর্মের ক্ষেত্রেই এই হার কাছাকাছি চলে এসেছে। ভারতের গড় ফার্টিলিটি রেট এখন ২.১।

বস্তুত অর্থমন্ত্রী যে-কথা এড়িয়ে গেছেন তা হলো তিনি যে দলের সাংসদ, সেই দলের কোনো সাংসদ, বিধায়ক মুসলিম নন। বিজেপি'র ৩০৩ লোকসভা ও ৯২ রাজ্যসভা সদস্যদের মধ্যে কেউই মুসলিম নন। সারা দেশে বিজেপি'র বিধায়ক সংখ্যা ১ হাজারের বেশি। তাঁদের কেউ মুসলিম নন। দেশের শাসক দল কোন চোখে মুসলিমদের দেখে, তার বড় উদাহরণ এটি।

নিবন্ধে মোদি সরকারের নিন্দা সোনিয়াকে আক্রমণ বি জে পি'র

১২ এপ্রিল: নরেন্দ্র মোদির নেতত্ত্বে কেন্দীয় সবকাব 'অতাজ পরিকল্পিতভাবে গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলি সোনিয়া গান্ধি ওপর বেজায় ক্ষিপ্ত মঙ্গলবার পরিকল্পিতভাবেই দলবেঁধে তারা আক্রমণ করেছে সোনিয়াকে। এমনকি তার বক্তব্য 'সম্পর্ণ অলীক. অসার' এবং 'নীতিবোধহীন' বলে দাবিও করা হয়েছে বিজেপি'র পক্ষ থেকে। সোনিয়া সোমবার ইংরেজি দৈনিক 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার উত্তর সম্পাদকীয়তে মোদি সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, ''এই সরকার আইনসভা, প্রশাসন, বিচার বিভাগের মতো গণতল্ত্রের স্তম্ভগুলিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার প্রতি গভীর অবজ্ঞা দেখা যাচ্ছে এই সরকারের কাজকর্মে।" এরই সঙ্গে এই বার্তা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি সমমনো ভাবাপন্ন দলগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ভারতের সংবিধান এবং এব ভাবনা' বক্ষাব লডাইয়ে শামিল

'গণত স্থের নিজেদের ধ্বজাধারী' বলে গর্ব করা মোদি কিংবা তার দলবল স্বাভাবিকভাবেই সোনিয়া গান্ধির অভিযোগ সহজে

হবেন বলে অঙ্গীকারের কথাও

জানিয়েছেন সোনিয়া গান্ধি।

তাকেই আক্রমণ করতে নেমে পড়েছে জোরকদমে। বি জে পি'র পক্ষ থেকে দই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ কংগেসকে কটাক্ষ কবাব পাশাপাশি সোনিয়ার বিরুদ্ধে ব্যক্তি আক্রমণ করতেও পিছপা হননি। আইনমন্ত্রী রিজিজুর তির্যক মন্তব্য, 'গণতন্ত্র নিয়ে সওয়াল করছেন সোনিয়া গান্ধি ? স্বাধীন বিচারবিভাগ নিয়ে কথা বলছে কংগ্রেস? আসলে এসবই হচ্ছে চূড়াস্ত অসাধুর অসার বক্তব্য।' আবার শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান একে নরেন্দ্র মোদীর প্রতি সোনিয়া গান্ধির 'চরম বিদ্বেযের সর্বোত্তম উদাহরণ' দাবি করে বলেছেন, 'অগ্রাধিকার চিনতে ভল করা এবং জাতীয় স্তরে নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অতিমূল্যায়ন ছাড়া কিছুই নয়'।

সোনিয়া অবশ্য তার 'অ্যান এনফোর্সড সাইলেন্স ক্যানট সলভ ইভিয়াজ প্রবলেম' অর্থাৎ 'চাপিয়ে দেওয়া নীরবতা মোটেই ভারতের সমস্যা সমাধান করতে পারবে না' শীর্ষক নিবন্ধে খুব স্পষ্টভাষায় মোদি আমলে দেশের গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বেহাল দশার কথা তুলে ধরেছেন। মোদী বা তার সরকার কীভাবে একতবফাভাবে সংসদ পরিচালনায় করছে, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কাড়তে তৎপরতা দেখাচ্ছে সেসব জ্বলন্ত সমস্যার কথা তিনি বলেছেন, 'সংসদের বাজেট অধিবেশন চলেছে নির্ধারিত মেয়াদের মাত্র তিনভাগ সময়। সংসদ আচল জ্বলস্ত সমস্যা তুলে ধরতে বাধা দেওয়াএসবই হচ্ছে বিজেপি সরকার কৌশল। আসলে সরকার কোনওভাবেই বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, সামাজিক বিভাজন এবং আদানি কেলেঙ্কারি নিয়ে আলোচনা চায়নি।

রায়বেরিলির সাংসদ মোদি সরকারের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদস্তকারী সংস্থার 'অপব্যবহার' নিয়ে সরব হয়েছেন। ওই সি বি আই, ই ডি কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা আইনকে যেভাবে সাংবাদিক, সমাজকর্মী এবং সমাজের বিশিষ্টজনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে কোনোরকম প্রমাণ ছাড়াই তানিয়েও কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সোনিয়া তার নিবন্ধে। তিনি লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই সত্য এবং ন্যায় নিয়ে বড় বড় বিবৃতি দেন। কিন্তু সেই প্রধানমন্ত্রীই ঘনিষ্ঠ শিল্পপতির আর্থিক কেলেঙ্কারিকে উপেক্ষা করেন, পলাতক মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে ইন্টারপোল নোটিশ প্রতাহারে নীবর থাকেন আবার বিলকিস বানোর ধর্ষকদের বেকসর খালাস করে দেন, তাদের সঙ্গে একই মঞ্চে বসতেও দ্বিধা করেন না।'

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা অনেকদিন ধরেই রাজনৈতিক হুমকির কাছে মাথা নত করেছে অভিযোগ

দখলদারি নিয়ে বি জে পি'রই বন্ধ শিল্পতিরা। সন্ধ্যায় সংবাদ চ্যানেলের 'তর্কবিতর্ক' প্রসঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে বলেন হয় তাদের অপবাদ দেওয়া হয় অথবা চুপ করিয়ে দেওয়া হয়।'এরই সঙ্গে তিনি নিবম্বে 'ভুয়ো সংবাদ' ধরার নামে অনলাইন সেন্সরশিপ আনার উদ্যোগেরও কড়া সমালোচনা করেছেন। যেকোনও বিষয়ে বিজেপি'র তাবেদার আইনজীবীরা দলবেঁধে নেমে পডেন সেকথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি সমালোচনামলক লেখা প্রকাশিত হলেই বিজেপি এবং আরএসএস'র আইনজীবীরা তাদের হেনস্তা করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। তবে চাপিয়ে দেওয়া নীরবতায় মোটেই সমস্যার সমাধান হবে না। বি জে পি-আর এস এস নেতারা বিদ্বেষ ছড়ালে, হিংসায় উসকানি দিলেও প্রধানমন্ত্রী উপেক্ষা করেন বলে অভিযোগ করেছেন সোনিয়া

এই মুহূৰ্তে শতাব্দী প্ৰাচীন দলটির করণীয় কাজ কী সেবিষয়ে যথেষ্ঠ অবগত আছেন তারা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সোনিয়া পরিশেষে জানিয়ে দিয়েছেন সমস্ত সমমনোভাবপন্ন দলগুলিকে নিয়েই আগামী দিনে চলতে চায় কংগ্রেস।

আমেরিকায় ফের বন্দুকবাজের হামলায় নিহত ৫, জখম ৯ জন

লুইভিল।। ১২ এপ্রিল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেনটাকি রাজ্যের লুইভিল শহরে এক ব্যাংক কর্মীর রাইফেলের গুলিতে তার ৫ সহকর্মী নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আবও ৯ জন।

সোমবার সহকর্মীদের উপর এ হামলা চালানোর পরো সময়টা ওই ব্যাংক কর্মী লাইভ স্টিম করেন বলে জানিয়েছে পলিশ।

পলিশ আবও জানায় হামলাকাবী নিজেও ঘটনাস্থলেই গুলিতে পাণ হারিয়েছেন। তবে তিনি পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন না আত্মহত্যা করেছেন,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একের পর এক ঘটতে থাকা বেপরোয়া বন্দুক হামলার

ঘটনায় এটি সর্বশেষ সংযোজন। লুইভিল পুলিশ হামলাকারীকে কনর স্টারজান নামে শনাক্ত করেছে। গত বছর ওল্ড ন্যাশনাল ব্যাংকের ডাউনটাউন শাখায় ফুল-টাইম কর্মী হিসাবে যোগ

সোমবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৮টায় হামলার সংবাদ পাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ স্লাগার ফিল্ড বেসবল স্টেডিয়ামের কাছে অবস্থিত

লুইভিলের পুলিশ বাহিনীর প্রধান জ্যাকুলিন গুইন ভিলারল সাংবাদিকদের জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ রাইফেলধারী হামলাকারীর উদ্দেশে গুলি ছোঁড়ে হামলাকারী তখন তার হামলার ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ সম্প্রচার

নিহতরা হলেন- জশুয়া ব্যারিক (৪০), ডিয়ানা একার্ট (৫৭), টমাস এলিয়ট (৬৩), জুলিয়ানা ফারমার (৪৫) ও জেমস টাট (৬৪)

কেনটাকির গভর্নর অ্যান্ডি বিশিয়ার বলেন, তিনি হামলার শিকার হওয়া কয়েকজনকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, যাদের মধ্যে আছেন বাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এলিয়ট।

আহতদের মধ্যে আছেন ২ পুলিশ কর্মকর্তা। সদ্য পুলিশ অ্যাকাডেমি থেকে পাস করে আসা ২৬ বছর বয়সি পুলিশ কর্মকর্তা মাথায় আঘাত পেয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় লুইভিল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি আছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। আহত ৯ জনকে একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে হাসপাতালের

ব্যাংকে হামলাকারী কনর স্টারজান কি পদে ছিলেন তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পুষ্ট জানা যায়নি। পলিশ কর্মকর্তা গুইন ভিলাবল বলেছেন, কনব ব্যাংকটিতে কাজ করতেন। সম্প্রতি কনরকে চাকরিচ্যুত করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে একটি নোটিশ

মুখপাত্র জানিয়েছেন। আহত আরও ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

কনরের মায়ের ফেসবুকে দেওয়া তথ্যানুযায়ী, তিনি লুইভিলের উত্তরে অবস্থিত দক্ষিণ ইন্ডিয়ানায় বেড়ে উঠেছেন। ২০১৬ সালে ব্যবসা বিষয় নিয়ে আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি।

''এলাকায় এলাকায় মজবৃত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। যদি রাজনৈতিক সংগঠনকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এটা একটা কথার কথা থেকে যাবে। সংবাদপত্র ছাড়া এই শিক্ষার ব্যবস্থা কে করবে"

— ভি আই লেনিন প্রথম প্রকাশ ১৫ ই আগস্ট, ১৯৭৯ ইং

১৩ এপ্রিল . ২০২৩ ইং ১৯ দৈন ১৪১৯ বাংলা

সম্পাদকীয়

রেলপথ: কেন কচ্ছপ গতি!

প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি। ত্রিপুরাকে উন্নয়নের বন্যায় ভাসিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগ থেকে এই কায়দা চালিয়ে এসেছে বি জে পি। একটা প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেছে? সে দায় নেই শাসকদের। ১২ এপ্রিল ত্রিপুরা সফরে এসে আগরতলা- আখাউড়া রেল প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে নিশ্চিন্তপুর আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনে যান কেন্দ্রের পূর্বোত্তর উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রী কিষান রেডিড। এই প্রকল্পের কাজ কবে শেষ হবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলতে পারলেন না তিনি। অথচ রাজ্যের বি জে পি জোট সরকারের এক মন্ত্রীও সম্প্রতি ঐ এলাকা সফরে গিয়ে বলেছিলেন, আগামী জন মাস থেকেই রেল চলাচল শুরু হবে আগরতলা আখাউডা রেল লাইনে। ২০১৭ সালের অক্টোবর থেকে জোর কদমে শুরু হয়েছিল ১২.২৩ কিলোমিটার এই রেলপথের কাজ। নানা অজহাতে প্রকল্পের কাজ পিছানো হয়েছে চারবার। কিছদিন আগে সংবাদ মাধ্যমের খবরে দেখা গেছে, নিম্নমানের কাজ হওয়ায় মাটির নিচে কিছটা ডেবে গেছে নিশ্চিন্তপুর স্টেশন। যেহেতু ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের মাটিতেই হচ্ছে রেললাইনটির কাজ; তাই দুই সরকারের বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই কাজটি এগিয়ে নিতে হবে। এখন ডোনার মন্ত্রী বলছেন বাংলাদেশের দিকে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে, তা মিটে যাবে শীঘ্রই। আবার এমন খবরও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় ঠিকাদার প্রয়োজনীয় অর্থরাশি পাননি। কাজ ঢিমেতালে চলার এটা অন্যতম কারণ। ছয় বছরেও কম দূরত্বের এই রেললাইন শেষ করতে না পারা সরকারের বার্থতা নয় কি?

এটা সকলেই জানে যে. আগরতলা- আখাউডা রেলপথ চাল হলে আগরতলা ও কলকাতার মধ্যে আসা -যাওয়ার দরত্ব অনেকটাই কমে যাবে এবং ভারতের উত্তর- পূর্বাঞ্চলসহ দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা- বাণিজ্যে আসবে নতুন গতি। ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারণে ১৯৫২ সাল থেকে বামপন্তীদের আন্দোলনেরর কথা কে না জানে! আন্দোলনের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করা হয়েছিল প্রথমে আগরতলা এবং তারপর সাব্রুম পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণে। রাজ্যের আরও কিছু মহকুমায় রেল সম্প্রসারণের দাবিও তোলা হয়েছে। আগরতলা- আখাউডা রেল প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর জোরালো চাপ সৃষ্টি করতে হবে। যদিও এটি আন্তর্জাতিক রেল প্রকল্প। তব বন্ধ দুই দেশের মধ্যে আলোচনা ও উদ্যোগের মাধ্যমে এ কাজ দ্রুত সম্পন্ন হোক— এটাই চান দ'দেশের মৈত্রী ও উন্নয়নকামী মান্য।

জাতীয় দলের স্বীকৃতি বজায় রাখার আবেদন সি পি আই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি: নয়াদিল্লি,১১ এপ্রিল: সি পি আই নির্বাচন কমিশনকে জাতীয় দলের স্বীকৃতির বিষয় পুনরায় বিবেচনা করার আবেদন জানালো। সোমবার সি পি আই 'র জাতীয় দলের স্বীকৃতি খারিজ করেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের বিধি মতো শর্ত পূরণ না হওয়ায় জাতীয় দলের স্বীকৃতি খারিজ হয়েছে। সি পি আই মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তাদের জাতীয় দলের স্বীকৃতি পুনরায় বিবেচনা করে তা বহাল রাখার আবেদন জানিয়েছে।

এদিন বিবৃতিতে সি পি আই জানিয়েছে, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে বড় অবদান রয়েছে সি পি আই'র। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে দলের বড অবদান রয়েছে। সি পি আই হলো দেশের অন্যতম পুরানো দল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে বড় ভূমিকা নিয়েছে সি পি আই। বরাবর দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রথম সারিতেই রয়েছে সি পি আই। এখন সারা দেশে তার প্রভাব রয়েছে। একথা উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনকে আবেদনে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের সি পি আই-র ইতিহাস ও দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তার অবদান দেখে তার জাতীয় দলের স্বীকৃতি বহাল রাখার বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

এদিন বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, সি পি আই একই সঙ্গে নির্বাচনের বিধির সুসংহত সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। দেশে ভোটের অনুপাতভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবি জানাচ্ছে। নির্বাচনি বন্ড বাতিল করে নির্বাচনি খরচ রাষ্ট্রের দায়িত্বে থাকা উচিত বলে জানিয়েছে সি পি আই। নির্বাচনে সব দলের সমান সযোগ বহাল রাখতে নির্বাচনি বিধি সংস্কারে ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত কমিটির সপাবিশ কার্যকর করার দাবি জানানো হযেছে।

এদিকে নির্বাচন কমিশন তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় দলের স্বীকৃতি খারিজ কবাব প্রবেই দল ছেডে বেবিয়ে গেছেন দলের অন্যতম বাজ্যসভাব সাংসদ লইজেনহো ফেলেইরো। গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের দিকে নজর রেখেই ফেলেইরোকে মখ্যমন্ত্রী প্রার্থী হিসাবে তলে ধরতেই তাঁকে রাজ্যসভার সংসদ করে তণমল। ফেলেইরো রাজ্যসভার পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন। এদিকে তণমল সংবাদ সংস্থাকে জাতীয় দলের স্বীকৃতি হারানো নিয়ে জানিয়েছে, দল এতে আদালতে যাওয়ার আগে নির্বাচন কমিশনে তাদের জাতীয় দলের স্বীকৃতি বজায় রাখার আবেদন জানাবে। প্রসঙ্গত ১৯৯৮ সালে তৃণমূল গঠনের পর ২০১৬ সালে তৃণমূল জাতীয় দলের স্বীকৃতি পায়। ছয় বছরও টেকেনি জাতীয় দলের স্বীকৃতি। রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোটের হার কমে গেছে। গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন রাজ্যে হেরেছে তৃণমূল। এদিকে গোয়ায় তৃণমূল গোহারা হেরে যাওয়ার পর দলে সাংসদ ফেলেইরোর গুরুত্ব কমে যায়। দল থেকে তাঁকে বার করে দিতে চাপ বাড়ে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝেই সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়ে দল ছেডেছেন ফেলেইরো। ফেলেইরো বেরিয়ে যাওয়ার পর তার বিরুদ্ধে মুখ কুলেছেন তৃণমূল নেতা তাপস রায়। তিনি বলেছেন , ফেলেইরো হলেন সুখের পায়রা। তারা যত দল থেকে বেরোয় তাতে দলের মঙ্গল। এদিকে বিভিন্ন রাজ্যে তৃণমূলের নির্বাচনে যে ভরাডুবি চলছে তাতে দলের আগামী ১০ বছরেও জাতীয় দলের স্বীকৃতি মিলবে না বলে মনে করছে বিরোধী দল।

মায়ানমারে বিমান হামলা

ইয়াঙ্গন।। ১২ এপ্রিল: মায়ানমারের সামরিক শাসনের বিরোধীদের একটি অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর হামলায় অস্তত ৫০ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। দেশটির মধ্যাঞ্চলে হামলার এ ঘটনা ঘটে বলে মঙ্গলবার গণমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয়েছে। বিবিসি বার্মিজ, রেডিও ফ্রি এশিয়া (আরএএফএ) এবং ইরাবতী নিউজ পোর্টাল সাগাইং এলাকার বাসিন্দাদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, এ হামলার ঘটনায় অসামরিক নাগরিকসহ ৫০ জন নিহত হয়েছে। ক্ষমতাসীন জুন্টার বিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠী পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের (পিডিএফ) একজন সদস্য জানিয়েছেন, তাদের স্থানীয় দপ্তর উদ্বোধনের সময় আয়োজিত অনুষ্ঠানে কয়েকটি জঙ্গি বিমান থেকে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে।পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছক এই পিডিএফ সদস্য বলেন, "এখন পর্যন্ত হতাহতের প্রকত সংখ্যা অজানাই রয়ে গেছে। আমরা এখনও মতদেহগুলো উদ্ধার করতে পারিনি।"

২০২১ সাল নির্বাচিত একটি সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করা মায়ানমারের সামরিক বাহিনী গণতন্ত্বপন্তী বিরোধীদের ও অসামরিক জনগণের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ চালিয়ে বিশ্বজ্বড়ে নিন্দা কুড়িয়েছে। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো, সংখ্যালঘ গোষ্ঠীর বিদ্রোহী ও গণমাধ্যমের দেওয়া তথ্য অন্যায়ী. গত সপ্তাহে মায়ানমারের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় এক গ্রামে সরকারি বাহিনীর বিমান হামলায় শিশুসহ অন্তত আট জন নিহত হয়। জানয়ারিতে একই অঞ্চলের একটি গ্রামে সামরিক বাহিনীর বোমাবর্ষণে অন্তত সাতজন নিহত হয়েছিল। আর গত সেপ্টেম্বরে সাগাইং এলাকায় একটি স্কুলে সামরিক হেলিকপ্টার থেকে ছোঁড়া গুলিতে অনেক শিশু নিহত হয়েছিল।

অসময়ের দুর্যোগে শস্যহানি আইটি বিধির সংশোধনী কেন? ক্ষতিপূরণ দাবি কৃষক সভার

দেশের বিভিন্ন অংশে অসময়ের বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে বিপুল হারে শস্যহানির ফলে কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের দুরবস্থার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সারা ভারত কৃষকসভা (এআইকেএস)। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের উদাসীনতার তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে।

এই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তর ভারতে কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের অবস্থা যথেষ্ট চিন্তাজনক। মহারাষ্ট্রে অসময়ের বৃষ্টি, পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড. পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ এবং জম্ম-কাশ্মীরে শিলাবস্টি ও ভারী বর্ষণে বিপল পরিমাণে ফসল ক্ষেতেই নষ্ট হয়েছে।

অসময়ের বৃষ্টিতে মাঠেই মারা গেছে রবি শস্য। বাস্তবে যা কৃষি সংকটের তীব্রতা বাডিয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে বড়সড় ক্ষতির মুখে গম এবং সর্বে চাষ। অসম্যের বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, ঝড়ে উত্তর এবং পশ্চিম ভারতে মাঠভরা গমের ফসল লটিয়ে পড়েছে। আকর্ষিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গেই স্বাভাবিক সময়ের আগেই চড়তে শুরু করেছে পারদ। দু'য়ে মিলে কৃষিজ উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণেই ব্যাহত করছে।

এদিকে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার যথাযথ শস্যহানি নির্ধারণ করছে না



গোটা বিষয়টির মূল্যায়নে হাঁটু কাপছে কৃষিমন্ত্রকের। তাই দেখে হতাশ কৃষক

এরই সঙ্গে যোগ হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শস্যহানির পরিমাণ পোর্টালে তোলার ফ্যাকড়াও। যার জন্য কৃষকদের কর্তৃপক্ষের দ্বারে দ্বারে মাথাকুটে ফিরতে হচ্ছে। এছাড়াও জমির আর্দ্রতার মাত্রার ন্যায় কঠোর গুণমানের সূচক ফসল নস্টের ক্ষতিপরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে জানানোকে শর্ত হিসাবে অন্তর্ভক্ত করা কৃষকদের অসহায়তা বাডিয়েছে।

শস্যহানির পরিমাণ নির্ধারণ. যথাযথ ক্ষতিপূরণ, ঋণ মকুব, বিদ্যুৎ বিলে ছাড়, আগামী ফসলের জন্য সদহীন ঋণ ও বড আকারে রেগা প্রকল্ল

শুরু মতো বিভিন্ন বিষয়ে বিপন্ন কৃষব ক্ষেত্মজুরদের এআইকেএস'র শাখাগুলি ইতোমধ্যেই জোর কদমে কাজ করছে।

মঙ্গলবার এআইকেএস'র সভাপতি অশোক ধাওয়ালে এবং সাধারণ সম্পাদক বিজু কৃষ্ণণের সই করা বিবৃতিতে নিদারুণ শস্যহানিতে বিধ্বস্ত কৃষকদের প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রের অনীহার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় ফসল নস্টে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষকদের বিষয়ে সরকারের কোনও অনুভূতিই নেই। নজর করার মতোই, মাঠ থেকে তোলার মুখেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে যখন ফসল ধ্বংস হয়েছে। চাষের জন্য কৃষকদের শ্রম ও বিনিয়োগ দুই বথায় গেছে

সুদূরপ্রসারী। কারণ, বিপুল মাত্রায় ফসল নষ্ট দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন ২০২১-২২ অর্থবর্ষেও কম পরিমাণে রবি শস্য কেনা বাস্তবতা। আখেরে যা মুদ্রাস্ফীতিজনিত নেতিবাচক পরিস্থিতিকেই প্রতিফলিত করে। মল্যবদ্ধি ঠেকাতে এবং প্রভাবিত ক্ষকদের ক্ষতিপরণ দিতে তাই এই মরসমে রবি শস্যের ক্রয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন পরিস্থিতিতে, সংশ্লিষ্ট অংশের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ক্ষতিপরণ প্রদানে যদ্ধকালিন তৎপ্রতায় উদ্যোগী হতে কেন্দীয় সরকারের কাছে সারা ভারত ক্ষকসভা দাবি জানিয়েছে।

কেন্দ্রের জবাব চাইল হাইকোর্ট

মুম্বাই।। ১২ এপ্রিল: তথ্য প্রযুক্তি বিধির সাম্প্রতিক সংশোধনীবে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বন্ধে হাইকোর্টে মামলা করলেন সুপরিচিত কৌতুকশিল্পী কুনাল কামরা। হাইকোর্টে তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সংশোধনী "সংবিধান বিরোধী এবং নাগরিকদের বাক স্বাধীনতার পরিপন্থী"। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই একতরফা নিয়ন্ত্রণ চালু হলে তার মতো পেশাজীবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বধবার এই মামলার শুনানির পরে এব্যাপারে হলফনামার আকারে কেন্দ্রীয় সরকারের সুস্পষ্ট জবাব তলব করেছে হাইকোর্ট। আগামী ১৯ এপ্রিলের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছে কেন্দ্রকে। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২১ এপ্রিল।

প্রসঙ্গত, গত ৬ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকার ইনফরমেশন টেকনোলজি (ইন্টারমিডিয়ারি গাইডলাইনস অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া এথিক্স কোড) রুলস, ২০২১'এ কয়েকটি সংশোধনী ঘোষণা করে। সংযোজিত নতুন বিধিতে বলা হয়, কেন্দ্রের ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি মন্ত্রক একটি 'ফ্যাক্ট চেকিং ইউনিট' তৈরি করবে, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হওয়া সরকার-বিরোধী কোন তথ্যকে নিজের বিবেচনা অন্যায়ী 'মিথ্যে' বা 'ভয়ো' বা 'বিভ্রান্তিমূলক অনুলাইন তথা' হিসেবে চিহ্নিত করার অধিকার পারে।

শুধ তাই নয়, নয়া বিধিতে বলা রয়েছে, এই ফ্যাক্ট চেকিং বা তথ্য যাচাই সংস্থা যে কোন অনলাইন তথ্য বা পোস্টকে 'মিথো' বা 'ভয়ো' বলে চিহ্নিত করা মাত্রই সেটির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে সংশ্লিষ্ট টেলিকম সার্ভিস প্রোভাইডার বা সংশ্লিষ্ট সোশ্যাল মিডিয়াকে। এর অন্যথা হলে তারা তথা প্রযুক্তি আইনের ৭৯ ধারার 'নিরাপদ আশ্রয়' সুরক্ষা হারাবে।

এহেন বিপজ্জনক সংশোধনীর তীব্র বিরোধিতা করেই সোমবার বম্বে হাইকোর্টে মামলা করেছেন কুনাল কামরা। বিচারপতি গৌতম প্যাটেল এবং নীলা গোখলের ডিভিশন বেঞ্চে পেশ করা আবেদনে তিনি বলেছেন, সরকার যদি এভাবে নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে পেশ করা বক্তব্য বিচারের ভার নিয়ে নেয়, তাহলে তার প্রভাব বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। নিজেকে 'রাজনৈতিক কৌতুকশিল্পী' আখ্যা দিয়ে কুনাল জানান, সাধারণত নানান সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মেই তিনি তাঁর ভিডিও দেন। তাঁর আশঙ্কা, "কেন্দ্রের নয়া বিধি চালু হলে আমার এসব ভিডিও একতরফাভাবে ব্লক করে দেওয়া হবে। আমার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হবে অথবা বাতিল করে দেওয়া হবে।এর ফলে পেশাগতভাবে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো।"এই সংশোধনীকে 'অসাংবিধানিক' আখ্যা দেওয়ার আরজি জানিয়ে হাইকোর্টে কুনাল বলেন, "এই বিধি অনুযায়ী সরকার যাতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে না পারে তা নিশ্চিত করুক আদালত।" এর পরেই এই সংশোধনীর ব্যাপারে কেন্দ্রের জবাব তলব করে বিচারপতিরা বলেন, এমন পদক্ষেপ কেন জরুরি হয়ে পডল তার ব্যাখ্যা দিতে হবে সরকারকে।

নয়া কৃষি ও শ্রম আইন নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা

সমালোচনা— সুকান্ত ভট্টাচার্য

সৌভিক ঘোষের সম্প্রতি প্রকাশিত বইটিতে এমন দু'টি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে যা সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকারি নীতি নিয়ে জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমে যে আলোচনা চোখে পড়ে সেখানে কিছুটা ব্রাত্য। মহামারী চলাকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের আনা নয়া কৃষি বিল যা কিনা সংগঠিত কৃষক বিক্ষোভের মুখে পড়ে সরকার সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় তা নিয়ে বইটিতে চমৎকার আলোচনা রয়েছে। নয়া কৃষি বিলের মূল বিষয়গুলি কি আর তা কীভাবে মৃষ্টিমেয় কর্পোরেট গোষ্ঠীর স্বার্থে কৃষকসহ সমাজের অন্যান্য শ্রেণিগুলির ওপর আঘাত নামিয়ে আনবে সে কথা লেখক বইটিতে পরিষ্কার করেছেন তো বটেই ,নয়া কৃষি বিলের পক্ষের যে মোদ্দা যক্তিগুলি সরকার বা বিলের সমর্থকরা জনসমক্ষে জানাচ্ছিলেন সেগুলিকেও সংক্ষেপে উপস্থাপিত

কৃষি বিল নিয়ে তবু সংবাদ মাধ্যমে কিছু আলোচনা হয়েছিল। মহামারীর সময়ে যে অভূতপূর্ব কৃষক বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল তাকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করা সংবাদ মাধ্যমের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু ২০১৯ ও ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ২৯টি শ্রম আইন খারিজ করে তার জায়গায় চারটি নয়া শ্রম আইন চালু করে। আদ্যোপাস্ত শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এই চারটি নয়া শ্রম আইন নিয়ে মূলধারার সংবাদ মাধ্যমে প্রায় কোন আলোচনাই হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নয়া আইন সম্পর্কে ধারণা নেই বললেই চলে। বইটি এই অভাব অনেকাংশে পুরণ করবে। নয়া শ্রম আইন কিভাবে দেশের অধিকাংশ সংস্থায় শ্রমিকের বেতন থেকে সামাজিক সুরক্ষার ন্যূনতম অধিকারগুলি কেড়ে নিতে চাইছে তা লেখক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। শ্রমিকের সংগঠিত হবার অধিকার ও মজুরি নির্ধারণে স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠনগুলির ভূমিকা পুরোপুরি অবলুপ্ত করার দিকে নয়া শ্রম আইন দেশকে নিয়ে যেতে চাইছে বইটি থেকে তা পরিষ্কার।

একটা ব্যাপারে লেখক অত্যন্ত মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নয়া কৃষি ও শ্রম বিল সংক্রাস্ত আলোচনাকে বৃহত্তর রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করেছেন। এতে পাঠকের সুবিধা হয়। এই আইনগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে নয়া উদারনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসাবে পাঠক অনুধাবন করতে পারেন। বইটির ক্ষুদ্র পরিসরে এই সুযোগ পাঠককে দেওয়া খুব সহজ কাজ নয়। লেখক সেটি পেরেছেন।

বইটি পড়লেই বোঝা যায় যে লেখক একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। এ কথা গোপন করার কোনও চেষ্টাই লেখক করেননি। বইটি যে তাঁর রাজনৈতিক সহমর্মী কর্মীদের জন্য প্রচারের একটি হাতিয়ার হয়ে উঠবে সে কথা বলাই বাহুল্য। বইটি কিন্তু যাঁরা নিরপেক্ষভাবে নয়া কৃষি ও শ্রম আইনগুলি সম্পর্কে জানতে চান ,তাঁদের কাছেও বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হতে পারে। বইটি সহজপাঠ্য, ঝরঝরে বাংলায় লেখা। পড়তে গিয়ে কোথাও ঠেকে যেতে হয় না।

যাঁরা অর্থনীতি নিয়ে বাংলায় প্রবন্ধ লেখেন তাঁরা জানেন এ বড় সহজ কথা নয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে অনেক সময়ই সঠিক শব্দের খোঁজে এদিক -ওদিক হাতড়ে বেডাতে হয়। নয়া আইনগুলি বর্ণনা করার সময় লেখক ইংরেজির সাহায্য নিয়েছেন বটে,কিন্তু সেটার প্রয়োজন ছিল। না হলে মূল আইনগুলির বক্তব্য অনুবাদে এদিক -ওদিক হবার সম্ভাবনা থাকে । কিছু ছাপার ভুল থেকে গেছে ,যেগুলি পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেওয়া হলে পাঠকরা উপকৃত হবেন। সব মিলিয়ে বলা চলে যে বইটি সংগ্রহে রাখার মতোই —বিশেষ করে তাঁদের জন্য যাঁরা রাজনৈতিক অর্থনীতি ও

সমাজ সংস্কারক জ্যোতিরাও ফলের জন্মদিন এবং সারা ভারত কষক সভার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মহারাস্টের রাহানতে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে প্রায় দেড হাজার ক্ষক অংশ নেন এবং তারা বি জে পি সরকারের জনবিরোধী, ক্ষক বিরোধী, শ্রমিক বিরোধী নীতির প্রতিবাদে

ইতিহাসের পাশাপাশি নানা পাঠ্যসূচি বাদ যাচ্ছে সমাজবিজ্ঞান বই থেকেও

নয়াদিল্লি।। ১২ এপ্রিল: এন সি ই আর টি'র একাদশ শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান বই থেকে কৃষির দুর্দশা, দূষণজনিত মৃত্যু, পুলিশের জাতিভিত্তিক খন ইত্যাদি কেস স্টাডি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে এই বিষয়গুলো ছিল। কিন্তু নতুন ছাপানো বইয়ে এই বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্য পুস্তক থেকে শুধুমাত্র ইতিহাসেরই নানা বিষয় বাদ দেওয়া হচ্ছে না। তার সঙ্গে অন্য বিষয়ের বই থেকেও নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সূচি বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞান বইয়ে কৃষির ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ এলাকার ক্ষিব ক্ষেত্রে জলেব সংক্ট নিয়ে কেস স্টাডি ছিল। যা লিখেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক পি সাইনাথ। যেখানে লেখা ছিল কীভাবে নাগপরের বাজারগাঁও এলাকার মান্যরা জল আর বিদ্যুতের সংকটে ভুগছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে বিদাৎ থাকে না। প্রচণ্ড গরমে যেখানে তাপমাত্রা ৪৭ ডিগ্রিতে গিয়ে পৌঁছায়, সেখানে মানুষ জল আর বিদ্যুতের সংকটে দিন

ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। অথচ একইসঙ্গে সেখানে একটা ওয়াটার পার্ক করা হয়েছে প্রতি ৪০ একর এলাকা জডে। যেখানে জলের কোনো সংকট নেই। বিদ্যুতেরও সমস্যা নেই। সেখানে এত জল যে, বাজারগাঁও এলাকার মানুষ তা কল্পনাও করতে পারেন না।

পুলিশের জাতিভিত্তিক ব্যবহার নিয়ে সমীক্ষার প্রতিবেদনটি লিখেছেন সমাজবিজ্ঞানী অমিত বাভিস্কার। যেখানে উত্তর দিল্লির অশোক বিহারের একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮ বছরে এক তরুণকে পিটিয়ে হত্যা করার এই ঘটনায় দুই পলিশকর্মীও যক্ত বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেস স্টাডি ও সমীক্ষা নিয়ে এই লেখা।

এছাডা রয়েছে বায় দষণ নিয়ে তথ্য সহ এক সমীক্ষা। সেটাও বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়গুলো সমাজবিজ্ঞান বই থেকে বাদ দেওয়ার কারণ হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে নানা সত্য ও তথ্য লুকিয়ে

কয়লা খনির নিলামি বাতিলের দাবিতে তামিলনাড়ুতে আন্দোলনে কৃষকরা

চেন্নাই।।১২ এপ্রিল: তামিলনাডুতে কাবেরী নদীর অববাহিকায় কয়লা খনির নিলামি বাতিল করার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। যৌথ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনটি খনির এই নিলামি বাতিল করার জন্য তাদের দাবি মেনে কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি ট্যুইট করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু কৃষকদের দাবি হচ্ছে, এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিলেই শুধু হবে না, সঠিকভাবে অফিসিয়ালি বাতিল করার লিখিত ঘোষণা দিতে হবে।

সম্প্রতি এনিয়ে থানাভূর এলাকায় কৃষকদের বৈঠক হয়েছে। যেখানে স্থির হয়েছে যে, দ্রুত এই নিলামি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া না হলে, আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। যৌথ সংগ্রাম কমিটির এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন পি. শানমুগম। তিনি বলেছেন, বি জে পি'ব নেতা মন্ত্রীবা এবকম নানা ধবনেব প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। এণ্ডলো মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রতিশ্রুতি দেওয়া কখনও সরকারি নির্দেশ হতে পারে না। নিলামির তালিকা থেকে এই তিনটি কয়লা খনির নাম সরকারি ভাবে বাদ না দেওয়া পর্যস্ত এই আন্দোলন চলতেই থাকবে। তামিলনাড়ু বিবসায় সঙ্গম সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সামী নাবাজন জানিয়েছেন এপিল মাসেব মধেই সরকারকে এই নির্দেশ জারি করতে হবে। তা না হলে মে মাসের প্রথম থেকেই শুরু হবে বহন্তর আন্দোলন। এই কয়লা খনিগুলে নিলামির তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী

পাঠকের কথা/

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

না আছে কর্মসংস্থান, না হচ্ছে চাকরি

বর্তমান ভারতে বেকারত্ব এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। সাধারণ মানুষ ও শিক্ষিত বেকার যবক-যবতীদের কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ নেই। হতাশ হয়ে কর্মহীন জনগণ কাজের সন্ধান করা বন্ধই করে দিয়েছেন। এই উদ্বেগজনক তথা আমাদের সামনে তলে ধরেছে সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সি এম আই ই) সর্বশেষ একটি সমীক্ষা। এই সংস্থার সমীক্ষায় দেখা গেছে আমাদের দেশে ২০২৩-র জানুয়ারিতে বেকারত্বের হার ছিল ৭.১৪ শতাংশ, ফেব্রুয়ারিতে ৭.৪৫ শতাংশ এবং মার্চ মাসে এই সংখ্যা আরও বাড়ে। বেকারত একটি জলস্ত সমস্যা। কিন্তু সিংহভাগ প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এই বিষয়ে কোনো আলোচনাই করছে না। এই মিডিয়াগুলি শাসক বি জে পি'র পক্ষ নিয়ে জনসাধারণের সম্মুখে সংবাদ পরিবেশন করে। এইসব মিডিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসায় সর্বদা ব্যস্ত থাকে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের একটি বিরাট অংশ এভাবে কর্মহীন জনগণ ও বেকারদের সঙ্গে প্রতারণা করছে।

গ্রামীণ এলাকায় জনগণের কর্মসংস্থানের একটি নির্ভয়যোগ্য অবলম্বন হলো মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল বোবাল এমপ্রযমেন্ট গ্যাবান্টি আর্ক্ট যাকে আমবা সাধাবণত বেগা বলি। এছাডা সরকারি শূন্যপদ পূরণের মধ্য দিয়েও বেকারদের জীবন-জীবিকা সুনিশ্চিত করা যায়। কিন্তু না আছে রেগার কাজ, না হচ্ছে শূন্যপদ পূরণ। শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও বি জে পি সরকার বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি দিচ্ছে না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো আমাদের রাজ্য ত্রিপুরা এবং প্রধানমন্ত্রীর গহরাজ্য গুজরাট। আমাদের রাজ্যে সরকারের দথরগুলিতে শন্যপদে নিয়োগ হচ্ছে না।একই হাল গুজরাটে। গুজরাটের শিক্ষামন্ত্রী কুবের দিন্দ এর তথ্য অনুযায়ী ঐ রাজ্যে শুধুমাত্র বিদ্যালয়েই শিক্ষকদের শূন্যপদ রয়েছে ৩২ হাজার ৬৭৪ টি। আর কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলিতে শূন্যপদের সংখ্যা প্রায় ১০, ০০০০০। সি এম আই ই এর সমীক্ষায় দেখা গেছে শহর অঞ্চলে বেকারত্বের হার ৮.৪ শতাংশ এবং গ্রামীণ অঞ্চলে বেকারত্বের হার ৭.৫ শতাংশ । শহর বা নগর অঞ্চলে

কর্মসংস্থানের জন্য বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে টয়েপ প্রকল্প চাল করেছিল। এই প্রকল্পে এখন খব কম কাজ হয়। ফলে কর্মহীন মান্য এখন টয়েপ প্রকল্পের সবিধা থেকেও বঞ্চিত। এদিকে কেন্দ্রের বি জে পি সরকার প্রতি বছর বিপল পরিমাণ বরাদ্দ রেগা প্রকল্প থেকে কমিয়ে দিচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৯৮ হাজার ৪৬৮ কোটি টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৮৯ হাজার ৪০০ কোটি টাকা আর ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রেগা প্রকল্পে বরাদ্দ হয় মাত্র ৬০ হাজার কোটি টাকা। এই বরাদ্দ হ্রাস হওয়ায় প্রত্যেক গ্রামীণ শ্রমিকের কাজের দিনের সংখ্যা বহু গুণ কমে যাবে।

এদিকে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে রুজি-রোজগারের কোনো ব্যবস্থা নেই। শিক্ষিত বেকার যুবক -যুবতী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর সাধারণ মান্যের দু'বেলার আহারের ব্যবস্থা করা দিন দিন কঠিন

— ওয়াসিম জাফর, বিশালগড় 📗

খরায় জ্বলছে ত্রিপুরা

প্রচণ্ড খরা শুরু হয়েছে রাজ্যে। ৩৭ ডিগ্রি রাজ্যে। তাপমাত্রা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ভূমিয়াবি দিয়ে বলা হয়েছে আগামী ৩/৪ এবং শাসক দলেব অধিকাংশ বিধায়ক ব্যক্ত মাস সারা দেশে প্রচণ্ড খরা চলবে। এখনও সংবর্ধনা নিতে। এরই মধ্যে দেখা সকাল/বিকাল ছাড়া দুপুরে বের হতে মানা করা হয়েছে (জরুরি কাজ ছাড়া)। রোদ চশমা ও ছাতা ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। পরতে হবে মাস্ক। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি জল খেতে হবে।

আমাদের রাজ্যে এরই মাঝে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে পানীয় জলের হাহাকার বিশেষ হবে নববর্ষের উপহার। গ্রাম , পাহাড়ে করে পাহাড় অঞ্চলে। সারা রাজ্যে পানীয় জলের উৎস শুকিয়ে যাচ্ছে। সেচের জলের চলছে রাস্তা অবরোধ, আন্দোলন। ক্ষেতের অভাবে কষি জমির ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে। সেচের মেশিনও অনেক জায়গায় বিকল অভাবে। আন্ত্রিক ঠেকাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য হয়ে আছে। সারাইয়ের উদ্যোগ নেই।

অন্যদিকে পেটেব নানা ধবনেব বোগেব প্রান্তে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। এ সময় সাধারণত আম্ব্রিক দেখা দেয়

প্রশাসন রয়েছে ঘমে। মন্ত্রিসভার সদস্য গেলো , নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে যাওয়া এক পুলিশ আধিকারিককে (এস ডি পি ও, সদর) এক নির্দেশে হেডকোয়াটার্সে সরিয়ে

১০ এপ্রিল পর্যস্ত অনেক রেশন শপে চাল/চিনি/ডাল ঢোকেনি। বোধ হয় এটাই বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্যে হাহাকার চলছে। ফসল মাঠেই শুকিয়ে যাচ্ছে সেচের জলের কেন্দণ্ডলোতে দ্ৰুত ঔষধ পাঠানো প্ৰয়োজন।

সেমিনার , বৈঠক আলোচনাসভা প্রকোপ দেখা দিয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন আপাতত বন্ধ রেখে জর৽বি সমস্যার সমাধানে নজর দিতে রাজ্য সরকারকে

—অরূপ মিশ্র , আমবাসা।

জরুরি পরিষেবা

জি বি—২৩৫-৫৮৮৮। আই জি এম--- ২৩২-৫৬০৬।টি এম সি –২৩৭-০৫০৪। আই জি এম চক্ষ ব্যাংক— ৯৪৩৬৪৬২৮০০।

জি বি ব্লাড ব্যাংক—২৩৫-৬২৮৮ পি বি এক্স)। আই জি এম ব্লাড ব্যাংক— ২৩২- ৫৭৩৬। আই এল এস --- ২৪১ - ৫০০০/ ৮৯৭৪০৫০৩০০।

পুলিশ

পশ্চিম থানা—২৩২-৫৭৬৫। প্র থানা—২৩৪-২২৫৮। সিটি কন্ট্রোল-

বিমানবন্দর

এয়ার ইন্ডিয়া—২৩৪ -১৯০২। এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর \$\$\$0-200-\$809,\$\$00 ১৮০-১৪০৭। ইন্ডিগো ---২৩৪ ১২৬৩। স্পাইস জেট--- ২৩৪ 29961

শববাহী যান

ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট-৩৮-৫৮৫২। ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিব ইউ নিয়ন (হাপানিয়া) ৮২৫৬৯৯৭১৯৫ ত্রিপরা টাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন-২৩৮-৬৪২৬। রিলিভার্স —২৪৭ ৪০৬২, ৯৭৭৪১৩৫৬৩১, কুঞ্জক স্পোর্টি ং ইউ নিয়ন -

৮৯৭৪৫৮১৮১০, সুর্যতোরণ ক্লাব-৮৭২৯৯১১২৩৬। বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেণ ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫ ৯৮৬২৭০২৮২৩ আগন্তুক 9006890006/2809622P2

সংঘ—৯৭৭৪৬৭০২৪২। ত্রিপুরা শ্রম কল্যাণ সমিতির (ডুকলি)---(১ ৯৩৬২০২৫০১১ (২)৮৭৩২০৭৭৭০৭

ফায়ার স্টেশন

ফায়ার সার্ভিস প্রধান २७२ - ७७७०। সেটে শান ---বাধার ঘাট স্টেশন---২৩৭-৪৩৩৩। কুঞ্জবন ফায়ার স্টেশন--- ২৩৫-৩১০১ মহারাজগঞ্জ ফায়ার স্টেশন ২৩৮-৩১০১। কুমারঘাট ०७४२८/२७১२०४। ৭৬৩০৯৪ ৬৫৮৪/ ৮৭৯৪৩৬২৪৫৯

বিদ্যুৎ সাব- স্টেশন

বনমালীপুর --- ২৩০-৬২১৩ ২৩২-৬৬৪০, দুর্গা চৌমুহনি-ু ২৩৩-০৭৩০. বি—২৩৫-৬৪৪৮, বড়দোয়ালী— ২৩৭-০২৩৩, ২৩৭-১৪৬৪, আই জি এম— ২৩২-৬৪০৫।

রেল পরিষেবা

রেল সার্ভিস রিজার্ভেশন (টি আর টি সি)---২৩২-৫৫৩৩। আগরতলা রেল স্টেশন— (০৩৮১) २७१- 8৫১৫।

অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা

১৭৭৪৯৯৮৯৯৬, রু লোটাস ক্লাব—৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও আমরা তরুণ দল-২৫১-৯৯০০, আরোগ্য 5 9 9 8 2 3 8 8 2 @ ৯৬১২৩৯৯৩৯৮ (২৪ ঘণ্টা) সেন্ট্রাল রোড, যুব সংস্থা সংহতি ক্লাব—৮৭৯৪১৬৮২৮১ রামকৃষ্ণ ক্লাব— ৮৭৯৪১৬৮২৮১ ণতদল সংঘ— ৯৮৬২৯৩৯৭৮০ প্রগতি সংঘ-- (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬৬২৪। রেডক্রস সোসাইটি - ৩২১-৯৬৭৮। এগিয়ে চলো সংঘ— ৯৪৩৬১২১৪৮৮।

দাতব্য চিকিৎসালয

সেন্ট্রাল রোড দাতব্য টকিৎসালয়— ৯৮৬২০১৯৫২০, লাল বাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়-১৪৩৬৫০৮৬৬৩৯/ ৯৪৩৬১২৬১১৮ ৯৪৩৬৫ ৬৪৩৫৪। মানব ফাউল্ডেশন ২৩২-৬১০০। চাইল্ড লাইন-১০৯৮ (টোল ফ্রিঃ ২৪ ঘণ্টা)।

ট্রেনসূচি

বিশেষ ডেমু ট্রেন: প্রতিদিন ৭৬৮২ সকাল ৫.১৫ মিনিটে মাগরতলা থেকে সাব্রুমের উ*দ্দেশ্যে* হাড়বে। ০৭৬৮৪বেলা ১০.৫৫ ় মনিটে আগরতলা থেকে সাব্রুমের ১টা ৩০ মিনিটে সাব্রুম থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে ০৭৬৯০ মাগরতলা থেকে সাব্রুমের উ*দ্দেশ্যে* হাড়বে। ০৭৬৮১ সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে সাব্রুম থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে। সকাল ৬.৩৫ মিনিটে আগরতলা থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছাড়বে ০৭৬৭৯ ডাউন পৌছবে সকাল ৯ টা ৪৫ মি.। বেল ১০.১৫মি. ধর্মনগর থেকে -আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে ৭৬৮০ আপ।পৌছবে বেলা ১.১৫ মি.। ০৭৬৮০ বিকাল ৪টা ৩৫মিনিটে ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে

বিশেষ যাত্রী টেন: প্রতিদিন ০৫৬৭৫ সকাল ৬টায় ধর্মনগব থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাডবে ০৫৬৭৫ সন্ধ্যা ৫টা ৩৫ মিনিটে আগরতলা থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছাড়বে।

বিকল্প কর্মসংস্থানের দিশা

বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কেরালার এল ডি এফ সরকার বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সরকারি চাকরির পাশাপাশি স্বনিযুক্তি প্রকল্পে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। কেরালার চেরথলা মেঘা ফুডপার্ক গড়ে তুলেছে কেরালা সরকার। চুরাশি একর জায়গায় এই ফুডপার্ক গড়ে তুলতে এক হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তিন হাজার লোকের নিশ্চিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে ফুডপার্কে।



জলের সংকটে দিশেহারা বিভিন্ন এলাকার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। খোয়াই,১২ এপ্রিল: চৈত্রের অস্তিমলগ্ন। একদিন বাদেই বাংলা নববর্ষ। জনজীবনের দীর্ঘলালিত ঐতিহ্যবাহী উৎসব। ঘরে ঘরে বর্ষবরণের প্রস্তুতি। একইসাথে বর্ষবিদায়েরও পালা। পুরানোকে বিদায় জানিয়ে নতনকে আবাহনের সাজ সাজ রব।

কিন্তু খরায় জুলছে চারদিক। প্রখর রৌদ্রতাপে অসহনীয় অবস্থা।চরমে পৌছেছে অসহ্য রকমের দহনজ্বালা। অনাবৃষ্টিতে মানষের হাঁসফাঁসে অবরুদ্ধ জনজীবন। নববর্ষের চিরাচরিত ঐতিহ্যের আনন্দোৎসবে বাঁধা হয়ে দাঁডিয়েছে শেষ চৈত্রের সতীব্র দহনজালা। ক্রমেই বাডছে পারদ। চডছে উত্তাপ। মরুভূমির মতো ধু ধু প্রান্তর। অন্তরে উৎসবের ঘনঘটা নেই। গরমে শুষ্ক অন্তর। প্রাণ জুড়োনোর তাগিদে বৃষ্টির অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে মানুষ। চাতক পাখির মতো আকাশপানে চেয়ে আছে বষ্টির আশায়।

খরায় খোয়াই মহকুমার তুলাশিখর ও পদ্মবিল ব্লকের একাংশের এলাকায় জল সংকট সষ্টি হয়েছে। পানীয় জলের সংকট জনজীবনে নামিয়ে এনেছে অভূতপূর্ব স্থবিরতা। দিশেহারা অবস্থা মানুষের। একফোঁটা জলের জন্য যেন যুদ্ধ করতে হয় অসহায় মানুষকে। কাজের খোঁজ করার আগে জলের সন্ধানে কাকভোরে ঘর ছাড়তে হয় তৃষ্ণার্ত মানুষকে। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার জোগার। তবু জল মিলে না অনেব

মডেল রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার শয়নে স্বপনে

ই আর টি)-র একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসচির

উপর ভিত্তি করেই পরীক্ষা নেওয়া হতো।

বর্তমানে এন সি ই আর টি তার একাদশ -

ই আর

নয়া**দিল্লি।। ১২ এপ্রিল** : দ্বাদশ শ্রেণির করতে হচ্ছে। দিল্লিতে প্রতিযোগিতামূলক

পরীক্ষার জন্য এতদিন ধরে ন্যাশনাল কাউন্সিল । একেক শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল এবং কোচিং ফি সম্পূর্ণ অধ্যায় বাদ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে

এই শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণির গণিত

খরচ করতে বাধ্য হচ্ছেন অভিভাবকরা।

পাঠ শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির জন্য বিজ্ঞান শাখার

অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এন সি হিসাবে দুই বছরে প্রায় গড়ে ২০ লক্ষ টাকা

দ্বাদশ শ্রেনির পাঠ্যসূচির পরিবর্তন করেছে ত্রিকোণমিতিক ফাংশন, জটিল সংখ্যা,

জাতীয় শিক্ষানীতি (এন ইপি) ২০২০-র নির্দেশ সিকোয়েন্স এবং সিরিজ, পরিসংখ্যান এবং

মোতাবেক। এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হিসাবে সম্ভাব্যতাসহ ১৩ টি অধ্যায়ের বেশ কয়েকটি

বলা হয়েছে শিক্ষার্থীদের মুখস্ত বিদ্যার পরিবর্তে বাদ দেওয়া হয়েছে। গাণিতিক যুক্তির একটি

দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষায় নিয়ে আসা। কিন্তু বিভিন্ন সম্পূর্ণ অধ্যায়ও বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যসচি এখনও ঘোষণা একইভাবে দ্বাদশ শ্রেণির গণিত পাঠ্যপস্তকে

করা হয়নি।এতেই সমস্যায় পড়েছে শিক্ষার্থীরা। ম্যাটিক্স, আপ্লিকেশন অফ ডেরিভেটিভস,

নিয়মিত স্কলগুলি জানিয়ে দিয়েছে তাদের ইন্টিগ্রালস, ভেঈর এবং বীজগণিতের মতো

প্রচার করছে। জল জীবন মিশন আর অটল জলধারা প্রকল্পের ফুলঝুরি ছোটাচ্ছে। ভুক্তভোগী মানুষের জিজ্ঞাসা, জল জীবন মিশন আর অটল জলধারা প্রকল্প যদি বাস্তবের মাটি স্পর্শ করেই থাকে তাহলে কেন জলের জন্য এত হাহাকার! এসব

পালা। তব ট্যাপের মখ দিয়ে আর আসে না জল। সংযোগই দেওয়া হয়েছে কিনা তাও জানিনা। শোনা গেছে যে, বনবাজারের ডিপ টিউবওয়েলের মেশিন আর মোটরে নাকি

কি একটা গন্ডগোল দেখা দিয়েছে। এটা আর সাড়াই করার

করে বাড়ি ফিরতে হয়। সাতশ টাকা দিয়ে এক ড্রাম জল কিনতে হয় সুখিয়াবাড়ির মানুষকে। প্রশ্ন উঠেছে যে, আশারামবাড়ি বা সুখিয়াবাড়িতে ব্লক বা

ডি ডব্লিউ এস দপ্তর থেকে কেন ট্যাংকারে করে জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই ? তুলাশিখর ব্লকের চাম্পাহাওরেও কোনও ধরনের সংস্কার বা মেরামতি নেই ডিপ টিউবওয়েল বা মিনি ডিপ টিউবওয়েলের।ফলে এখানেও অপ্রতুল পানীয় জল। ঝিরঝির করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসে জল। যতটুকুই আসে ততটুকুও আবার পানের অযোগ্য। আয়রনযুক্ত জল। হাতিমারা, পরশুরামবাড়ি, তকছায়া, শিকারিবাড়ি, আইদাংকুর, ভাটি ময়দান, উজান ময়দানে জলের সমস্যা অনেক পাডাতেই। ছডার জল বা কাঁচা কুয়োর জলে মিটে মানুষের তৃষ্ণা। ট্যাংকারে করে জল দিলেও সমস্যা কিছটা হলেও মিটতো। কিন্তু সেই ব্যবস্থাও নেই অনেক পাডায়।

পদ্মবিল ব্রকের আখডাবাডি, রামদ্যালবাডি, তইহাসিংবাডি, পাগলাবাডি, বগাবিল, বেলছডায়ও জলের সংকটে জেরবার মান্য।জল সরবরাহের প্রকল্পের মেশিনগুলো বিকল। জলের অভাবে দৈনন্দিন জীবন কাটানোই এখন দায়। ডিপ টিউবওয়েল বা মিনি ডিপটিউবওয়েলগুলোর সংস্কার বা সাড়াই না করলে জল পাওয়া দৃষ্কর এখানে। নতুবা নতুন করে মেশিন সংস্থাপন করা জরুরি। নাহলে নতন প্রকল্প স্থাপন করতে হবে। ট্যাংকারে করে ব্লক বা ডি ডব্লিউ এস দপ্তর পাড়ায় পাড়ায় যে জল সরবরাহ করে তার এলাকার সংখ্যা বাড়াতে হবে। আব সরবরাহ করা জলের পরিমাণও বাডাতে হবে।

নীল রক্তের বিকার

।। প্রবীর সরকার।।

চিৎকার দিলাম ফুৎকার দিলাম দিলাম জাতের দোহাই বিরাগ ভাঙার চিরাগ দিলাম দিলাম নতুন বোনাই।

চার্টার্ড প্লেনে উড়াল দিলাম সভা করলাম অন্দরে রঙিন ফানস উডিয়ে দিলাম ফুসুর ফুসুর মন্তরে।

গরমা গরম ভাষণ দিলাম পাহাড় টিলা কন্দরে কোনটা পথ কে যে আপদ ছড়িয়ে দিলাম ধন্দ রে।

পিতা মাতার নাম ধরিনা আহার বিহার সার এম পি ছিলেন মন্ত্ৰী ছিলেন আখের গোছাবার।

তাঁরা ছিলেন রাজার পুত্র খানদানী রাজবধু বিকার জাগলে ছুটে যেতেন অম্পিনগর তইদু।

পুইলা জাতি দফাদারী ফঁ দিলাম আমি থানসা বলে ফকার দিলাম নিলাম সেলামী।

যমুনা তীরে লোহিত পাড়ে খেলছি একা দোকা দাদু পেলেন আমি পেলাম বাকি সবাই ফক্কা।

দাদুর বাবা তাঁরও বাবা কে রাখে কার খোঁজ মোগল বাদ তাঁরাও বাদ ঠগের বাড়ির ভোজ।

উড়ান পথে দাদুর ফলক তেমাথাতে মূৰ্তি আমি পেলাম নগদ বিদায় কী দারুন ফুর্তি!

প্রার্থী দিলাম কাটতি দিলাম বাড়া ভাতে ছাই বামে বধি নাচ লাগালাম তাই তাই তাই।

মতো অবস্থা। কিন্তু বাস্তবে তো এসব প্রকল্প চোখে দেখতে ফুরুৎ করে বেরিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। মোটর ঠিকঠাক পান না মানুষ অনেক এলাকায়ই। তাই তৃষ্ণার্ত মানুষের মনে করতে কতদিন লাগে জানি না। জল জীবন মিশন আর অটল

মরফোলজি এবং প্রাণীদের কাঠামোগত

সংগঠন, হজম এবং শোষণ সম্পর্কিত একটি

দ্বাদশ শ্রেণির জীববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে প্রজনন

বিষয়ক অধ্যায়টি বাদ দেওয়া হয়েছে। রসায়ন

এবং পদার্থবিজ্ঞানের জন্যও সিলেবাসটি

অবস্থা—গ্যাস এবং তরল সম্পর্কিত একটি

অধ্যায় বাদ দেওয়া হয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ

শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক থেকে

ইউনিট এবং পরিমাপ, গতি , মহাকর্ষ,

থার্মোডাইনামিক্স, দোলন, চৌম্বকত্ব,

ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, পরমাণু,

নিউক্রিয়াস এবং সেমিকভাক্টর ইলেকটনিক্সের

মতো অধ্যায়গুলিব অংশগুলি সম্পাদনা কবা

বাহারি প্রকল্পের মিষ্টি মিষ্টি নাম প্রচারে কানে তালা লাগার হয় ডাবল ইঞ্জিন সরকারের এসব প্রকল্প অনেকাংশেই বায়বীয়। এগুলো বাস্তবের মাটিতে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় না অনেক

আশারামবাড়িতে বিস্তীর্ণ এলাকায় জল জীবন মিশন আর অটল জলধারা প্রকল্পের অধীনে বাড়ি বাড়ি ট্যাপ পয়েন্ট বসানো হয়েছে। জগন্নাথ বস্তি, খৃষ্টমা বস্তি, লিঙ্গাইয়া বস্তি, নারায়ণ বস্তি, মাক্তা বস্তি, থানা বস্তি আর তলসীরাম বস্তির বাড়ি বাড়ি বসেছে ট্যাপ পয়েন্ট। কিন্তু পাড়ার মানুষের জিজ্ঞাসা, এসব ট্যাপ পয়েন্ট আমাদের কি কাজে লাগে বলন তো! এগুলো দিয়ে তো আর জল আসে না।জল পাই না ট্যাপ দিয়ে।জলের দেখা নেই। মাসের পর মাস শেষ। বছরের পর বছর গডানোর

পাঠ্যপুস্তক থেকে নতুন সিলেবাসে সেট, পরিমার্জন করা হয়েছে। রসায়নশাস্ত্রে পদার্থের

জলধারা প্রকল্পের জলের দেখা আদৌ পাওয়া যাবে কিনা কে জানে! কাঁচা কুয়োর জলই এখন আশারামবাড়ির মানুষের ভরসা। কিন্তু চিন্তা এখানেই যে, বৃষ্টি না হলে তো কুয়োর জলও ফুরোবে। শুকিয়ে যাবে কুয়ো। তখন তবে কি হবে অবস্থা! আশঙ্কায় ধুঁকছে মানুষ।

একই অবস্থা তলাশিখর ব্লকেরই পূর্ব বেহালাবাড়ি ভিলেজের সখিয়াবাডিরও। এখানেও জল সংকট এখন তীব্র আকার ধারণ করেছে। ডিপ টিউবওয়েল আর মিনি ডিপ টিউবওয়েল এখানেও অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে জলের অভাব তীব্র। সখিয়াবাডির মান্যকে এক ফোঁটা জলের জন্য দীর্ঘ পাহাডি পথ অতিক্রম করে ঘণ্টা তিনেক সময় অনেক

> কোচিং-এ যেতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছেন। সুযোগ বুঝে শিক্ষা ব্যবসায়ীরাও মুনাফার

পাহাড গড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সেন্টাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডকেশন (সি বি এস ই) ভারতের একটি জাতীয় শিক্ষা বোর্ড — কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত — যার ভারতে ২৭,০০০ এরও বেশি সরকারি ও বেসরকারি স্কুল রয়েছে এবং ২৮ টি দেশের ২৪০ টি স্কুল এর সাথে অনুমোদিত। সি বি এস ই-র অধিভুক্ত সমস্ত স্কুল এন সি ই আর টি পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে, বিশেষত নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। সি বি এস ই সমস্ত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, সমস্ত জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, বেসরকারি স্কুল এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তক অনুমোদিত বেশিরভাগ স্কুলকে অনুমোদিত করে। এর আওতাধীন ১,১৩৮টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, ৩,০১১টি সরকারি বিদ্যালয়, ১৬,৭৪১টি স্বতন্ত্র বিদ্যালয়, ৫৯৫টি জওহর নবোদয় বিদ্যালয় এবং ১৪টি কেন্দীয় তিব্বতী

ডামি স্কলকে বা কোচিং সেন্টারকে তালিকাভত্ত করে না বা স্বীকতি দেয় না। দিন শেষে শিক্ষার্থীকে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ার জনা প্রস্তুত থাকতে হবে। যেহেতু প্রতিযোগিতামলক পরীক্ষার জন্য কোনও স্পষ্টতা বা অপসারণ ঘোষণা করা হয়নি এবং যেহেত সিলেবাসটি অভ্যন্তরীণভাবে আন্তঃ সম্পর্কিত, তাই শিক্ষার্থীর কৌশল নেওয়ার খব কম জায়গা রয়েছে। তাকে সিলেবাসটি সম্পর্ণভাবে অধায়ন করতে হবে। কোটার একটি সুপরিচিত কোচিং ইনস্টিটিউটের একজন সিনিয়র ফ্যাকাল্টি বলছেন যে শিক্ষার্থীরা প্রায়শই নবম শ্রেণি থেকেই ভর্তি হয়। তিনি ব্যাখ্যা করেন, প্রতিযোগিতা আজ কঠিন, তাই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং সিলেবাস শেষ করার জন্য কোচিং একটি প্রয়োজনীয় দিব হয়ে উঠেছে। কোচিং ইনস্টিটিউটগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে অফারটি আকর্ষণীয় করার জন্য নমনীয় উপস্থিতির সময়সূচি, সময় এবং

ন্যুরেমবার্গ বিচারের আইনজীবী

বেন ফেরেঞ্জ প্রয়াত

ফ্লোরিডা।। ১২ এপ্রিল: ন্যুরেমবার্গের বিচারে নাৎসি যদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে সওয়াল করা সর্বশেষ জীবিত আইনজীবী বেঞ্জামিন বেরেল ফেরেঞ্জ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার বয়স হয়েছিল ১০৩

গত ৭ এপ্রিল, ২০২৩, শুক্রবার রাতে ফ্রোরিডার একটি আশ্রয়কেন্দ্রে স্বাভাবিকভাবেই ঘুমের মধ্যে শাস্তিপূর্ণভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ফেরেঞ্জ , শনিবার তার ছেলে ডোনাল্ড ফেরেঞ্জ এই সংবাদ

যুক্তরাষ্ট্রের হলোকাস্ট মিউজিয়াম টুইট করে বলেছে, 'গণহত্যা ও সংশ্লিষ্ট অপরাধের শিকার হওয়া মান্যদের ন্যায়বিচারের লডাইয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ব একজন নেতাকে হারালো।

ফেরেঞ্জ ১৯২০ সালে ট্রান্সিলভেনিয়ায় অর্থোডক্স ইহুদি পিতামাতার ঘবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যখন তার বয়স মাত্র ১০ মাস, তখন তার পরিবার ব্যাপক ইহুদি বিদ্বেষ থেকে বাঁচতে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান।

হার্ভার্ডল স্কল থেকে স্নাতক হওয়ার পরে, তিনি আমেরিকান যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তালিকাভুক্ত হন এবং বেশ কয়েকটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বন্দিসদা মুক্তিতে দাবিতে সোচ্চার ছিলেন।

২৭ বছর বয়সে কোনও পূর্ববর্তী বিচারের অভিজ্ঞতা ছাড়াই, ফেরেঞ্জ ১৯৪৭ সালের আইনস্যাটজগ্রুপেন বিচারের প্রধান আইনজীবী হন যেখানে ২২ জন প্রাক্তন এস এস কমান্ডারকে অধিকৃত পূর্ব ইউরোপে এক মিলিয়নেরও বেশি ইহুদি হত্যার জন্য বিচার করা হয়েছিল, পাশাপাশি রোমান জনগণ এবং নাৎসি শাসনের অন্যান্য ভুক্তভোগীরা অভিযুক্তদের সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ন্যুরেমবার্গের বিচারের পরে, ফেরেঞ্জ ইহুদি দাতব্য সংস্থাগুলির একটি কনসোর্টিয়ামের জন্য কাজ করেছিলেন যা গণহত্যার কবল থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সম্পত্তি, বাডি, ব্যবসা, শিল্পকর্ম, তোরাহ ক্ষোল এবং অন্যান্য ইহুদি ধর্মীয় সামগ্রী পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করেছিল যা নাৎসিদের দ্বারা চুরি

তার জীবনের বেশিরভাগ সময় জুড়ে এবং বিশেষত তার পরবর্তী বছরগুলিতে, ফেরেনজ একটি আন্তর্জাতিক আদালতের ধারণাকে সমর্থন করেছিলেন যা যদ্ধাপরাধের জন্য যে কোনও সরকারের নেতাদের বিচার করতে পারে।

২০০২ সালে দ্য হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফেরেঞ্জের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল, যাকে তিনি তার 'শিশু' হিসাবে উল্লেখ

যুক্তরাষ্ট্রের হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়ামের পরিচালক সারা ব্লুমফিল্ড বলেন, আরও শাস্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত বিশ্বের জন্য বেন ফেরেঞ্জের বিরামহীন প্রচেষ্টা প্রায় আট দশক ধরে বিস্তৃত ছিল এবং মানবতার নিকৃষ্টতম অপরাধের বিরুদ্ধে আমরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাই তা চিরকালের জন্য নির্ধারণ

চোর ছিনতাইবাজদের দৌরায়্যে অতিষ্ঠ কৈলাসহরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কৈলাসহর, ১২ এপ্রিল: কৈলাসহর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় দিনের পর দিন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বেডেই চলেছে। পলিশ নির্বিকার। খোদ শহর এলাকায় বাডিতে ঢকে বয়স্কা মহিলাদের গলা থেকে সোনার চেন ছিনতাই করে পালাচ্ছে ছিনতাইকারীরা। এর বিরুদ্ধে পুলিশের কোনো ভূমিকাই দেখছেন

কৈলাসহর পুর পরিষদের বনেদি এলাকা হিসেবে পরিচিত গোবিন্দপুর এলাকাটি। এই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা জগদীশ ঘোষ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি শিক্ষক। বয়সের কারণে তিনি বাডি থেকে বের হতে পারেন না। তার ছোট বোন ৬৫ বছর বয়সি মাধুরী ঘোষ ধলাই জেলার আমবাসা এলাকার বাসিন্দা। গত সাত দিন আগে ছোটো বোন এসেছিলেন বড় ভাইয়ের বাড়িতে। সোমবার তিনি ঘর থেকে বারান্দায় এলে এক অপরিচিত যুবক এসে তাকে জিজ্ঞেস করে বাড়ির ভাডাটিয়ারা কোথায় ? তিনি জানান, তারা বাজারে গেছেন। এই কথা বলার সাথে সাথেই অপরিচিত যুবকটি তার গলায় চেপে ধরে সোনার চেন টেনে নিয়ে যায়। মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারী। তার চিৎকার শুনে ঘরের অন্যরা বের হয়ে দেখেন তিনি মাটিতে পড়ে রয়েছেন। চেনটির দাম প্রায় এক লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন মাধুরী ঘোষ। তার বক্তব্য, খোদ কৈলাসহর পুর এলাকার গোবিন্দপুরে বাড়িঘরে ঢুকে যদি এমন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে তাহলে নিরাপদ আর কোন জায়গায় রইলো গলা থেকে চেন ছিনতাইয়ের ঘটনার পর আতঙ্কে রয়েছেন তিনি ঘটনার প্রায় ২৪ ঘণ্টা সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কৈলাসহর থানার পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

কৈলাসহরে সাম্প্রতিককালে একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচেছ এছাড়াও কৈলাসহরের শহর এলাকায় রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা কারো বাড়িতে বাজি ফাটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। রাতের অন্ধকারে কারো বাড়ীতে ঢুকে মোটর বাইক জ্বালিয়ে দিচ্ছে। পুলিশ কোনো ঘটনার সুরাহা করতে পারছে না।এতে জনমনে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার্থীদের দ্বাদশ মানের বোর্ডের অধ্যায় গুলি সম্পাদনা করা হয়েছে। হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই এই বাদ দেওয়া অংশগুলি নিয়মিত স্কুলে পড়ানো হবে না। কিন্তু পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা। বাধ্য হয়েই উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে . একাদশ শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট কোচিং সেন্টারগুলির শ্রেণির জীববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে উদ্ভিদবিজ্ঞান এই বিষয়গুলি বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার দিকে ছুটতে হচ্ছে। পাঠ্যসূচির এই স্পষ্টতার এবং প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে ১১টি অধ্যায়ে সম্পাদনা পাঠ্যসূচি থেকে বাদ দেওয়া হয় নি। তাই অভাবে অভিভাবকদের কয়েক লক্ষ টাকা খরচ 🛮 করা হয়েছে — উদ্ভিদ কিংডম, ফুলের উদ্ভিদের 🗷 অভিভাবকরা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বেসরকারি 🛮 বিদ্যালয় রয়েছে। তবে সি বি এস ই কোনও

আলো কম ? শিশুদের পড়তে দেওয়া যাবে না

জন্মের পর থেকে ছয় বছর বয়স চোখ দিয়ে দেখতে শেখে। প্রথমে রং চিনতে শেখে. এরপর বিভিন্ন আকৃতি। একসময় কোনটা কোন জিনিস, সেটা চিহ্নিত করতে শেখে। শিশুর জন্মের পর থেকে এই ছয় বছর বয়স পর্যন্ত দৃষ্টির বিষয়ে তাই মা-বাবা কিংবা অভিভাবকদের যত্নবান হতে হবে।

শিশুদের চোখের যত্নে নেওয়া প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো

শিশুকে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টেলিভিশন দেখতে দেওয়া যেতে পারে। এ সময় অবশ্যই টেলিভিশন থেকে ৬-৮ ফুট দুরে বসে দেখার জন্য উদ্বন্ধ করতে হবে। টিভির ব পর্দার খব কাছে চলে গেলে তাকে বুঝিয়ে আবার দূরে এনে বসিয়ে দিতে হবে। দেখতে সমস্যা হলে শিশুর চোখ পরীক্ষা করাতে হবে।

শিশুদের হাতে সারা দিন মোবাইল কিংবা ট্যাব দিয়ে রাখা যাবে না। পড়াশোনার প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে ট্যাব ব্যবহার করতে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটাও দীর্ঘ সময়ের জন্য নয়। দীর্ঘ সময় ধরে ট্যাব বা মোবাইল ব্যবহার

করার কারণে শিশুর দৃষ্টি কাছের জিনিসপত্র দেখা শেখে কিন্তু দুরের কিছু দেখা শেখে না।

শিশুর জন্মের পর মা-বাবা যদি খেয়াল করেন শিশুর কোনো চোখ ভিতরের দিকে বা বাইরের দিকে সাময়িক বা সর্বদা বাঁকা, সে ক্ষেত্রে দ্রুত চোখের ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। স্কলে দেওয়ার আগে প্রতিটি

শিশুর চোখ পরীক্ষা করাতে হবে। দূরে কিংবা কাছে দেখতে কোনো সমস্যা আছে কি না, শিশুর কালার ভিশন, চোখের অ্যালাইনমেন্টে কোনো সমস্যা আছে কি না, জানতে হবে। তাই চোখের সামগ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবেই তাকে স্কুলে পাঠাতে হবে।

স্কুলে পড়াকালে যদি শিশুর বোর্ড দেখতে সমস্যা হয়, বোর্ডের লেখা ঠিকমতো না তুলে কিংবা হঠাৎ করে ক্লাস পারফরম্যান্স খারাপ হতে থাকে, তবে ক্লাসের শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে শিশুর চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমা দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। প্রতি চাব-ছয় মাস পর পর চশমার

শিশুর চোখ লাল হলে, চোখ দিয়ে জল পড়লে, চুলকালে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। সবুজ শাক, হলুদ ফল, রঙিন

আলো কম আছে, এমন স্থানে শিশুদের পড়তে দেওয়া

পারে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চশমা বানিয়ে নিতে হবে। অনেকের একটা অস্বচ্ছ ধারণা আছে যে কিছুদিন চশমা পরার পর আর প্রয়োজন হবে না আদতে এমনটা নয়। নিয়মিত চশমা পরতে হবে এবং নিয়মিত চোখের পাওয়ার চেক করাতে হবে ডাক্তারের কাছে। পাওয়ার সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে ডাক্তার লিখে দেবেন। সে অনুযায়ী চশমার গ্লাস বদলে নিতে হবে পাওয়ার জিরো হয়ে গেলে বা চশমার প্রয়োজন আর না হলে সেটা চিকিৎসকই বলে দেবেন নিজে থেকে চশমা বন্ধ করে দিলে শিশুর দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা

করতে হবে, মাঝেমধ্যে ফ্রেম

পরিবর্তন করে দিতে হবে।

সব সময় পরিমিত উজ্জ্বল আলো

থাকতে হবে। নয়তো শিশু পড়তে

বসলে মাথাবথো, চোখবথো

কিংবা চোখ দিয়ে জল পড়ার

শিশুর চশমার ব্যবহার

প্রিষ্কার দেখার জন্য একজন

শিশুর চশমার প্রয়োজন হতেই

পারে। সেটা মাইনাস পাওয়ার

কিংবা প্লাস পাওয়াবের হতে

সমস্যায় ভূগতে পারে।

সমপর্কে পরামর্শ হলো

পাওয়ার পরীক্ষা করাতে হবে। সবজি নিয়মিত শিশুর কমে যেতে পারে। শিশু চশমা খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে। পরতে না চাইলে তাদের উদ্বুদ্ধ

५११ तम् ५१ (५५)

বকেয়া মামলা

আগা।। ১১ এপ্রিল : গোটা দেশে বকেয়া মামলার সংখ্যা ৪.৯২ কোটি। অপরদিকে বিচারপতিদের শুন্যপদের সংখ্যা ছয় হাজারেরও বেশি। জনিয়ব আইনমন্ত্রী কিবেন রিজিজু সম্প্রতি সংসদে এই তথ্য দেন। সবচেয়ে বেশি শূন্যপদ রয়েছে উত্তর প্রদেশে। এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিচারপতিদের ৫৮টি পদ শুন্য। তাছাড়া জেলা জজ ও তার নিচের স্তরের শূন্যপদের সংখ্যা ১২০০।

ইদুর খুন

বেরেলি।। ১২ এপ্রিল : একটি ইঁদুর ধরে ভারি ইটের সাথে বেঁধে নর্দমায় ডুবিয়ে মেরে ফেলেন ৩০ বছর বয়সি এক ব্যক্তি। গত নভেন্ধরের ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনোজ কুমার নামের ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করল পুলিশ। শুধু উত্তরপ্রদেশে নয়, সম্ভবত গোটা দেশে ইঁদুর মারায় চার্জশিট দায়ের করার প্রথম ঘটনা

বর্বরতা

আগ্রা।।১২ এপ্রিল : বর্বরতা কাকে বলে তা দেখাল উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলার দিভাইচি গ্রামের বাসিন্দারা। মুকেশ কুমার নামের ২৮ বছর যুবক একটি বাড়িতে যান। চোর ভেবে তাকে পিটিয়ে আধমরা করে গলায় দড়ি বেঁধে গাছে ঝলিয়ে দেওয়া হয়। এরপর লাকড়ি জড়ো করে তার পায়ের নিচে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনা গত ২৮ মার্চের। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সোমবার এই ইশু নিয়ে রাজ্য সরকারকে নোটিশ

দাগীকে স্বাগত

জলন্ধর।। ১২ এপ্রিল: ড্রাগস মামলায় ধৃত ও দোষী সাব্যস্ত অপরাধী পুরুষোত্তম সোন্ধি দিল্লিতে গিয়ে বি জে পি দলে যোগ দিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বি জে পি সভাপতি জে পি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী ও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানী তাকে স্বাগত জানান। শিরোমণি আকালি দল ছবিসহ এই খবর জানিয়েছে। ২৩ কেজি হেরোইন সহ ধরা পড়েছিল ওই ব্যক্তি।

খুনি বউমা

নয়াদিল্লি।। ১২ এপ্রিল রবিবার রাতে দিল্লির গোকুলপুরী এলাকায় খুন হন বৃদ্ধ দম্পতি রাধেশ্যাম বর্মা ও তাঁর স্ত্রী। দ'জনের বয়স ৭০ এর উপর। প্রাথমিক তদস্ত শেষে পুলিশ নিহত দম্পত্তির পুত্রবধূ মনিকাকে থেপ্তার করে। তার ফোনের সূত্র ধরে দুই ভাড়াটে খুনিকেও ধরা হয়। সম্পত্তির লোভে এমন খুন।

কৃষক সন্তান

কোলার।। ১২ এপ্রিল : কৃষকদের পুত্রকে বিয়ে করলেই হাতে হাতে নগদ মিলবে দুই লক্ষ টাকা। কর্ণাটক বিধানসভার ভোটের প্রাক্কালে এমন প্রতিশ্রুতি দিলেন সংযুক্ত জনতা দলের নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী। বলেন, নানা জায়গায় গিয়ে শুনেছি কৃষক পুত্রকে বিয়ে করতে চায় না আজকালকার মেয়েরা। তাই এমন প্রতিশ্রুতি।

এন এস এস শিবির

আগরতলা।। ১২ এপ্রিল: মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিট এবং রেড রিবন ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে ৩-৯ এপ্রিল সপ্তাহব্যাপী বিশেষ শিবির আয়োজিত হয়েছে। শিবিরের উদ্বোধন পর্বের অধ্যাপক সত্যদেও পোদ্দার। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ড সুমস্ত চক্রবতী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ও এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার ড. দেবদত্ত আদক।

সভাপতির ভাষণে উপাচার্য সত্যদেও পোদ্দার লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সামাজিক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ধন্যবাদস্চক বক্তবা রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক তথা আই ও এ সি'র কো-অর্ডিনেটর ড. কন ধব। সাতদিনব্যাপী শিবিবে প্রথমদিন বক্তব্য রাখেন ত্রিপরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসাব ড বাজেশ চক্রবর্তী। এদিন এন এস এস স্বেচ্ছাসেবীরা স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশগ্রহণ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় তথা কলেজটিলা অঞ্চল থেকে প্লাস্টিক জঞ্জাল পরিষ্কার করে। শিবিরের চতুর্থ দিন এইচ আই ভি/ এইডস ও ড্রাগের নেশার বিরুদ্ধে একটি সসজ্জিত র্য়ালি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। বিশেষ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ডা. সুমন্ত চক্রবর্তী।



হাথরস থেকে হাঁসখালি নাটকেও বাধা শাসকের!

১২ এপ্রিল: হাথরস থেকে হাঁসখালি দল বেঁধে ধর্ষণ ও তার প্রেক্ষাপট নিয়ে প্রতিবাদী নাটক মঞ্চস্থ করে তৃণমূলের রোষানলে পডলেন নাট্যকর্মী। তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন রানাঘাটের নাটাকর্মী নিরুপম ভট্টাচার্য।তাকে মারধরের পাশাপাশি বাড়িতে থাকা বৃদ্ধ বাবাকেও হুমকি দেওয়া হয়। নাটকের মহড়া দেওয়ার জন্য ঘরটিও ভেঙে দেওয়া হবে বলে, ওই নাট্যকর্মীকে শাসানোর অভিযোগ উঠেছে। রানাঘাট থানা প্রথমে কোনো অভিযোগ নিতে না চাওয়ায় মঙ্গলবার নাট্যকর্মী নিরুপম ভট্টাচার্য রানাঘাট পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানান।

নিরুপম জানান "কবি ভারাভারা রাও'র 'কসাই' নামক একটি কবিতা অবলম্বনে এই নাটকটি মঞ্চস্ত করা

এবং তার অনাচার ও নিপীড়নের কথা তলে ধরা হয়েছে। রূপকধর্মী এই নাটকে হাথরস থেকে বগটই হত্যাকাণ্ড ও হাঁসখালি ধর্মণের ঘটনাকে তলে ধরা হয়েছিল।" তিনি জানান. "ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ নাটকটি মঞ্চস্ত করার পর থেকেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা উত্যক্ত করতে থাকে। বলা হয়, এই নাটক আর করা যাবে না। তা চরম আকার নেয় গত সোমবার। হালিশহরে নাটক মঞ্চস্থ করে ফিরে আসার পর রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ আনুলিয়া পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য দেবাশিস কাহারের নেতৃত্বে শুভম দে ও তার মা শিখা দে এবং দেবরাজ মুখার্জি আমাকে ঘিরে ধরে মারধর করে। রাত দটো পর্যস্ত চলে অত্যাচার চিৎকার চেঁচামেচিতে বদ্ধ বাবা নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ঘর থেকে বেরিয়ে

নিরুপম জানান, দক্ষতীদের বজবা কোনোবকম থিযেটাবেব

কাজকর্ম এখানে করা যাবে না। সব বন্ধ করে দিতে হবে। নাটকের পরিবর্তে হনমান পজো করতে বলে দষ্কতীরা। রুটি-রুজির জন্য সকালে টিউশন পড়ানো আর কম্পিউটারের কাজ করা ছাড়া গোটা দিনটাই নাট্যচর্চা ও এলাকায় নাটকের একটি পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকেন। সে সব করা যাবে না। ওইদিন রানাঘাট থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে নেওয়া হয়নি। পরদিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে বসিয়ে রাখা হয় সাড়ে তিনটে অবধি। এরপর একটি জেনারেল ডায়েরি লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই কারণে তিনি এদিন রানাঘাট সপারের কাছে এসে অভিযোগ

'চোর', 'ভোঙ্গালি'তে চটেছে শাসক জোট মহারাষ্ট্রে হেনস্তার শিকার দুই র্যাপ শিল্পী

১২ এপ্রিল : 'চোর আলে পঞ্চাশ খোকে ঘুন কিতি বাগা, চোর আলে... একদম ওকে एँ...'। গান বেঁধেছেন মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের র্যাপার রাজ মুঙ্গাসে। কোনও রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক নেতার নাম নেননি। এক মিনিট তিরিশ সেকেন্ডের এই র্যাপ 'চোর' মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে মুখ মুখে ঘরতে থেকেছে সেই দ'কলি 'দেখো. চোরেরা ফিরে এসেছে...'। তেমনই বিপল জনপ্রিয়তা পেয়েছে উমেশ খাডের 'ভোঙ্গালি কেলি জনতা'ও। মুদ্দাইযের এই ব্যাপ শিল্পী তার দ মিন্টিন চয়াল সেকেন্ডেব এই ব্যাপেও কোনও রাজনৈতিক নেতা বা কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নাম করেননি। তবু রেহাই পাননি দু'জনের কেউ। বিজেপি-শিবসেনা (একনাথ শিণ্ডে নেতৃত্বাধীন) জোট সরকারের পুলিশ তাঁদের তুলে নিয়ে গিয়ে অশ্লীলতা, মানহানি, সমাজে শক্রতা তৈরির চেষ্টা, শাস্তি বিঘ্নিত করার কৌশল সহ একগুচ্ছ অভিযোগ চাপিয়ে দিয়েছে। ঠিক যেভাবে যোগী-রাজ্যে ভোজপুরী সংগীত শিল্পী নেহা সিং রাঠোরকে হেনস্তা করে



মঙ্গাসে বা খাডের র্য়াপে কেন গাত্রদাহ মহাবাঈ সবকাবেব গ 'ভীমরাজ প্রোডাকশন' ইউটিউব

চ্যানেলে গত ২৫ মার্চ মঙ্গাসে তার ব্যাপটি প্রকাশ কবেন। কোনও নাম না নিলেও মঙ্গাসে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে এবং তাঁব গোষ্ঠীব বিধায়কদেরই ইঙ্গিত করেছেন তা স্পষ্ট হয়ে যায় র্যাপের কথায়। মহাবিকাশ আঘাড়ি জোট সরকার থেকে বেরিয়ে গত বছর জুনে শিণ্ডে ও অন্যান্য বিধায়কদের বিরুদ্ধে গুজরাট, আসাম, গোয়ায় ঘাঁটি গেড়ে উদ্ধব থ্যাকারে কোটি টাকা ঘষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনাই উঠে এসেছে মঙ্গাসের মখে, 'দেখো, চোরেরা ফিরে এসেছে ৫০ কোটি নিয়ে, দেখো চোরেরাই ভালো আছে।

উরঙ্গাবাদ থেকে সম্প্রতি দলিত যমঙ্গাসেকে থানের আম্বেরনাথে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের বিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। যদিও আম্বেরনাথ পুলিশ তাঁকে আটকের বিষয় অস্বীকার করেছে। আম্বেরনাথেই শিণ্ডে শিবিরের একজন মুঙ্গাসের বিরুদ্ধে



রাজু মুঙ্গাসে

মঙ্গাসের ব্যাপ এতদিনে ১১ হাজার মান্য শুনে ফেলেছেন। তারও আগে ১১ মার্চ নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'শস্ত ব্যাপ'-এ খাড়ে তার ব্যাপটি দেন। তিন লক্ষ ৭৪ হাজাব সাবক্ষাইবার তার। এই র্যাপ শুনেছেন ৮০ হাজার।খাড়ে তার র্যাপে 'ফোকাস' করেছেন, দারিদ্রতাকে। গরিব, প্রান্তিক অংশের মানুষের কন্ট, অনাহারকে। রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের আখেড গোছাতে ব্যস্ত। গ্রামের কথ্য ভাষায় মারাঠি ভোঙ্গালি শব্দের বাংলা তর্জমা করলে বোঝায় নগ্ন বা উলঙ্গ। গরিবদের প্রতি রাষ্ট্রের উপেক্ষাই তার র্যাপের মূল

ভাবনা হয়ে ওঠে। শুধু সরকার নয়, বিরোধীদেরও একহাত নিয়েছেন খাড়ে। গেয়েছেন, 'শাসক---বিরোধীরা একজোট হয়ে সুন্দর সময় নাটাচ্ছে।

খাড়েকে ৬ এপ্রিল জিজ্ঞাসাবাদ করতে ওয়াদালা থানায় ডেকে পাঠানো হয়। সেখানেই মা-বাবা সহ আটক করা হয় তাকে। অযথা পুলিশ হেনজা কবছে বলে অভিযোগ তোলেন এনসিপি বিধায়ক জীতেন্দ্ৰ অওহাদ। তিনি বলেন, "বাক স্বাধীনতার কিছই আব অবশিষ্ট নেই। গণতন্ত্ৰকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে খাড়ে দারিদ্রতার কথা বলেছেন। কাবোর নাম করেননি। তা-ও তাঁকে এবং তাঁব মা-বাবাকেও আটক কবা

অমবাবতীব বাসিন্দা এক ব্যাপাব বিপিন তাদাদ পুলিশের এমন আচরণে কার্যত ভয় পেয়ে গিয়েছেন। বলছেন, ''অধিকাংশ শিল্পীরা ছোট ছোট বস্তিতে থাকেন। মারাত্মক দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে বড় হন। সেখান থেকেই গানের কথা খুঁজে পান। ব্যাপ কখনোই অশ্লীল নয়। বরং অনাহারে মৃত্যু, জাতপাতের নামে অত্যাচার, বেকারত্ব, দারিদ্রতা এগুলো অশ্লীলতা, এগুলোই অশোভন।"

ব্রিটেনে বঞ্চনার প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘট

হাইকোর্ট

সিলিকোসিস ঠেকাতে কী

করেছে রাজ্য ?

বিশেষ প্রতিনিধি।। কলকাতা, ১২ এপ্রিল: সিলিকোসিস রোগ প্রতিরোধে

কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মঙ্গলবার জানতে

চাইল হাইকোর্ট[।] সিলিকোসিস রোগীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত মামলায় ১১

এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন

বেঞ্চ রাজ্য সিলিকোসিস রোগীদের জন্য সরকার কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে তার

রিপোর্ট চেয়েছে। ২০১৮ সালে সিলিকোসিস রোগীদের জন্য পৃথক পরিকল্পনা

তৈরির কথা বলা হলেও বাস্তবে এখনও তা কার্যকরী হয়নি। ২০২১ সালে

একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে কিন্তু তার বাস্তব প্রতিফলন কোথাও দেখা

সিলিকোসিস রোগীদের জন্য হরিয়ানা মডেল চালু করতে হবে। এ রাজ্যে

৬০০ মানুষের এক্সরে হয়েছে। কিন্তু তারপর তারা আর কিছু জানতে

পাবেননি। মামলার আবেদনে বলা হয়েছে, সিলিকোসিস বোগীদের পুনর্বাসন

তাদের পেনশন চালু করতে হবে। সিলিকোসিস আক্রান্ত পরিবারগুলির শিশুদের

পড়াশোনার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। এছাড়া এই মামলার আবেদনে

বলা হয়েছে রাজ্যে যে সমস্ত বেআইনি পাথর খাদান আছে তা বন্ধ করতে

হবে। সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এবং পাথর খাদানে কর্মরত শ্রমিকদের সরক্ষা এবং

তাদের ক্ষেত্রে অগ্রিম প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা নিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে

এগিয়ে আসতে হবে।

এদিন মামলাকারীদের পক্ষের আইনজীবী সামিম আহমেদ আদালতে বলেন,

লন্ডন।। ১২ এপ্রিল: বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটে ব্রিটেনের জুনিয়র ডাক্তাররা। মঙ্গলবার থেকে লাগাতার চার দিনের এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে। ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন কয়েক হাজার জুনিয়র ডাক্তার। দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবায় বজায় রাখতে যাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটেনের ইতিহাসে এর আগে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এমন বেহাল দশা হয়নি। আগামী শনিবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘট উঠবে। ব্রিটেনে ন্যাশনাল হেল সার্ভিস (এনএইচএস)'র নথিভুক্ত চিকিৎসকদের প্রায় অর্ধেকই জুনিয়র ডাক্তার। স্বাস্থ্য পরিষেবার মেরুদণ্ড বলেই জুনিয়র ডাক্তারদের

এদিন এনএইচএস'র মুখপাত্র জানান, জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে দেশজুড়ে ৩ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশি অস্ত্রোপচার ও রোগী দেখা বাতিল করা হয়েছে। জরুরি, জটিল এবং প্রসৃতি বিভাগ চালু রেখেছেন সাধারণ চিকিৎসকরা। এনএইচএস ইংল্যান্ড মেডিক্যাল ডিরেক্টর স্টিফেন পোয়িস বলেন, জনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘট এবারের শীতে সব থেকে প্রভাব ফেলেছে।

বহু বছরের বঞ্চনার কথা স্মরণ করিয়ে ডাক্তারদের টেড ইউনিয়ন দ্য ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ৩৫ শতাংশ বেতন বদ্ধির দাবি করেছে।ইউনিয়নের দাবি নতন পাশ করা ডাক্তাররা ঘণ্টায় মাত্র ১৪.০৯ পাউন্ড বা ১৭ ডালার বেতন পান। বাস্তবে যখন দেশে প্রতি ঘণ্টায় ন্যনতম বেতন ১০ পাউন্ডের সামান্য বেশি। অবশ্য এক বছর কাজ করার পরে চিকিৎসকদের বেতন অনেকটাই বেডে যায়।

ইউনিয়নের জনিয়র ডাক্তার কমিটির কো-চেয়ারপার্সন ডাঃ বিবেক ত্রিবেদী বলেন, ধর্মঘট তুলে নেওয়া হতে পারে যদি স্বাস্থ্যসচিব স্টিভ বার্কলে বেতন

বৰ্ষায় স্বাভাবিক বৃষ্টিই হবে এবার, পূর্বাভাস সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল: 'এল নিনো'র প্রকোপ পড়লেও এ বছর বর্ষায় বৃষ্টি হবে স্বাভাবিকই। আবহাওয়া দপ্তর মঙ্গলবার 'স্কাইমেট'-এর রিপোর্টের ঠিক বিপরীত পূর্বাভাসই দিয়েছে। খরা নিয়েও কিছু

'স্কাইমেট' সোমবার পূর্বাভাস দেয়, এ বছর দেশে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম বৃষ্টি হবে। যার জেরে কৃষিকাজে গুরুতর প্রভাব পড়তে চলেছে। হতে পারে খরাও। তার পরের দিনই কেন্দ্রের ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব এম রবিচন্দ্রন বললেন, "জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসমী বায়র প্রভাবে স্বাভাবিক বঙ্গিপাতই হবে। লং পিরিয়ড অ্যাভারেজে ৯৬ শতাংশ বষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যা স্থাভাবিক বলেই ধবা হয়।" আইএমডি'ব ডিবেক্টর জেনাবেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্রের বক্তব্য, "এবারের বর্ষায় স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিকের থেকে বেশি বস্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৬৭ শতাংশ। উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম-মধ্য এবং উত্তর-পূর্বের কিছু অংশে স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টি হলেও হতে পারে। আর পূর্ব-মধ্য, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমের কয়েকটি প্রান্তে স্বাভাবিক বৃষ্টির সম্ভাবনাই রয়েছে। সব এল নিনো বছরেই যে বঙ্টি কম হয়. তা নয় উদাহরণ দিয়ে মহাপাত্র বলেন. "১৯৫১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৫ বার এল নিনো বছর ফিরে ফিরে এসেছে। তার মধ্যে ছ'বার বৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিকের তলনায় বেশি।" এদিন অবশ্য 'স্কাইমেট' আর কোনও রিপোর্ট দেয়নি। ফলে বর্ষায় বৃষ্টি হবে না কি হবে না ? হলে কতটা হবে, এ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেল। বর্ষার আগে আবহাওয়া দপ্তর ফের পূর্বাভাস

আবহাওয়া বিষয়ক ওই বেসরকারি সংস্থা এ বছর বৃষ্টিপাতের ঘাটতির ২০ শতাংশ সম্ভাবনার কথা জানায়। আর আইএমডি'র হিসাবে তা ১৬ শতাংশ। তবে 'এল নিনো'র প্রভাব যে বর্ষা-মরশুমের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ বয়েছে।" সমস্ত এল নিনো-বছরই যে

দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিষয়ে এক মত হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরও।জুলাই মাসে 'এল নিনো' শুরু হতে চলেছে। তার প্রভাব দেখা দেবে

'লা নিনা'র জেরে শেষ তিন বছর প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্ষাকালে ২০১৯ সালে ৯৭১.৮ মিলিমিটার, ২০২০'তে ৯৬১.৪ মিলিমিটার, ২০২১-এ ৮৭৪.৫ মিলিমিটার, ২০২২-এ ৯২৪.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। তারও আগে ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৭৫০ মিলিমিটার থেকে ৮৫০ মিলিমিটারের মধ্যে। 'স্কাইমেট' রিপোর্টে জানায়, ''দেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৭০ শতাংশই হয় জন থোকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চার মাসে। এই পর্বে সাধারণত ৮৬৮.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়, যা স্বাভাবিক। কিন্তু এই বছর মাত্র ৮১৬.৫ মিলিমিটার বঙ্গির সম্ভাবনা

বর্ষার উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে না, তা-ও উল্লেখ করা হয় ওই রিপোর্টে।

প্রসঙ্গত, অসময়ের বৃষ্টি এবং শিলাবষ্টির জেরে এ বছর মার্চ মাসে রবি শস্য নস্ত হয়ে গিয়েছে হাজার-হাজার কষক মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। গত বছর প্রচণ্ড দাবদাহে গম উৎপাদন ধাক্কা খায়। গমের রপ্তানি বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় সরকার। এ বছর গম উৎপাদনে কোনও সমস্যা হবে না বলেই আশ্বাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত কৃষিকাজের জন খবই গুরুত্বপর্ণ। একইসঙ্গে দেশজডে পানীয় জলের সরবরাহ সুনিশ্চিত করতেও স্বাভাবিক বৃষ্টি প্রয়োজন।এই সময়ে জলাধারগুলি ভরে উঠে।

এদিকে, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়েই প্রখর দাবদাহে পুড়ছে দেশের অধিকাংশ জায়গা। আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে আগেই আবহাওয়া দপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছে। এখনই বৃষ্টির সম্ভাবনাও নেই।

তৃণমূলের সাংসদ পদ ছাড়লেন ফেলেইরো পানাজি।। ১২ এপ্রিল :

রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের লুইজিনহো ফেলেইরো। মঙ্গলবার ইস্তফা দিয়েই ফেলেইরো জানিয়ে দিলেন যে, আর কয়েকদিনের মধ্যে তিনি তণমল কংগ্রেসও ছেডে দেবেন। সমস্ত দায়দায়িত্ব ছেডে দিয়ে এখন থেকে গোয়ার স্বার্থে একজন পদাতিক সেনা হিসাবে কাটিয়ে দিতে চান ৭১ বছর বয়সি এই বাজনীতিক। लक्कांशीय विशय **ट**ाला সোমবার তণমল কংগ্রেস জাতীয় দলের মর্যাদা হারানোর পবেবদিনই ফেলেইবো ওই দলেব সাংসদ পদ ছেড়ে দিলেন।

এদিন ফেলেইরো তার ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখরের কাছে। তার ইস্তফা সম্পর্কে তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যসভার দদস্যপদ ছাড়ার কথা তাকে অনেকদিন আগেই জানিয়েছিলেন দলের নেত্রী। কিন্তু এরজনা কয়েকদিন সময় চেয়েছিলেন তিনি একথা জানিয়ে সাংসদ শাস্তনু সেন এও দাবি করেন, দলও তাকে সরে যেতে বলেছিল। এটা ভালো লাগছে যে তিনি দলের নির্দেশ পালন করেছেন। ফেলেইরোর জায়গায় দল নতন সদস্য পাঠাবে রাজ্যসভায় বলে জানিয়েছেন সেন। তবে কেন তাকে সরে যেতে বলা হয়েছিল জানতে চাওয়া হলে 'দলেব অভ্যন্তবীণ বিষয়' বলে এডিয়ে যান শাস্তন সেন।

সংখ্যালঘু চিহ্নিতকরণে ৬ সপ্তাহ সময় মিললো

নয়াদিল্লি।। ১২ এপ্রিল: সংখ্যালঘু চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিমত দিতে দুই রাজ্য এবং এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আরও ৬ সপ্তাহ সময় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এবিষয়ে কেন্দ্রের বক্তব্য, এবারই শেষ সুযোগ, আর সময় দেওয়া যাবে না।

রাজ্যভিত্তিক সংখ্যালঘু চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে মতামত এখনও দেয়নি রাজ্য হিসাবে রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানা। আংশিক সাড়া দিয়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীর। সোমবার বিচারপতি এস কে কাউল এবং এ আমানল্লাকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চকে একথা জানান অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল কে এম নটরাজ। তিনিই জানান যে, একটা শেষ সুযোগ দিতে। তরফে ৬ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বেঞ্চের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়েছে যে. এই নির্দেশের কপি রাজাগুলিকে অবিলম্বে জানিয়ে দিতে হবে। এটাও বলে দিতে হবে যে এটাই শেষ সুযোগ। আর সময় দেওয়া হবে না। এবিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে জুলাইয়ে।

বিজেপি ঘনিস্ট আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়সহ আরও কয়েকটি পিটিশনের ভিত্তিতে শুনানি শুরু করে সপ্রিম কোর্ট। সেই পিটিশনে দেশে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভিত্তিক সংখ্যালঘ চিহ্নিতকরণের কথা বলা হয়। গত ১৭ জানুয়ারির শুনানির সময় বেঞ্চ রাজস্থান, তেলেঙ্গানাসহ ৬টি রাজ্য সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছিল।

অভিযোগ কংগ্রেসের

লক্ষ্য বিরোধীদের ওপর নজরদারি কগনাইট স্পাইওয়্যার কিনছে কেন্দ্র

नशामिल्लि।। ১২ এপ্রিল : বিরোধীদের উপর নজরদারি চালাতে এবাব 'কগনাইট' নামের নতুন 'স্পাইওয়্যার সিস্টেম' কিনছে মোদি সরকার। এজন্য খরচ হবে ৯৮৬ কোটি টাকা। সোমবার, এই অভিযোগ করেছে বিরোধী দল কংগ্রেস।

পেগাসাস নিয়ে এখনও বিতর্ক থামেনি। এরই মাঝে নতুন গুপ্তচর প্রযুক্তি 'স্পাইওয়্যার সিস্টেম' কিনতে চলেছে মোদি সরকার। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা বলেন, 'যেহেতু পেগাসাস কখ্যাত হয়ে উঠেছে. তাই 'ন্যূনতম শাসন-সর্বোচ্চ নজরদারি' চালাতে নতুন স্পাইওয়্যারের খোঁজ চালিয়ে গেছে সরকার।'

অভিযোগের সুরে এদিন খেরা বলেন, 'শুধু বিরোধীদের ঘৃণা করা নয়, নিজেদের মন্ত্রীদের উপর গুপ্তচরবৃত্তির

মোদি, শাহের নাম না নিয়ে তিনি আরও বলেন, 'এই দেশের 'দই গুপ্তচর' কাউকেই বিশ্বাস করেন না; এমনকি আইন ও মিডিয়াকেও নয়। সে কারণে তারা 'গুপ্তচর' সফ্টওয়্যার এবং ইজরায়েলি প্রযুক্তি কেনার জন্য করদাতাদের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন। তারা এটা করছে, কারণ সম্রাট আশঙ্কা করছেন যে তাঁর মিথ্যার ফাঁপা প্রাসাদ আমাদের সত্যের

কাছে ভেঙে পড়তে পারে।'

কংগ্রেসের মুখপাত্র জানান, 'কগনাইট স্পাইওয়্যার সম্পরে অনেকেই খব একটা অবগত নন। তবে. এটি পেগাসাসের মতো কাজ করে। এ নিয়ে মিডিয়াতেও কম আলোচনা হয়েছে। তবে, এক মার্কিন আইন সংস্থা জানিয়েছে যে, অনৈতিক পদ্ধতিতে বিরোধী দল, বেসরকারি সংস্থা, সাংবাদিক, নাগরিক অধিকারকর্মী, টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।'

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তলে বলেন. 'আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়াারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়াস্ত কবা হয়েছে १

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজরায়েলী সংস্থা এনএসও'র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড়ি পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

মতের টিপসই

ন্য়াদিল্লি।। ১২ এপ্রিল : এক মৃত মহিলার টিপসই নিচ্ছে তার নাতি। ওই টিপসই করা স্টাম্পে জালিয়াতি করে উইল তৈরিও করে ফেলা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল এই ছবি। ২০২১ সালের ৮ মে মারা যান আগ্রার কমলা দেবী।

সংঘर्य, वन् (४ त ছত্রিশগডের গ্রামে মিলল বাবা-ছেলের দেহ

বেমেতরা।। ১২ এপ্রিল ছক্তিশগডের বেমেতরা জেলার গোষ্ঠী সংঘর্ষ জর্জরিত বিরানপুর গ্রামের কাছে মঙ্গলবার সকালে দৃটি দেহ মিলল। জেলার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, বিরানপুর থেকে মাত্র ৫কিলোমিটার দুরের কোরওবা গ্রাম থেকে বছর পঞ্চান্নর এক ব্যক্তি ও তার ছেলের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতদের শনাক্ত করা হয়েছে।এরা হলেন রহিম মহম্মদ ও তার ছেলে ইদুক মহম্মদ (৩২)। দু'জনেই বিরানপুরের বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ, দু'জনেরই মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।তবে

ম্যনাতদন্ত না হওয়া পর্যন্ত মতব আসল কারণ জানা যাবে না। পলিশ সুপারের কথায়, 'এখনও স্পষ্ট নয়. এদের খন করা হয়েছে নাকি নিজেদের মধ্যে মারামারিতে মৃত্যু হয়েছে।

গত শনিবার দুপুরে দুই স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে বচসা এবং মারামারি থেকে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল বেমেতরায়। শহরের কয়েকটি এলাকায় গোষ্ঠীহিংসার ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে মৃত্যু হয় ভুনেশ্বর শাহু নামে এক যুবকের। হাঙ্গামা থামাতে গিয়ে জখম হন তিন পুলিশকর্মী।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন

খাওয়ার সমস্ত রাস্তায় ব্যারিকেড বসানো হয়। আইন-শঙালা বজায় রাখতে গ্রাম ও তার চারপাশে প্রায় হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল।এর পাশাপাশি নিহত শাহুর পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় সরকারের তরফে। একই সঙ্গে বেমেতরা গণ্ডগোলের ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে।গ্রামে

বিরানপুরের ঘটনার প্রতিবাদে এরপরও দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলি ডাক দিয়েছিল। তাতে বহু দোকান পাট জায় গাতে ই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল সংগঠন। বনধ চলাকালীন নতন করে গোষ্ঠীহিংসার ঘটনা ঘটে বীরাণপুরে। তারপরই মঙ্গলবার সকালে গোষ্ঠীহিংসার ঘটনার দ'দিনের মাথায় ছত্তিশগডের বেমেতরা জেলা থেকে উদ্ধার করা হলো দু'টি ক্ষতবিক্ষত দেহ। জেলা সদর বেমেতরা থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব প্রায় ৬০ কিলোমিটার। এই ঘটনার জেরে এখনও বেমেতরায় ১৪৪ ধারা বহাল রয়েছে।

খেলার খবর

ইনপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে পৃথীর খেলা উচিত নয় : শাস্ত্রী

নজর কাটতে পারেননি কোন তরুণ ক্রিকেটার: গাভাস্কার

বড় প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী। আসলে, গত বছর ঘরোয়া ক্রিকেটে দর্দান্ত পারফর্ম করা পথী শাহ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দলে জায়গা পেয়েছিলেন। কিন্তু একাদশে জায়গা পাননি তিনি। দীর্ঘ দিন ধরে ভারতীয় দলের বাইরে রয়েছেন তিনি। এমন অবস্থাতে নানা বিতর্কের পাশাপাশি এবার নিজের ফর্ম খুঁজে পাচ্ছেন না দিল্লি ক্যাপিটলসের এই ওপেনার। এবার সেই পৃথী শাহকেই সতর্ক করলেন ভারতের প্রাক্তন কোচ

রবি শাস্ত্রী। আসলে ঘরোয়া ক্রিকেটে পৃথী শাহ ভালো পারফরমেন্স করেছিলেন তার পরে এটা আশা করা হয়েছিল যে পথী এবারের আইপিএলেও ভালো পারফর্ম করবেন, কিন্তু এখন পর্যস্ত তা করতে পারেননি দিল্লির ক্যাপিটলসের ওপেনার। এমন অবস্থাতে এবারে পথী কে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে দিল্লি ক্যাপিটালস, এটাই মানতে পারছেন না রবি শাস্ত্রী। তিনি এবারে পৃথ্বী কে সতর্ক করেছেন। শাস্ত্রীর মতে পৃথ্বী যদি এই রকম ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে দলে আসেন, সেটা তার কেরিয়ারের জন্য ভালো হবে না। পৃথী কে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে ব্যবহার করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শাস্ত্রী।

প্রকৃতপক্ষে, রবি শাস্ত্রী বিশ্বাস করেন যে পৃথী শুধুমাত্র একজন



তার জন্য ভালো লক্ষণ রবি শাস্ত্রী বলেন 'পৃথ্বী শাহকে বলা উচিত নয় যে তিনি একজন ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড় হয়ে খুশি, কারণ এটি তার জন্য ভালো লক্ষণ নয় এবং এটি তাকে কোনওভাবেই তার কেরিয়ারে সাহায্য করবে না।' নিজের বক্তব্য অব্যাহত রেখে রবি শাস্ত্রী আরও বলেন যে, 'আমি বিশ্বাস করি তিনি এখনও তরুণ।আপনার সবকিছুর অংশ হওয়া উচিত, আপনার কেবল ব্যাট নয়, ফিল্ডার হিসাবে ক্যাচ নেওয়ার মাধ্যমেও অবদান রাখা উচিত। শুধ ব্যাট করে ডেসিংরুমে যাবেন না। এই অল্প বয়সে এটা তার জন্য ভালো নয়। মুদ্ধাই ইন্দিয়ান্তের বিবল্দে দিল্লি ক্যাপিটালসের খেলা ম্যাচে পৃথী কাছ থেকে উচ্চ প্রত্যাশা করেছিল দলসহ ক্রিকেট সমর্থকরা। কিন্তু আবারও পৃথী তার দলের ও নিজের প্রত্যাশা পরণ করতে পারেননি। শুরুটা ভালো করলেও আবারও নিজের ইনিংসকে বড় ইনিংসে রূপাস্তর করতে ব্যর্থ হন তিনি। ১০ বলে ১৫ রান করে আউট

এদিকে এক সপ্তাহের বেশি হয়ে



গিয়েছে এই বছরের আইপিএল শুরু হয়েছে। এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ম্যাচে খুব টানটান উত্তেজনা দেখা গিয়েছে। রিক্ষু সিং, মায়াঙ্ক মারকান্ডে এবং আয়ুশ বাদোনির মতো ভারতীয় ক্রিকেটার যারা জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পাননি। কিন্তু আইপিএলে তাদের থেকে অসাধারণ কিছু পারফরম্যান্স দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তবে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার মনে করেন, এখনও পর্যন্ত আইপিএলে যতগুলি ম্যাচ হয়েছে, তাতে সেই ভাবে

ক্রিকেটার উঠে আসেনি। সনীল গাভাস্কার বলেন, এই বছবের আইপিএলে তার উদ্দেশ্য পরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আগের বছরগুলির মতো এই বছরে উঠতি তরুণ ক্রিকেটাবদের সেই ভাবে দেখা যাচ্ছে না। তরুণরা সযোগকে কাজে লাগাতে বার্থ হয়েছে। গাভাসকর মনে করছেন সব বিভাগেই কোনও তরুণ প্লেয়ার সেইভাবে কিছ করতে পারেনি তিনি মনে করেন না অদর ভবিষ্যতে এই অবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে বলে।

তিনি বলেন, যদি কোনও লুকানো রত্নকে খুঁজে পাওয়া যায় সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জোরে বোলিং, ওপেনিং, ব্যাটিংয়ে কিংবা স্পিন বোলিং বিভাগে কোনও বিশেষ প্রতিভা দেখা যাচেছ না। বোলিং বিভাগে প্রতিভার অভাব রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট বোলারদের জন্য খুবই কঠিন। একজন ভালো ব্যাটারকে আউট করতে অনেক কিছু পরিকল্পনা এবং চিস্তাভাবনার প্রয়োজন হয় স্পিনাররা যে গতিতে বল করে তা খব কমই পরিবর্তন করা যায়। মাঝে মাঝে তারা এমন করে বসে যে তাদের মনে হয় তারা যেন মিডিয়াম পেসার। আর ব্যাটাররা ঠিক এটাই খোঁজে।"

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারের অনেক কাছে হলান্ডরা

বায়াৰ্নকে দাঁড়াতেই দিলো না সিটি

একের পর এক আক্রমণ সামলাতে গিয়ে রক্ষণে অসংখ্য ভুল করল বায়ার্ন মিউনিখ। সেই সুযোগ কাজেও লাগাল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের লড়াইয়ে অধিকাংশ সময় চাপ ধরে রেখে বড় জয় তুলে নিল পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

ইতিহাদ স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে কোয়ার্টার-ফাইন্যালের প্রথম লেগে ৩-০ গোলে জিতেছে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপাধারীরা। রদ্রির গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বের্নার্দো সিলভা। পরে আর্লিং হলান্ডের লক্ষ্যভেদে সেমি-ফাইন্যালে উঠার সম্ভাবনা জোরাল হয় সিটির।

বল দখলে কিছটা এগিয়ে থাকা জার্মান দলটি দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জোর চেষ্টা চালায় ঘরে দাঁডাতে। বেশ কিছ ভালো সযোগও তৈরি করে তারা। কিন্তু পারেনি কাজে লাগাতে। দ্বিতীয় গোল খাওয়ার পর আর সেভাবে পেরে উঠেনি তারা।

আক্রমণাত্মক ফুটবলে শুরু থেকে চাপ বাড়ায় সিটি। প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের ভুলে চতুর্দশ মিনিটে এগিয়েও যেতে পারতো তারা। সতীর্থের ব্যাকপাস পেয়ে ক্লিয়ার করতে একটু দেরি করেন ইয়ান সমের, তার দিকে ছুটে যান আর্লিং হলান্ড, শেষ মুহুর্তে কোনোমতে দলকে বিপদমুক্ত

২৭তম মিনিটে রদ্রির দুর্দাস্ত গোলে এগিয়ে যায় সিটি। বের্নার্দো সিলভার পাস পেয়ে প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ের উঁচু জোরাল শটে বল জালে জড়ান স্প্যানিশ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এটা তার

ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্লাবটি ছেড়ে যেতে বাধ্য

হন মেসি। দুই বছরের চুক্তিতে যোগ

দেন পিএসজিতে, যার মেয়াদ শেষ হবে

চুক্তি নবায়ন করেননি। এতে তার

ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা ক্রমেই

বাডছে। বিভিন্ন সময়ে সংবাদমাধ্যমে

আসছে ৩৫ বছর বয়সি এই

ফরোয়ার্ডের বার্সেলোনায় ফেরার

সম্প্রতি বার্সেলোনার সহ-সভাপতি

পিএসজির সঙ্গে মেসি এখনও

চলতি মরশুমের পর।



ছয় মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারতো। সতীর্থের গায়ে লেগে আসা বল কোনোমতে পাঞ্চ করেন সমের, কিন্তু বল চলে যায় বক্সে ইলকাই গিনদোয়ানের পায়ে। জোরাল শট নেন সিটির এই মিডফিল্ডার, মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় কোনোমতে পা দিয়ে আটকান সইস গোলরক্ষক।

বিরতির পর প্রথম মিনিটেই আক্রমণ শানায় বায়ার্ন। লেরয় সানের জোরাল শট ঠেকিয়ে জাল অক্ষত রাখেন এদেরসন। তিন মিনিট পর আবেকটি দাকণ একটি সযোগ পায বাযার্ন এবার বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক

পরের মিনিটে নিজেদের ভুলে ফের গোল খেতে বসেছিল বায়ার্ন। গোলমুখে সতীর্থের দুর্বল ব্যাকপাস ক্রিয়ার করতে গিয়ে ঠিকমতো শট নিতে পারেননি সমের, বল চলে যায় বক্সেই

আগামী মরশুমে মেসির সাথে খেলতে

মুখিয়ে আছেন লেভানদোভক্সি

হলান্ডের পায়ে। তবে তার শট ঠেকিয়ে দেন জার্মান মিডফিল্ডার জসয়া কিমিখ।

৫৭তম মিনিটে সমেরের দৃঢতায়

ফের দ্বিতীয় গোল হজম করা থেকে বেঁচে যায় বায়ার্ন। ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে রুবেন দিয়াসের শটে এক হাত দিয়ে বল ক্রসবারের উপর দিয়ে বাইরে পাঠান তিনি। রক্ষণের ভলেই ৭০তম মিনিটে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে বায়ার্ন। বক্সের বাইরে জ্যাক গ্রিলিশের চ্যালেঞ্জের মুখে বল হাবান ডিফেন্ডাব দায়দ উপেয়েকানো। বল ধরে ভেতরে ঢুকে ডান দিকে ক্রস বাডান হলান্ড আর ফাঁকায় পেয়ে নিখুঁত হেডে সমেরকে পরাস্ত করেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার সিলভা।

অবিশ্বাস্য ফর্মে ছুটে চলা হলান্ড স্কোরলাইনে নাম লেখান ৭৬তম মিনিটে। ডান দিক থেকে সতীর্থের বাড়ানো ক্রস বক্সে পেয়ে জন স্টোনস

হেডে খুঁজে নেন হলান্ডকে। ছয় গজ বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে অনায়াসে জালে পাঠান বরুশিয়া ডর্টমুক্ত থেকে গত গ্রীম্মের দলবদলে সিটিতে যোগ দেওয়া এই তরুণ। সিটির জার্সিতে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে নরওয়ের এই ফরোয়ার্ডের মোট গোল হলো ৪৫টি। প্রিমিয়ার লিগ যুগে প্রতিযোগিতাটির কোনো খেলোয়াডের যা সর্বোচ্চ।

বাকি সময়ে আরও দুটি ভালো সুযোগ তৈরি করে সিটি। তবে হুলিয়ান আলভারেসের শট লক্ষ্যন্রস্ট হওয়ার কয়েক মিনিট পৰ বদ্ৰিব হেড ঠেকিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি সমের।

বায়ার্নের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় আগামী বুধবার ফিরতি লেগে ফের মুখোমুখি হবে দল দুটি। আগ্রাসী সিটির বিপক্ষে তিন গোলের ব্যবধান ঘুচিয়ে পরের ধাপে যেতে অবিশ্বাস্য কিছুই করে দেখাতে হবে ৬ বারের ইউরোপ

সমীরণ স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেট

জয় পেল ইউ বি এস টি, ব্লাডমাউথ

নিজম্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১২ এপ্রিল: সমীরণ স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেটে জয় পেল ইউ বি এস টি এবং ব্লাডমাউথ ক্লাব। আসরে ইউ বি এস টি চার ম্যাচ খেলে ১টি'তে জয় পায়। সমসংখ্যক ম্যাচে ব্লাডমাউথ তিনটিতে জয় পায়। এদিন প্রতিযোগিতার দুটি ম্যাচ হয়। তাতে ইউ বি এস টি ১১ রানে হারিয়ে দেয় সংহতি ক্লাবকে। অন্যদিকে ব্লাডমাউথ ২৬ রানে হারিয়ে দেয় মৌচাক ক্লাবকে।

বুধবার পিটিজি'তে দিনের প্রথম ম্যাচে টস হেরে প্রথমে ব্যাট পায় ইউ বি এস টি। নির্ধারিত ২০ ওভার ব্যাট করে ৯ উইকেটের বিনিময়ে ১৫৪ রান তুলে। ব্যাট হাতে কৃষ্ণকমল আচার্য ৪৭ বল খেলে ৬টি চার ও ৩টি ছয়ের সাহায্যে ৬২ রানের দায়িত্বপর্ণ ইনিংস খেলেন। কফকমলকে উইকেটে যোগ্য সহযোগিতা করেন সৌরভ যাদব ৮ বলে ১৭ রান. ধ্রুতম নন্দী ২৬ বলে ১৬ রান এবং মনোজিৎ দাস ৯ বলে ১৬ রান করেন। অতিরিক্ত পায় ১৮ রান। সংহতির রাজেশ সাহা ৩টি, অভিজিৎ দে ও শাহরুখ হুসেন ২টি করে উইকেট পান।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে সংহতি ২০ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে১৪৩ রান তুলতে সক্ষম হয়। বি এস টি'র অলরাউন্ডার কৃষ্ণকমল আচার্য ও মনোজিৎ দাসের বোলিংয়ের সামনে সংহতির ব্যাটাররা বেশি সুবিধা করতে পারেননি। সপ্তজিৎ দাস ৩২ বলে ৩৮ রান, অমিত আলি ২৭ বলে ৩২ রান, অভিজিৎ দে ১৫ বলে ১৩ রান ও রাজেশ সাহা ৯ বলে ১১ রান ছাড়া অন্যরা দুই অঙ্কের রান করতে পারেননি। বি এস টি'র কৃষ্ণকমল আচার্য ২টি ও মনোজিৎ দাস ৩টি উইকেট পান। ১১ রানে জয়

একই মাঠে দিনের অপর ম্যাচে মৌচাককে ২৬ রানে হারিয়ে জয় অব্যাহত রাখে ব্লাডমাউথ ক্লাব। সৌরভ সাহানির দুরস্ত ঘূর্ণিতে মৌচাকের ব্যাটাররা উইকেটে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেননি। টস জিতে ব্লাডমাউথ প্রথমে ব্যাট নিয়ে ১৯.২ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ১১৪ রান তলে। ব্যাট হাতে বাগ্গা দাস ২৮ বলে ৩১ রান, স্বপন দাস ২১ বলে ২৪ রান, সৌরভ সাহানি ১০ বলে ১৭ রান ও অরবিন্দ বর্মা ১৪ বলে ১২ রান করেন। মৌচাকের করণ দে ৩টি. শ্যামল বিশ্বাস ও সৌরদীপ দেববর্মা ২টি করে উইকেট পান।

১২৫ রানের জয়ের লক্ষামাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে মৌচাক ১৭.১ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে মাত্র ৯৮ রান তলতে সক্ষম হয়।ব্যাট হাতে ধনবীর সিং ২৪ বলে ৪৫ রান. দেবাংশু দত্ত ১৭ বলে ১১ রান ও শ্রাবন গোস্বামী ১৭ বলে ১১ রান ছাড়া বাকিরা দুই সংখ্যার রান করতে পারেননি। ব্লাডের সৌরভ সাহানি ৪টি উইকেট নিয়ে দলকে জয় এনে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

রাজস্থানের জয় তিন রানে

চেন্নাই,১২ এপ্রিল: আই পি এলে উত্তেজনাপর্ণ জয় পেলো রাজস্থান। তারা চেল্লাইকে তিন বানে প্রাজিত করে। রাজস্থান প্রথম ব্যাট করে আট উইকেটে ১৭৫ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চেন্নাই ছয় উইকেটে ১৭২ রান

টসে জিতে চেন্নাই বিপক্ষকে প্রথম ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। রাজস্থানের হয়ে ইনিংসের সূচনা করেন জস বাটলার, যশস্বী জসওয়াল। স্কোরবোর্ডে ১১ রান সংগ্রহ হতেই যশস্বী জসওয়াল(১০) আউট হন।সেই জায়গা থেকে জস বাটলার, দেবদূত পাডিক্কাল দলের স্কোর নিয়ে যান ৮৮ রানে। দেবদৃত পাডিক্কাল(৩৮)রবীন্দ্র জাদেজার বলে আউট হন। জস বাটলার(৫২), অশ্বিন(৩০),শিমরন হেটমায়ার(৩০) ব্যাটে রাজস্থান আট উইকেটে ১৭৫ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চেন্নাই ডেভন কনওয়ে(৫). অজিঙ্ক রাহানে(৩১),ধোনি(৩২)ব্যাটে ছয় উইকেটে ১৭২ রান করে।

বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়, বড়দোয়ালি

স্ক্রলের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১২ এপ্রিল : পশ্চিম জোনভিত্তিক অনুধর্ব-১৭ মেয়েদের আস্কঃজোন টি-২০ ক্রিকেটে জয় অব্যাহত রেখে খেতাবের লড়াইয়ে উঠে এল বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়। টানা চার ম্যাচে জয় প্রেয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে টুফি দখলের লডাইয়ে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দিরের বিরুদ্ধ মুখোমুখি হবে বিদ্যাসাগর স্কুল অন্যদিকে প্রথম এই ম্যাচে পরাজয়ের পর টানা দই ম্যাচে জয় পেল বডদোয়ালি স্কুল। বুধবার আসরের দুটি ম্যাচ হয়।

ব আর আম্বেদকর মাঠে বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয় ৮ উইকেটে হারিয়ে দেয় নন্দননগর হাইস্কুল। তৃষা দেবনাথের দুরস্ত অর্ধ শতরানের ইনিংসের সুবাদেই জয় অব্যাহত রাখে বিদাসাগর স্কুল। ম্যাচে টস হেরে প্রথমে ব্যাট পায় নন্দননগর স্কুল। নির্ধারিত ২০ ওভার ব্যাট করে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১২৮ রান তুলে।

জবাবে ১২৯ রানের জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে ১৪.৩ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় বিদ্যাসাগর স্কুল।

একই মাঠে অপর ম্যাচে বড়দোয়ালি হাইস্কুল ১৪ রানে হারিয়ে দেয় আসাম রাইফেলস স্কুলকে।সায়ন্তিকা নমঃদাসের ব্যাটে-বলের দাপটে জয় পেল বডদোয়ালি স্কুল। পরে ব্যাট করতে নেমে আসাম

রাইফেলস ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১২০ রান তুলতে সক্ষম হয় বড়দোয়ালি স্কলের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে লড়াই করেও জিততে পারল না আসাম রাইফেলস। ব্যাট হাতে ক্রিশ্চিয়ানা রেমা ৬৬ বলে ৩৮ রান ছাডা বাকিরা দই সংখ্যার রান করতে পারেননি। অতিবিক্ত খাতে পায় ৬২ বান বড দোয়ালি স্কলের অলরাউন্ডার সায়স্তিকা নমঃদাস ২টি উইকেট পান।

১২ এপ্রিল: প্রতিদ্বন্দী হিসেবে লিওনেল মেসির মুখোমুখি হলেও একই দলে কখনও খেলা হয়নি রবের্ত লেভানদোভস্কির। এবার সে ইচ্ছাটা পুরণ করতে চান পোলিশ স্ট্রাইকার। আশাবাদী কণ্ঠে বললেন, আগামী মরশুমে কাম্প নউয়ে আর্জেন্টাইন তারকার সঙ্গে খেলতে চান তিনি। গত গ্রীম্মে বার্সেলোনায় যোগ দেন লেভানদোভস্কি। তার আগের মরশুমে

রাফায়েল ইউস্তে বলেছেন, তিনি মেসিকে আবার বার্সেলোনায় দেখতে চান এবং রেকর্ড সাতবারের ব্যালন দি'অর জয়ী তারকাকে ফেরাতে তারা

সঠিক পথের সন্ধান করছেন। এক অনষ্ঠানে মঙ্গলবার একই সর শোনা গেল লেভানদোভস্কির কণ্ঠেও। প্রাক্তন বায়ার্ন মিউনিখ তারকা বলেছেন, তারা দুজন একসঙ্গে খেলতে

করি পরের মরশুমে আমরা একসঙ্গে

খেলতে পারব।

'মেসি বার্সার অংশ এবং তিনি যদি ফিরে আসেন, তবে সেটা অসাধারণ ব্যাপার হবে। আমরা জানি যে, বার্সেলোনায় তার জায়গা রয়েছে। আমি জানি না কী ঘটবে, তবে আশা

মেসি ক্লাব ছাড়ার পর আর লা লিগা জিততে পারেনি বার্সেলোনা।

আছে তাদের। ২৮ ম্যাচে ৭২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে শাভি এর্নান্দেসের দল। দুইয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে

বড় লিড থাকলেও লিগের শেষ পর্যস্ত ভালো খেলেই শিরোপা জেতার লক্ষ্য লেভানদোভস্কির।

''আমরা জানি যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বার্সা লা লিগা জিততে পারেনি এবং আমরা সঠিক পথেই আছি। আমরা লা লিগার শিরোপা জিতলে অনেক খেলোয়াড়ের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আমরা সবাই উন্নতির জন্য কাজ করছি।"

আমরা লা লিগায় মনোযোগ দিচ্ছি এবং এখনও পয়েন্ট জেতার বাকি আছে। তবে আমরা মাদ্রিদের সঙ্গে পার্থক্য নিয়ে ভাবছি না। আমাদের গোল করতে হবে এবং সমর্থকদের খশি করতে হবে। আমি ও আমার আমার সতীর্থরা শিরোপা জেতার জন্য কঠোর

বেনফিকার মাঠ থেকে জয় তুলে আনলো ইন্টার মিলান

১২ এপ্রিল: ম্যাচের অধিকাংশ পরিসংখ্যানে ইন্টার মিলানের চেয়ে এগিয়েই ছিল বেনফিকা। কিন্তু দিন শেষে কে আর পরিসংখ্যান রাখে, যা মনে রাখে তা হলো গোল। সেই গোল করার আসল কাজটি করে এখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইন্যাল খেলার স্বপ্ন দেখছে ইন্টার। কোয়ার্টার ফাইন্যালের প্রথম লেগে বেনফিকার মাঠে স্বাগতিকদের ২-০ গোলে হারিয়েছে ইন্টার।

বেনফিকার মাঠে প্রথমার্ধ গোলশুন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ইন্টারকে এগিয়ে দেন নিকোলা বারেল্লা।

রোমেলু লুকাকু। দ্বিতীয় লেগে নিজেদের মাঠে হার এড়ালে কিংবা ১-০ গোলের হারও ইন্টারকে সেমিফাইন্যালে নিয়ে

এদিন প্রথমার্ধে কোনো দলই নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে পারেনি। এমনকী ম্যাচে উত্তাপও ছিল তুলনামূলকভাবে কম। ৪৫ মিনিটে দুই দল মিলিয়ে লক্ষ্যে শ্টই নিতে পেরেছে একটি। বেনফিকার নেওয়া সেই শটও আলোর মুখ দেখেনি। দুই দলের মাঝে বেনফিকা গুছানো ফুটবল খেলে আক্রমণে গিয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার

म्भराम लिए ग्रिलान <u> বিল চান আনচেল</u>

১২ এপ্রিল: খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে এসি মিলানে অনেকটা সময ছিলেন কালোঁ আনচেলত্তি। তার কোচিংয়েই ২০০৭ সালে সবশেষ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইন্যাল খেলে ও শিরোপা জেতে ইতালির ক্লাবটি।ভালো লাগার দলটিকে আবারও ইউরোপ সেরার শিরোপা নির্ধারণী মঞ্চে দেখতে চান তিনি। ইতালিয়ান এই কোচের চাওয়া, সেখানে প্রতিপক্ষ হোক তার বর্তমান দল রিয়াল মাদ্রিদ।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইন্যালের প্রথম লেগে চেলসির মুখোমুখি হবে রিয়াল। ওই দিনই শেষ আটের প্রথম লেগে মিলান লড়বে নাপোলির বিপক্ষে।

প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলে একাদশ স্থানে থাকা চেলসির বিপক্ষে রিয়ালকেই ফেভারিট ধরা হচ্ছে। তবে মিলানের সঙ্গে এগিয়ে রাখা হচ্ছে

সবশেষ দেখায় সেরি আয় শীর্ষে থাকা নাপোলিকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিলেও এবারের মরশুমে ধারাবাহিক নয় মিলান। লিগ টেবিলে তাদের



তাদেরকেই সমর্থন করার কথা বললেন আনচেলত্তি।

"এটি সর্বোপরি মিলানের জন্য শুভকামনা, যে দলটির আমি একজন ভক্ত। বাস্তবে মিলান-নাপোলির ম্যাচ হবে খুবই ভারসাম্যপূর্ণ ও অনিশ্চিত।"

''ইস্তানবুলে দুই দলের মুখোমুখি হওয়া কি দারুণ হবে ? রিয়ালের জন্য অবশাই দারুণ হবে। আমার মনে হয়. মিলানের জনাও তাই। কিন্ধ সব দলই ইস্তানবলের ফাইন্যালে জায়গা করে

১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত মিলানের হয়ে খেলেন আনচেলত্তি। কোচ হিসেবে দলটিতে ছিলেন তিনি ২০০১ থেকে ২০০৯ পর্যস্ত। এই সময়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ বেশ কয়েকটি শিরোপা জেতেন তিনি।

লিগের ফাইন্যালে ইস্তানবলে লিভাবপলের বিপক্ষে টাইরেকারে হেরে যাওয়া এখনও দাগ কেটে আছে তাব মনে। ওই মাাচে মিলানেব অধিনায়ক ছিলেন পাওলো মালদিনি. যিনি এখন দলটিব টেকনিকাল ডিবেক্টব।

ইতালিব প্রক্র ডিফেন্ডারকেও বেশ পছন্দ আনচেলত্তির। মিলানকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইন্যালে তার দেখতে চাওয়ার এটিও একটি কারণ।

''পাওলো ও ইস্তানবুল সুখস্মৃতি নয়, বিশেষ করে ২০০৫ সালে যা ঘটেছিল। মালদিনিকে আমি খুব পছন্দ করি, সে আমার অধিনায়ক ও আমার সঙ্গী। আমার জন্মদিনে (ফাইন্যালের দিন) যদি পরস্পরের মখোমখি হতে পারি তবে সেটা হবে বেশ দারুণ।"

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এবারের আসরের ফাইন্যালও হবে ইস্তানবুলে, আগামী ১০ জুন। ১৯৫৯ সালের এই দিনে ইতালির রেজ্জিওলো শহরে জন্মগ্রহণ করেন আনচেলত্তি।

নতুনভাবে জেগে উঠছে ইতালিয়ান ফুটবল রোম, ১২ এপ্রিল: আঙ্লের কড়

গুনে একটু পেছনে গেলেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে ইউরোপের মঞ্চে ইতালিয়ান ক্লাবগুলোর উল্লাসের দশ্য। যদিও সেই দশ্যগুলোয় ধলা জমছে অনেক বছর ধরে। ধুলা জমেছে ইতালিয়ান ক্রাবগুলোর ইউরোপীয় শিবোপাতেও। গত ১৩ বছবে ইতালিয়ান ক্রাবগুলোর টফি ক্যাবিনেটে জ্মা হয়নি ইউবোপিয়ান শ্রেষ্ঠতেব নতন কোনো শিরোপা। ২০১০ সালে সর্বশেষ ইন্টার মিলানের হাত ধরে ইউরোপ সেরার টফির দেখা পেয়েছিল ইতালি।

তিন ইতালিয়ান ক্লাবের একসঙ্গে কোয়ার্টার ফাইন্যালে খেলার ঘটনারও পেরিয়ে গেছে এক যুগের বেশি সময়। এর মধ্যে অনেকে ইতালিয়ান ক্লাব ফুটবলের এপিটাফও লিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু ইতালির ফুটবলের বীজটা যে আরও গভীরে। সেই বীজই এখন আরেকবার মহিরুহ হয়ে উঠার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। ১৭ বছর পর আবারও চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ আটে ফিরে এসেছে ৩ ইতালিয়ান দল। এ যেন

ইতালিয়ান ফুটবলের রেনেসাঁর পতাকা হাতে এগিয়ে এসেছে একসময়ের পরাক্রমশালী দল এসি মিলান, সিরি 'আ' থেকে সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন ইন্টার ও ডিয়েগো মারাদোনার স্মতিবিজডিত ক্লাব নেপোলি। এটা নিশ্চিত, এই তিন ক্রাবের একটি সেমিফাইন্যালে থাকছেই। নাপোলি ও এসি মিলান শেষ আর্টেই একে অপবেব মখোমখি।

ইতালিয়ান ফুটবলের নতুন জাগরণ।

দশাপট থেকে ইতালিয়ান ক্রাবগুলোর হারিয়ে যাওয়া আকস্মিক কোনো ব্যাপার ছিল না। প্রায় দুই দশক



হয়ে আসছেন ইউরোপ-এশিয়ার ধনকবেররা। যা এক ধাক্কায় পরো চিত্রটা নাটকীয়ভাবে বদলে দিয়েছে। আর এ জায়গাতেই মূলত পিছিয়ে পড়ে ইতালিয়ান ক্লাবগুলো।ক্লাবমালিকেরা তাদের ক্লাবগুলোকে মাঠের ফটবলের জন্য প্রস্তুত করার বদলে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রচারণা ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করা শুরু করে। যার ফলে ক্রমে পিছিয়ে পড়তে পড়তে একসময় কোণঠাসা হয়ে পর্দার অন্বোলে চলে যায় কাবগুলো। আন্তর্জাতিক ফটবলে ইতালির পতনের সঙ্গেও বিষয়টি অনেকটা জডিয়ে। ইতালিতে নতন প্রতিভার আগমন প্রায় থমকে যায়।

তবে অন্ধকার টানেলের শেষ নাকি আলো থাকে। সেই আলোর ঝলকানিই বোধ হয় এবার দেখতে শুরু করেছে ইতালির ক্লাব ফুটবল। বিদেশি সাম্প্রতিক সময়ে

বর্তমানে ইন্টার মিলান ও এসি মিলানসহ সিরি 'আ'র সাতটি ক্লাবের মালিক বিদেশি। যাদের পাঁচজন যক্তরাষ্ট্রের, একজন কানাডার ও আবেকজন চীনেব।

ইতালির ফুটবলের এই রেনেসাঁর অংশ হয়ে চলতি মরশুমে জাদুকরি রূপে সামনে এসেছে নেপোলি। কয়েক মরশুম ধরেই তাদের উত্থানের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এবার তো ৩৩ বছর পর লিগ শিরোপা জয়ের দ্বারপ্রান্তেই পৌঁছে গেছে নেপোলি। লসিয়ানো স্পালেত্তির কোচিং—দর্শনই মলত বদলে দিয়েছে নেপলসেব কাবটিকে। খিচা কাভাবেস্কাইয়া ও ভিক্তব ওসিমেনের মতো প্রতিভার উপস্থিতি

তাদেব খোলনলচে বদলে দিয়েছে। ইতালিয়ান লিগের সর্বশেষ প্রতিনিধি হিসেবে চ্যাম্পিয়ন লিগ জিতেছিল ইন্টার। কয়েক মরশুম ধরে

উত্থান-পতনের ভেতর দিয়েই নিজেদের যাত্রাটা অব্যাহত রেখেছে তারা। দই বছর আগে লিগ শিরোপা জিতলেও অর্থনৈতিক কারণে খেলোয়াড ছেডে দিতে হয় তাদের। দায়িত্ব ছেডে দেন শিরোপা জেতানো কোচ আন্তেনিও কন্তেও। এবপবও পুরোপুরি লক্ষ্যচ্যত হয়নি ক্লাবটি। লিগে পথ হারালেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ আটে খেলছে তারা। ইউরোপিয়ান শেষ্ঠতের মঞ্জে নিজেদের যাত্রা তারা কতটা দীর্ঘায়িত করতে পারে, সেটাই এখান দেখাবৈ আপেকা।

একসময় ইউরোপীয় ফুটবলের সবচেয়ে বড় পরাশক্তি ছিল মিলান। বিশ্বসেরা তারকাদের পদচারণে মুখর ছিল মিলানের আঙিনা। সেই মিলানই এক দশকের বেশি সময় ধরে ছিল পর্দার অস্তরালে। মালিকানাসংক্রাস্ত জটিলতা ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে রীতিমতো হারিয়ে যেতে বসেছিল





জাতীয় পথনাটক দিবস পালিত

সফদার হাসমির আদর্শ গিয়ে নেওয়ার

১২ এপ্রিল: নাটক, সংগীত, আলোচনা সভা ও কবিতা আবন্ধির মধ্য দিয়ে রাজ্যের নানা স্থানে পালিত হয় জাতীয় পথনাটক দিবস। স্মরণ করা হয় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রখ্যাত নাট্যকার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সফ্দর হাসমিকে। ১৯৫৪ সালের ১২ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বুধবার ছিল তার ৬৯ তম জন্মদিন। গোটা রাজ্যে দিনটিকে জাতীয় পথ নাটক দিবস হিসাবে পালন করা হয় ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের উদ্যোগে। মূল অনুষ্ঠান হয় রাজধানীর অফিস লেনস্থিত সংগঠনের কেন্দ্রীয় ভবনে।

শ্রমিক শ্রমজীবী মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে পথ নাটকের মধ্য দিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরে জনজাগরনের চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন সফদার হাসমি। দিল্লির গাজিয়াবাদের শিল্পাঞ্চলে পথনাটক 'হল্লাবোল' মঞ্চস্থ করতে গিয়ে ১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি এক রাজনৈতিক দলের ঘাতক বাহিনীর হাতে মারাত্মকভাবে আহত হন তিনি। ২রা জানয়ারি তিনি শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। এরপর থেকেই তার জন্মদিনকে জাতীয় পথনাটক দিবস হিসাবে পালিত হয়ে সমন্বয় কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় ভবনে বুধবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগীত, আলোচনা, নাটক ও কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয় প্রয়াত সফদর হাসমিকে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী ডালিয়া দাস ও বাদল চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণ রাখেন ত্রিপরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের সভাপতি শিশির কাস্তি দেব। প্রখ্যাত নাট্যকার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সফদর হাসমির জীবন ও দর্শন নিয়ে এছাড়াও আলোচনা করেন নাট্যকার ও লেখক সুভাষ দাস। কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে সফ্দর হাসমির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাচিক শিল্পী কাকলী গঙ্গোপাধ্যায় ও কেয়া দেব। সেইসাথে দেবেশ ঠাকুরের লেখা "পাবলিক" নাটকটির সংলাপ পাঠ করেন নাট্যকার কুমার শংকর পাল। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নাটক মঞ্চন্ত করেন উদীয়মান শিল্পী সুশাস্ত দেব এবং ইন্দিরা

বক্ষাবা তাদেব আলোচনায় বলেন একজন সুজনশীল মানুষ ছিলেন সফদর

পরিবর্তনের লডাইয়ে। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সমাজের একটি বিশাল সংখ্যক মানুষ সম্পদ তৈরি করে, আর অল্প সংখ্যক মানুষ সেই সম্পদ ভোগ করে। এই দুই শ্রেণির দক্ষ শত শত বছরের। সফ্দর হাসমি এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে নাটককে পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। যার মধ্যে পথ নাটককে অধিক গুরুত্ব দিতেন তিনি। যা বর্তমান সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পথ নাটকের মাধ্যমে শাসক শ্রেণির আসল চেহারা খুলে দিতে হবে জনসম্মুখে। যে কাজটি করতে গিয়ে সফ্দর হাসমিকে শহিদ হতে হয়েছিল।এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তার আদর্শকে। বক্তারা আরও বলেন, গোটা দেশের পাশাপাশি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন এরাজ্যও। মানুষের মত প্রকাশের অধিকার কেডে নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মান্যের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। যার ফলস্বরূপ সফদর হাসমির জন্মদিন প্রকাশ্যে করতে না পেরে হলের ভিতরে উদ্যাপন করতে হচ্ছে ত্রিপুরা সংস্কৃতি

হাসমি। বিশ্বাসী ছিলেন সমাজ

সমন্বয় কেন্দ্ৰকে। A Reputed Tea Brand ARCHITA'S BRAHMAPUTRA TEA dealing with various Tea Product looking for Distributor for

Tripura +91 0361354397, +91 8812811660

বাংলা নববর্ষ, বিঝুবইসু উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রার

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: বাংলা নববর্ষ বিঝু উৎসব ও বইসু উৎসব উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সকল রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উৎসব উদ্যাপন আমাদের চিরাচরিত ঐতিহ্যের এক একটি ধারা। প্রাচীন কাল থেকেই চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ঐতিহ্যবাহী এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। আমাদের নিজস্ব রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে চলছে এই উৎসবগুলি। উৎসবের মধ্য দিয়ে সকল জনগোষ্ঠীর মানুষ সুখ, শাস্তিও সমৃদ্ধির আহ্বান জানান। সকলের এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদের ঐক্য ও সংহতির বার্তা রচিত হয়। নতুন বছরে রাজ্যবাসীর সুখ সমৃদ্ধি কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

OFFICE OF THE DIG (MED) / MED SUPDT, COMPOSITE HOSPITAL **BORDER SECURITY FORCE, SALBAGAN AGARTALA TRIPURA-799012** // ADVERTISEMENT //

Suitable and willing male and female candidates may attend Walk-in-Interview for engagement as Specialist doctors in BSF Composite Hospital Salbgan, Agartala, Tripura on contractual basis as per terms & conditions mentioned

Date of Walk-in-Interview - 20th April 2023 to 05 May 2023 at Composite Hospital, BSF, Salbagan, Agartala Tripura from 10 AM to 04 PM.

- : Rs. 85,000/- Per Month (for whole period of contract a.) Specialist Doctors
- Age-Not more than 67 Years Educational & Professional Qualification
- A recognized medical qualification included in the first or Second Schedule or Part II of the third Schedul (Other than that licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II or the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in sub-section (3) of Section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.
- ii) Post-Graduate Degree/Diploma in the concerned speciality as mentioned in Section-A or Section-B of Schedul VI or equivalent.
- iii) 1½ Years experience for post graduate degree holder & 2½ Years for Diploma holder in the concerned speciality after obtaining the Post-Graduate Degree/Diploma or equivalent.

Immediately after interview on the same day the candidates will be medically examined by a Board of Medica Officers detailed by Composite Hospital BSF Agartala. Appointment will be subject to medical fitness.

6. Period of Contract

Initial Contractual Appointment will be for 3 years which may be extended for further 02 years on year to year basis subject to the maximum age cap of 70 years. Total period of contract will be five years or till the appointed attains the age of 70 years whichever is earlier. Thereafter, the contract will lapse automatically, However, the appointment can be terminated at any time by giving one month notice (on either side) without assigning any

- No Extension beyond the stipulated five years will be given. However, there is no bar on a contractual appoint applying afresh on completion of 5 years tenure.
- Entitlement of Leave The leave entitlement may be governed in terms of DoP&T's OM No. 12016/3/84-Estt (L) dated 12th April 1985, as amended from time to time
- 9. The appointee shall not have any claim or right to regular appointment to any post under CAPFS.
- 10. The appointee shall be on the whole time appointment of the institution and shall not accept any other appointment paid or otherwise, during the period of contract.
- 11. Other condition of contract will be governed by the relevant rules and order issued from time to time
- 12. The location of vacancies of specialist Medical Officer) for CH BSF Agartala, Tripura are as under
- b) Specialists Doctors at

reason by paying/refunding one month salary

- a) Location of walk-in-interview Composite Hospital, Border Security Force, Salbagan, Ad
 - Tripura (West) 799 012 - 01 Vacancy each
 - (i) Medicine - 01 Vacancy
 - (ii) Anaesthetics 01 Vacancy
 - (iii) Pathologist - 01 Vacancy - 01 Vacancy

(iv) Surgical Note:

- a) Suitable and willing candidates for Specialist may walk-in-interview at CH BSF Agartala on the dates mentioned at Srl No. 01 along with original & Photocopies of all relevant documents (like mark sheet of 10th, 12h, Graduate & Post Graduate Degree certificate/provisional certificate, Registration certificate, Age proof and Experience certificate etc) and application in plain paper superscripting the name of the post applied for and 05 nos recen passport size photographs.
- b) Candidates are advised to log on to BSF Website i.e. www.bsf.gov.in or www.bsf.nic.in for updating further changes if any.
- c) The advertisement will be valid for 01 year. Eligible candidates can submit their candidature any time to concerned BSF Composite Hospital and walk-in-interview will be arranged subject to vacancy. While submitting the application the candidate should mention/prioritize their choice of location for appointment which will be taken into consideration while issuing offer of appointment.
- d) In case of selection of more candidates for particular location, waiting list will be prepared in the order of merit which will be valid for one year from the date of publication of the advertisemen
- e) In case vacancy is available in a particular location even after the interview, selected candidates as per waiting list will be asked for their willingness for appointment in that location.
- Any further information/notification in this regard will be available on the BSF website only. Hence, candidates are advised to visit BSF website for exact schedule of walk-in-interview

Sd/- (Dr. Ashish Kumar, MS) DIG (Med)/Med Supdt. CH BSF Agartala

আসাম থেকে রাজ্যে ঢুকে নাবালিকা অপহরণে চেম্ভা, আটক গাডিসহ ২

কি হটস্পট হয়ে উঠলো রাজ্য ! আসাম থেকে ত্রিপুরায় ঢুকে নাবালিকা অপহরণের চেষ্টা এই আশংকা উসকে দিয়েছে। স্থানীয় মান্যের চেষ্টায় অপরহণকাণ্ড ভেস্তে যায়। মানষই নাবালিকা উদ্ধারের পাশাপাশি দই অপহরণকারী সমেত অপরাধে ব্যবহৃত গাড়ি আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

ধৃতরা হল পাথারকান্দি এলাকার আজমল হোসেন (২৪) এবং নিলামবাজার এলাকার নাজিম উদ্দিন(২৬)। এদের সাথে থাকা আরো দুই যুবক শামীম আহমেদ (১৮) এবং সামসৃদ্দিন (১৮) পলাতক। এই দুজনের বাড়ি কদমতলা ব্লুকের ফুলবাড়ি গ্রামের চার নং ওয়ার্ডে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন ফুলবাড়ি এলাকায়।

জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ছয়টায় নাগাদ ফুলবাড়ি এলাকার স্থানীয় জনগণ চৌদ্দ বছরের এক নাবালিকা মেয়েকে অপহরনের সময় এ এস ০১ এফ বি/৪৭২২ নম্বরের প্রাইভেট গাডি সমেত অসমের দই যবককে আটক করে। স্থানীয় মান্য অপহরণকারীদের মধ্যে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি ও নিলাম বাজারের আজমল ও নাজিম নামের দুই যুবককে আটক করে। তবে সেখান থেকে ফুলবাড়ি এলাকার শামীম ও সামসুদ্দিন নামের অপর দুই যুবক পালিয়ে যায়। পরে চুরাইবাড়ি থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে অভিযুক্ত দুই যুবক সহ অপহরণকান্ডে ব্যবহৃত গাড়িটি থানায় নিয়ে যায়।

এদিকে নাবালিকার বাবা চুরাইবাড়ি থানায় অপহরণের মামলা দায়ের করেছেন। এই মামলার তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, বুধবার ধৃতদের ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয়। সাথে পালিয়ে যাওয়া অপর দুই যুবককে ধরতে পুলিশী তল্লাশি শুরু করেছে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, রাজ্যের পুলিশের সক্ষমতা নিয়ে আর সমীহ করে না অপরাধীরা। আইনের উপর অপরাধীদের ভয় কমে গেছে। অন্য রাজা থেকে ত্রিপরায় ঢকে নাবালিকা অপহরণের ঘটনায় এই ধারণা তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই ঘটনাব পব উত্তব জেলায় আতংক ছড়িয়েছে। কন্যা সন্তানের অভিভাবকদের কপালে চিন্তার ভাজ পড়েছে। আইন শঙ্খলার এই ভঙ্গর অবস্থা থেকে রাজ্ঞাকে বের করে আনতে সরকারের কোনও কঠোর পদক্ষেপ এখন পর্যস্ত দেখা যাচ্ছে না। শাসক দলের লেভেল লাগিয়ে যা খুশি তা করার ছাড়পত্র পেয়ে অপরাধীরা উৎসাহী। এদিনের ঘটনা তারই একটা নমুনা বলে ধারণা করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

বিশেষ করে বিস্ময় ছড়িয়েছে পুলিশের কাণ্ড দেখে। গোটা ঘটনায় কৃতিত্ব ছিল এলাকাবাসীর। গাড়ি সমেত অভিযুক্তদের হাতে পাবার পর পুলিশ এর কৃতিত্ব দাবি করছে। যদিও, ঘটনাস্থল থেকে পলাতক দুই অভিযুক্তকে পুলিশ ঘটনার ২৪ ঘণ্টা

পুড়ে ছাই চড়িলাম স্কুল ও বিশালগড়ের চার জুতার দোকান

নিজম্ব প্রতিনিধি।। বিশালগড ১২ এপ্রিল: বধবার সন্ধ্যা রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন সিপাহিজলা জেলা শাসকের অফিসের পাশের চেছরিমাই হাইস্কল বিধ্বংসী আগুনে পড়ে ছাই। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। এদিকে মঙ্গলবার বিশালগড়ে চারটি জতার দোকান আগুনে ছাই হয়ে যায়।

ঘটনার বিবরণে, জানা গেছে বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় এলাকাবাসী চেছরিমাই স্কুলে আগুন দেখতে পান। তারা খবর পাঠান বিশ্রামগঞ্জ এবং বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসে। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর বিশালগড় থেকে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি পৌঁছে। ততক্ষণে প্রায় পুড়ে ছাই হয়ে যায় স্কুল। স্কুলের বাউন্ডারি গেটে তালা দিয়ে চলে যায় স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা তখনো নাইট গার্ড এসে পৌঁছায়নি। ফলে কোন জিনিস পত্র বাঁচানো যায়নি। স্কুলের আসবাব থেকে নথিপত্র কম্পিউটার যাবতীয় সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। তবে এলাকাবাসীর অভিমত কম্পিউটার রুমে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। খবর পেয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছুটে আসেন। তিনি জানান বিকাল চারটায় তারা সবাই স্কুল ছেড়ে চলে যান। তখন কোন কিছুই

এদিকে মঙ্গলবার গভীর রাতে বিশালগড় বাজারের ব্রিজ চৌমুহনিতে ৪ টি জুতার দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বড়সর অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পায় বিশালগড় বাজার। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি গিয়ে পুরো বাজার রক্ষা করে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত একটার পর বিশালগড় বাজারের ব্রিজ চৌমুহনি জুতার দোকানে আগুন লাগে। একসঙ্গে চারটি দোকান দোকান রয়েছে দিলীপ রবিদাস বিজয় রবিদাস পক্ষজ রবিদাস এবং রঞ্জিৎ রবিদাসের। চারটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বিশালগড় থানা থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে দোকান গুলোর অবস্থান। রাতে বাজারে পুলিশের স্থায়ী পাহারা থাকে। কিন্তু ফায়ার সার্ভিস খবর পায় চারটি দোকান পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যাবার পর। তাহলে পলিশের পাহারা কোথায় ছিল १

যদিও ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে বাজারটা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। বড ধরনের ঘটনা থেকে রক্ষা পায় বিশালগড বাজার। পলিশের ভমিকা নিয়ে ক্ষব্ধ বাজার ব্যবসায়ীরা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন প্রায় ২০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। আগুন লাগার কারণ জানা যায় নি। বধবার সকালে এসডিএম বিবি দাস ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর করেন কথা বলেন ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে।

মুখ্যমন্ত্রীর সকাশে বাংলাদেশের মন্ত্রী

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মো: শাহরিয়ার আলম এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাৎকারের সময় তাদের মধ্যে কুশল বিনিময় হয়। দু-দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। সাক্ষাৎকারের সময় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার আরিফ মোহম্মদ সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পী গিরীন্দ্র মজুমদার প্রয়াত: গভীর শোক

আগরতলা, ১২ এপ্রিল: সংগীত জগতের নক্ষত্র পতন। জীবনাবসান হল প্রখ্যাত শিল্পী গিরীন্দ্র মজুদারের। বুধবার ভোরে এডভাইজার চৌমুহনির বাড়িতে প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। ১৯৪৬ সালের ১০ই জুলাই জিরানীয়া এলাকার মোহনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পেশাগতভাবে শিক্ষকতা করলেও সঙ্গীতের প্রতি তার বিশেষ টান ছিল। বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন কীর্তন, বাউল এবং শচীন কর্তার গানের জন্যে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত যতীন্দ্র মজমদারের ভাই। ২০১৫ সালে সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চায় তার অসামান্য অবদানের জন্য রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর তাকে শচীন দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করেছিল। তিনি একাধারে শিক্ষক, পাঠক,বেতার শিল্পী ও দূর দর্শনের শিল্পী ছিলেন। তার মতাতে রাজ্যের শিল্পী মহল শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। মত্যকালে তিনি স্ত্রী পুত্র, কন্যাসহ বহু আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন।

ছেলে বর্হিরাজ্যে থাকেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে বাড়ি এলে তাদের মোহনপুরের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় মরদেহ। সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

আরও নতুন কোর্স চালু হচ্ছে ত্রিপুরা ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১২ এপ্রিল: আসন্ন শিক্ষাবর্ষে আরও কিছু নতুন কোর্স চালু হচ্ছে ত্রিপুরা ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা এই খবর জানিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সফলতার নানা দিকও তুলে ধরেন তারা।

কর্মকর্তারা জানান, ত্রিপুরা ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবর্ষ ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য নতুন পেশাদারী কোর্স চালু করেছে। এগুলি হল কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মাস্টার্স অফ টেকনোলজি এবং স্টাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এমটেক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ক্লাউড কম্পিউটিং, সাইবার সিকিউরিটি ইত্যাদিতে বিশেষীকরণসহ কম্পিউটার সায়েন্স আভ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি টেক।

তারা জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের সাথে ৬টি আন্তর্জাতিক মৌ স্বাক্ষর করেছে এবং ৭৩ টি জাতীয় বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মৌ স্বাক্ষর করেছে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়।

সতর্ক করলেন ইয়েচুরি

লোকসভা ভোট নজরে রেখেই মেরুকরণ তীব্র করছে বিজেপি

নিজন্ম প্রতিনিধি।। কলকাতা. ১২ এপ্রিল: আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে বিজেপি সারা দেশে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তীব্র করতে ঝাঁপিয়েছে বলে সতর্ক করলেন সিপিআই(এম)'র সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচরি। এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে পরাস্ত করে দেশ ও দেশবাসীকে বাঁচাতে সিপিআই(এম)'র পক্ষ থেকে দেশপ্রেমিক সব শক্তিকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে ইয়েচুরি বলেছেন, ভারতের ভবিষ্যৎকে রক্ষার জন্য বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সবাইকে এখনই একজোট হতে হবে।

মঙ্গলবার ও বুধবার সিপিআই(এম)'র রাজ্য কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন সীতারাম ইয়েচুরি। সভার পরে পার্টির রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে সঙ্গে নিয়ে এদিন সাংবাদিক বৈঠব করেছেন ইয়েচুরি। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক এবং নির্বাচনি <u> লায়দা তুলতে এবারের রামনবমীকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের</u> লঞ্চিং প্যাড হিসাবে ব্যবহার করেছে বিজেপি। সংখ্যালঘুদের আক্রমণের জন্য ব্যবহার করেছে যাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও মেরুকরণ তীব্র হয়। এটা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। এর আগে এভাবেই গোরক্ষা, লাভ জেহাদ ইত্যাদির কথা বলে াংখ্যালঘুদের উপরে আক্রমণ চালিয়েছে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আমেরিকায় গিয়ে সাফাই গেয়ে বলেছেন যে, ভারতের বাস্তবতা অন্যরকম, সংখ্যালঘুরা আক্রাস্ত হলে তাদের জনসংখ্যা বাড়ছে কী করে! সীতারাম ইয়েচুরি এর নিন্দা করে বলেছেন, সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি মোটেই জাতীয় গড়ের বেশি নয়, স্বাভাবিকতার মধ্যেই তা রয়েছে। কিন্ধ একথা বলার মধ্য দিয়ে ঘণ্য ঔপনিবেশিক মানসিকতার প্রকাশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। ব্রিটিশ সরকারের নীতির কারণে ১৯৪৩ সালের বাংলার মন্বস্তুরের সময় সমালোচনা এডাতে চার্চিল বলেছিলেন, 'ক্ষধায় মান্যের মত্য সত্যি হলে ইঁদরের মতো জনসংখ্যা বাড্ছে কী করে।' নির্মলা সীতাবামনও সেই চার্চিলের মতেই মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

সাম্প্রদায়িক আক্রমণের পাশাপাশি ভারতের মান্যের অর্থনৈতিক জীবনে, রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকারে মোদি সরকার কীভাবে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তার উল্লেখ করে ইয়েচুরি বলেছেন, দারিদ্র্য নিয়ে ২০১৭-১৮ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট সরকার প্রকাশ করেনি। বেসরকারি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে মানুষের প্রকৃত আয় এক জায়গায় আটকে গেছে, পণ্য ও পরিষেবা ক্রয় কমছে, দারিদ্র্য বাড়ছে মোদি জমানায়। গত ৮ বছরে সমাজের নিচের দিকে প্রকৃত আয় ৫৩ শতাংশ কমেছে, আর উপরের দিকে আয় বেডেছে ৩৯ শতাংশ। ধনীরা আরও ধনী হয়েছে, গরিবরা আরও গরিব, এটাই মোদির শাইনিং ইন্ডিয়া।দারিদ্র্য বাড়ছে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ায় সমস্যা আরও বাড়ছে। অর্থনীতির এই গতিমুখ উলটে দিতে সংগ্রাম করতে হবে। এরজন্যই গত ৫ এপ্রিল দিল্লির বুকে কিষান মজদুর সংগ্রাম দেখা গিয়েছে, সেই সংগ্রামকে আরও তীব্র করতে হবে। মোদি সরকার কষক এবং শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণা করছে।

গণতম্ব্রের উপরে আক্রমণের উল্লেখ করে ইয়েচুরি বলেছেন সরকারের বাইরের স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে খর্ব করা হচ্ছে। ১৯৫২ সালের পরে এই লোকসভায় অধিবেশন সংক্ষিপ্ততম হয়েছে। বিচারবিভাগকে সরকারের তরফে আক্রমণ করে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। রাজ্যপাল, ইডি, সিবিআই ইত্যাদির অপব্যবহার করে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

স্বাধীন কণ্ঠস্বর দমন করতে মিডিয়ার উপরেও আক্রমণ

হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ইয়েচরি। তিনি বলেছেন, কোন সংবাদ মিথাা, কোনটা প্রকাশ করা যাবে না সেটা ঠিক করে দেওয়ার কর্তপক্ষ হবে সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যরো? এতো প্রেস সেম্বরশিপ। স্থৈবতম্বে এসব চলে। ইতিহাসেব পাঠ্যসচি বদলে দেওয়া হচ্ছে, মোঘল শব্দ যেভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে তাতে 'মঘল ই আজম' সিনেমার নাম পালটে তো এবার 'ই আজম' করতে হবে, হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়েছিল কিনা তা চাপা পড়ে যাবে! বিরক্তিকর এই সব কাণ্ডকারখানার পিছনে সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করছে যে উদ্দেশ্যে ভারতের ইতিহাস থেকে গান্ধিজি এবং গান্ধি হত্যাকারীর নামও মুছে দেওয়া হচ্ছে

এই রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করে জনপ্রিয় আন্দোলনের চাপ তৈরি করার ডাক দিয়েছেন ইয়েচুরি। সেই সঙ্গে বলেছেন, কর্পোরেট কমিউনাল আঁতাতে দেশে লুট চলছে। ভারতের জীবন বিমা নিগমে জনগণের সঞ্চিত টাকায় আদানির গোষ্ঠীর পতন বাঁচাতে শেয়ার কেনা হচ্ছে। আদানিকাণ্ডে আমরা যৌথ সংসদীয় কমিটির তদস্ত দাবি করেছিলাম। এই কমিটি তৈরি হলে তাতে বিজেপি'রই সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য থাকতো, চেয়ারম্যানও বিজেপি'রই হতো। তা সত্ত্বেও কোনও সত্য প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করতে রাজি নন প্রধানমন্ত্রী ?

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে বৃহস্পতিবারই দিল্লিতে আলোচনায় বসবেন সীতারাম ইয়েচুরি। সাম্প্রদায়িক ও জনবিরোধী বিজেপি সরকারের সামগ্রিক মোকাবিলায় বিজেপি বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সিপিআই(এম) কথা বলছে বলে জানিয়েছেন ইয়েচরি। তিনি বলেছেন, আমরা চাই প্রতিটি রাজ্যে বিজেপি বিরোধী ভোটের বিভাজন সর্বনিম্ন করে বিজেপি বিরোধী ভোট সর্বোচ্চ একত্রিত করে বিজেপি'র পরাজয় নিশ্চিত করতে। কিন্তু এটা করতে হবে প্রতিটি রাজ্যভিত্তিক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুসারে। এরপর নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী জোট গঠিত হবে। বিহারে মহাগটবন্ধনে কংগ্রেস আরজেডি এবং বামেরা ছিল, আগামী লোকসভা নিৰ্বাচনে জেডি(ইউ) তাতে যুক্ত হবে।

সারা দেশে যে একই ধাঁচে বিজেপি বিরোধী নির্বাচনি ঐক্য হবে না, বরং রাজ্যভিত্তিক নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী করাই জরুরি তা বোঝাতে ইয়েচুরি বলেছেন, বিজেপি বিরোধিতায় থাকলেও অনেক রাজ্যেই একাধিক আঞ্চলিক দল পরস্পর বিরোধিতায় আছে। আবার কেরালায় কংগ্রেসের সঙ্গে বামেদের লড়াই আছে। বিজেপি'কে জায়গা না দিয়ে পরাস্ত করতে পারলে নির্বাচনোত্তর সরকার গঠনে এতে কোনও সমস্যা হবে না। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৪ সালে তার উদাহরণ আছে। ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীরা ৬১ আসনে জিতেছিল যার মধ্যে ৫৭টিতেই পরাস্ত করেছিল কংগ্রসকে। কিন্তু বাম সাংসদরা সবাই নির্বাচনের পরে মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারকেই সমর্থন করেছিল দেশের স্বার্থে। দেশের স্বার্থে বিজেপি বিরোধিতায় দায়বদ্ধতাটাই আসল কথা।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি'র নেতারা তৃণমূলকে হারাতে বামপন্থীদের পাশে চাইছে বলে সাংবাদিকরা জানালে ইয়েচুরি বলেন, ওরা যাই বলুক, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বলছে। উদ্দেশ্যপরণের জন্য যে কোনও মিথ্যা প্রচার ওরা করতে পারে। কিন্তু আমাদের কথা স্পষ্ট, বিজেপি'র সঙ্গে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠে না, দেশহিতে বিজেপি'কে পরাস্ত করতে

